Volume 2
Number 1-2
January 2014

Jagannath University Journal of Social Sciences

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

Articles

আধুনিকতা থেকে উত্তরাধুনিকতা ও গণমাধ্যমের বিবর্তন ধারা: একটি তত্ত্ব ও তথ্য ভিত্তিক পর্যালোচনা
মো. আশরাফুল আলম ও মুহাম্মদ ফায়জুল হক

Consumption as Means of Communication in Urban Bangladesh: The Case of Dhaka City
Mohammed Moniruzzaman Khan

Socio-economic Impact of Old Age Allowance on the Elderly People: A Study on Sylhet District of Bangladesh
Professor Dr. Mostafa Hasan, Professor Dr. A K M Mahbubuzzaman, and Shofiqur Rahman Chowdhury

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সাংস্কৃতিক প্রভাব: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ
মো. আশরাফুল আলম ও ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ

Rustow's Model of Democratization: The Bangladesh Perspectives
Professor Dr. Arun Kumar Goshami

Globalization and Women in the LDCs
Monishankar Sarkar

Sexual Harassment (Eve-Teasing) in Bangladesh: An Analysis of Contemporary Situation
Md. Mohsin Reza and Md. Rafiqul Islam

Disaster and Vulnerability of Women in Coastal Bangladesh
Mohammed Moniruzzaman Khan and Abu Hena Mostafa Kamal

Urban Forest as an Inevitable Option of Multifunctional Urban Greening in Dhaka City: The Stimulating Role of Mass Media
Mir Mosharef Hossain and Sarah Bashneen Shuchona

Juveniles in Development Center: A case study on some selected prison inmates in Bangladesh
Sabina Shormin and Nazmul Islam

Faculty of Social Science
Jagannath University
Dhaka-1100, Bangladesh
www.jnu.ac.bd

Jagannath University
Journal of Social Sciences
Volume 2, Number 1-2
Faculty of Social Science
Room # 717, New Academic Building (6th Floor)
Jagannath University, Dhaka 1100, Bangladesh

Editorial Board

Chief Editor
Professor Dr. Mostafa Hasan
Dean, Faculty of Social Science, Jagannath University, Dhaka

Associate Editors

Professor Dr. Helena Ferdousi
Department of Mass Communication and Journalism, Jagannath University, Dhaka

Dr. Leema Haque
Associate Professor, Department of Sociology, Jagannath University, Dhaka

Members

Dr. Md. Azam Khan
Chairman, Department of Economics, Jagannath University, Dhaka

Professor Dr. S. M. Anowara Begum
Chairman, Department of Political Science, Jagannath University, Dhaka

Professor Dr. Farida Akhtar Khanam
Chairman, Department of Sociology, Jagannath University, Dhaka

Professor Md. Rezaul Karim, Ph.D
Chairman, Department of Social Work, Jagannath University, Dhaka

Dr. Shaolee Mahboob
Chairman, Department of Anthropology, Jagannath University, Dhaka

Junaid Ahmed Halim
Chairman, Department of Mass Communication and Journalism, Jagannath University, Dhaka

Editorial Assistant

Md. Mistar Ali
Office Assistant, Dean Office, Faculty of Social Science, Jagannath University, Dhaka

Price: BDT 100.00 (US$ 5.00)

Printed by: Dot Printing & Packaging
164 Shaheed Sayed Nazrul Islam Sarani
(Old 3/2) Purana Paltan, Dhaka-1000
E-mail : dot.printingb@gmail.com

Jagannath University Journal of Social Sciences

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস

ISSN 2311-3626

Volume 2
Number 1-2
January 2014

Faculty of Social Science
Jagannath University
Dhaka-1100, Bangladesh
www.jnu.ac.bd

Contents

আধুনিকতা থেকে উত্তরাধুনিকতা ও গণমাধ্যমের বিবর্তন ধারা:
একটি তত্ত্ব ও তথ্য ভিত্তিক পর্যালোচনা 1-13
মো. আশরাফুল আলম ও মুহাম্মদ ফায়জুল হক

Consumption as Means of Communication in Urban Bangladesh: The Case of Dhaka City 14-23
Mohammed Moniruzzaman Khan

Socio-economic Impact of Old Age Allowance on the Elderly People: A Study on Sylhet District of Bangladesh 24-33
Professor Dr. Mostafa Hasan, Professor Dr. A K M Mahbubuzzaman, and Shofiqur Rahman Chowdhury

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সাংস্কৃতিক প্রভাব: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ 34-47
মো. আশরাফুল আলম ও ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ

Rustow's Model of Democratization: The Bangladesh Perspectives 48-59
Professor Dr. Arun Kumar Goshami

Globalization and Women in the LDCs 60-68
Monishankar Sarkar

Sexual Harassment (Eve-Teasing) in Bangladesh: An Analysis of Contemporary Situation 69-80
Md. Mohsin Reza and Md. Rafiqul Islam

Disaster and Vulnerability of Women in Coastal Bangladesh 81-96
Mohammed Moniruzzaman Khan and Abu Hena Mostafa Kamal

Urban Forest as an Inevitable Option of Multifunctional Urban Greening in Dhaka City: The Stimulating Role of Mass Media 97-107
Mir Mosharef Hossain and Sarah Bashneen Shuchona

Juveniles in Development Center: A case study on some selected prison inmates in Bangladesh 108-125
Sabina Shormin and Nazmul Islam

Jagannath University Journal of Social Sciences, Vol. 2, No. 1-2, 2014, pp. 01-13

আধুনিকতা থেকে উত্তরাধুনিকতা ও গণমাধ্যমের বিবর্তন ধারা: একটি তত্ত্ব ও তথ্য ভিত্তিক পর্যালোচনা

মো. আশরাফুল আলম
প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মুহাম্মদ ফায়জুল হক
এম.ফিল. শিক্ষার্থী, গণমাধ্যম ও যোগাযোগ বিজ্ঞান বিভাগ, ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রিয়া

Abstract: *The world is taking a new shape in the new century affecting our life-style, mode of consumption, ways of communication, thinking pattern etc. Scholars have identified different characteristics of the changing pattern of social order and way of life in the modern and postmodern era. This article examines the evolution stream of both society and culture and looks into how the mass media have been changed over the years. Based on different theoretical conceptions and information as well as analyzing practical field of mass media in Bangladesh, the article presents a review of the social and cultural miscellany and the activities of the mass media in both traditional and post-traditional times. It also discusses the culture and the contents created and produced by mass media in Bangladesh.*

ভূমিকা

নিত্য নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির আগমন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে নতুন শতাব্দীতে আমাদের পৃথিবী নতুনভাবে বিনির্মিত হচ্ছে। গণউৎপাদন, গণভোক্তা, জাতি-সংস্কৃতি ইত্যাদি ধারণায় পরিবর্তন আসছে। নতুন ভুবনে পাল্টে যাচ্ছে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, জীবনধারা, আত্মপরিচয় (Hall et al. 1988; Jones 2003 উদ্ধৃত)। পাশাপাশি নমনীয়তা, বহুমুখিতা, পার্থক্যকরণ, গতিশীলতা, যোগাযোগ, বিকেন্দ্রীকরণ, আন্তর্জাতীয়করণের ধারণা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ শহরকেন্দ্রিকতার আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে যাচ্ছে, পুঁজিবাদিতার পিঞ্জরে নিজেকে প্রোথিত করে চলেছে, স্ক্রিন সর্বস্ব জীবনে নান্দনিকতার সংজ্ঞা খুঁজে ফিরছে এবং ভোগবাদিতায় পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। তাত্ত্বিকরা পরিবর্তিত এ সমাজ প্রণালীকে বলছেন আধুনিকতা থেকে উত্তরাধুনিকতায় প্রবেশ। আবার কেউ বলছেন আধুনিকতা পরবর্তী ধাপ এটি। সামাজিক পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে পাল্টে যাচ্ছে গণমাধ্যম আধেয়ের ধরণ, রূপায়ন ও উপস্থাপন। গণমাধ্যম কি এখন শহরকেন্দ্রিক গণসংস্কৃতিমুখি হয়ে উঠছে না? উচ্চতর, মৌলিক সংস্কৃতি চর্চার উপস্থিতি কতটুকু আছে গণমাধ্যমে? বিজ্ঞাপন, নাটক, সিনেমার আধেয় জুড়ে ভোগবাদিতার জয়রথ ও ভোগকে বেছে নেয়ার অব্যক্ত আহ্বান থাকছে বলেও অভিযোগ ওঠেছে। প্রশ্ন তোলা হচ্ছে- তাহলে কি ভোগবাদ নির্মাণমুখি গণমাধ্যম গড়ে উঠছে? বৈশ্বিক পুঁজিবাদ, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাজার ও বৈশ্বিক কর্পোরেট সোসাইটি গণমাধ্যমের নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠেছে? গণমাধ্যম কি গণমানুষের তথ্য বহন করছে, না-কি যারা গণমাধ্যমের ধারক, বাহক ও প্রভাবক তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চরিতার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে? যদিও বলা হয়ে থাকে, জনগণের আত্মপরিচয় কিংবা সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় বিনির্মাণ ও পুণর্গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে। আমাদের অবধারণগত জগতের বাস্তবতা নিরুপন ও বাস্তবতা নির্মাণ (Graber ১৯৮৮), এমনকি কী ভাবতে হবে এবং কীভাবে ভাবতে হবে তা নির্ধারণে (McCombs & Shaw 1972) গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবর্তিত সময়ে গণমাধ্যম ও সমাজের এ পরিবর্তনশীলতাই খতিয়ে দেখা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। আধুনিকতার ধরন পাল্টে কীভাবে তা উত্তরাধুনিকতায় রূপ নিচ্ছে, তাত্ত্বিকরা কীভাবে আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতার মধ্যকার ব্যবধান টানছেন, উত্তরাধুনিকতাবাদিরা কোন ধরনের উত্তর আধুনিক সমাজ কাঠামোর কথা বলছেন এবং বদলে যাওয়া সমাজ কাঠামোতে গণমাধ্যম ও এর কার্যক্রম কীভাবে বদলে যাচ্ছে তা

অনুসন্ধান করা হয়েছে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম উত্তরাধুনিক সমাজধারার পথে কিভাবে এগিয়ে চলছে এবং উত্তরাধুনিক সমাজ-সংস্কৃতিতে গণমাধ্যমের অভিগমণ না অবনমন ঘটছে তাও মূল্যায়ন করা হয়েছে। তাত্ত্বিকদের প্রদত্ত তত্ত্ব ও তথ্য এবং বাংলাদেশের গণমাধ্যমে তার প্রায়োগিক ক্ষেত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে এসব বিষয় পরীক্ষা করা হয়েছে।

আধুনিক সময়ে সমাজ-সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম

ইউরোপে রেনেসাঁ[১] যুগের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে আধুনিকতাবাদের প্রবর্তন হয়। আঠার শতকের ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকান বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব পুরো পৃথিবীকে নাড়া দিয়েছিল। সে সময়ে চিন্তা জগতেও একটি বিপ্লব ঘটে যায় যা বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব নামে পরিচিত। এটি এনলাইটেন্টমেন্ট বা আলোকময়তা ('Age of Enlightenment') নামেও পরিচিত। সে সময়ে বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে বিপ্লব ঘটানো দার্শনিকদের মধ্যে টমাস হবস (ইংরেজ), ইমানুয়েল কান্ট (জার্মান), টমাস জেফারসন (আমেরিকান), জন লক (ইংরেজ), রুশো (সুইস) ছিলেন অন্যতম। আলোকময়তার 'মাঝেই যুক্তি, বিজ্ঞান ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের ভিত্তি রচিত হয়। আর এই বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে আধুনিকতা ধারণাটির সূত্রপাত হয়' (নাহার ২০১০)। প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ থেকে বেরিয়ে আসার মধ্য দিয়ে আধুনিকতায় অনুপ্রবেশ ঘটে। আধুনিকতা তার গতিশীলতা ও বিস্তৃত পরিধির কারণে সামাজিক বিধান, প্রথা ও আচরণের বিরোধিতা করে (Giddens 1991)। সনাতন সমাজে যা করানো হতো তাই করত মানুষ। মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সামাজিক আচরণ, প্রতিষ্ঠান সবই প্রচলিত রীতি-নীতি দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হতো। আধুনিক সমাজে মানুষ তা করে না। প্রচলিত বিশ্বাস ও সামাজিক কাঠামোর সেই পরিসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছে মানুষ। পূর্বপুরুষদের ভাবনা, দর্শন, আচরণ, জীবনচরিতকে সহজভাবে মেনে না নিয়ে নতুন ভাবনা, নতুন দর্শন, আচরণ দ্বারা ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন গড়ে উঠেছে। অন্ধবিশ্বাসকে প্রত্যাখান করে যুক্তি ও তথ্যের নিরিখে সব কিছুকে যাচাই করার মধ্য দিয়ে নির্মিত সমাজ কাঠামোকেই বলা হয় আধুনিক সমাজ। সমসাময়িক কালের বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী এন্থনি গিডেন্স সমাজের সনাতনি ধারা থেকে আধুনিক ধারায় আসা এবং আধুনিকতা পরবর্তী ধাপে উত্তরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, আমরা প্রচলিত সমাজ কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছি। তিনি একে 'পোস্ট ট্র্যাডিশনাল সোসাইটি' বা উত্তর প্রচলিত সমাজ বলেছেন। আধুনিক যুগের উচ্চতর বা সর্বশেষ ধাপকে তিনি বলছেন 'লেইট মর্ডানিটি' বা আধুনিকতা পরবর্তী যুগ (Jones 2003), যাকে অন্য অনেক তাত্ত্বিক উত্তরাধুনিক যুগ বলছেন।

যখন সনাতন ধারা সমাজে কর্তৃত্ব করে তখন ব্যাক্তিকেন্দ্রিক ধারা, বিশ্লেষণ ও চিন্তা দুর্বল থাকে। কেননা, প্রচলিত ঐতিহ্য ও প্রথা দ্বারা ব্যক্তির পছন্দ নির্ধারিত হয়। আধুনিক সমাজে এসে এ সনাতন ধারাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। পূর্ব পুরুষ দ্বারা অর্পিত বিধি-বিধান সম্পর্কে ততটা উদ্বিগ্ন থাকে না আধুনিক সমাজ। বরং সেসব প্রচলিত বিধান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে এবং তা থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। আগে নারীর শিক্ষা ও কাজের অধিকার বিষয়ে আমরা তেমন সচেতন ছিলাম না। নারী শিক্ষার সুযোগ কম পেত। সামাজিক বিধি-বিধান দ্বারা তা এক রকমের নিষিদ্ধ ছিল। সমাজ এখন সেই প্রচলিত কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসছে। এখন নারী শিক্ষাকে সমাজ প্রগতির অন্যতম বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একইভাবে নারী কর্মক্ষেত্রে আগের যে কোন সময়ের

---

[১] আক্ষরিক অর্থে রেনেসাঁ মানে পুর্নজন্ম বা নবজাগরণ। তবে রেনেসাঁ বলতে একটি ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বুঝিয়ে থাকে। ইউরোপে ১৪শ শতাব্দী থেকে ১৬শ শতাব্দীর মাঝে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষাসহ সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নানা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। তাই এ সময়কে বিকাশের যুগ হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। উল্লেখযোগ্য রুপান্তর ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মধ্য যুগকে অতিক্রম করে আধুনিক যুগের যাত্রা শুরু হয় (http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance)।

চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ ও অধিকার ভোগ করছে। আধুনিক সমাজ কাঠামোতে প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন ধারণা রপ্ত ও চর্চার মধ্য দিয়ে আধুনিকতায় প্রবেশ করায় সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর এ উন্নয়ন ঘটেছে। এটিই হল আধুনিক যুগ। গিডেন্স বলছেন, সমাজ প্রক্রিয়ায় আমরা প্রচলিত ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিকতায় প্রবেশ করলেও প্রচলিত বিধি বিধান থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারিনি। যেমন, নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বাড়লেও নারী বৈষম্য কিন্তু সমাজ থেকে উঠে যায়নি (Gauntlett 2002)।

আধুনিক সমাজে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। প্রচলিত সমাজে ব্যক্তিকে সামাজিক বিধান দিয়ে দেয়া হয়। আর আধুনিক সামজে ব্যক্তি নিজেই নিজের বিধি-বিধান নিয়ে কাজ করতে পারেন। যেমন, নারী-পুরুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিষয়ে গত কয়েক দশকে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আগে এ সম্পর্ক তৈরি করে দিত সমাজ। এখন সে সম্পর্ক নির্ধারণ করছে ব্যক্তি নিজে। মানুষ এক সম্পর্ক থেকে দ্রুত অন্য সম্পর্কে যাচ্ছে। যৌনতা, যৌন বৈচিত্রতা আগের যে কোন সময়ের চেয়ে এখন খোলামেলা। সমকামিতা, থার্ড জেন্ডার, সেক্সুয়াল মাইনরিটি বিষয়ে কথা বলা যাচ্ছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় এ পরিবর্তন ব্যক্তি পর্যায় থেকে যেভাবে গড়ে ওঠে, সামাজিক পর্যায় থেকেও সেভাবে গড়ে উঠে। ব্যক্তি ভাবনা, ব্যক্তি গল্প যেমনি ব্যক্তি দর্শনে পরিবর্তন নিয়ে আসছে, তেমনি সামাজিক মাধ্যমও ব্যক্তি দর্শনে পরিবর্তন নিয়ে আসছে। ব্যক্তি নিজের মধ্যে নিজের মত করে একটা গল্প তৈরি করে এবং ব্যক্তি সেই গল্পের মত করে নিজেকে সাজাতে চায়। গিডেন্স একে বলেছেন 'রিফ্লেক্সিভ প্রজেক্ট' (Giddens 1991)। নিজের বিশ্বাস, আচরণ, মূল্যবোধ, কর্মক্ষেত্র, চাহিদার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি মানুষের এ গল্প তৈরি হয়। গণমাধ্যমসহ সমাজের বিভিন্ন উপাদান ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে নিজ গল্পকে শাণিত ও পরিশীলিত করতে। গণমাধ্যম ব্যক্তি গল্প তৈরিতে রসদ যোগায়। গণমাধ্যম বলে দেয় ব্যক্তির আচরণ কী হবে, ব্যক্তির দেহ ও মননশৈলী কী রকম হবে, ব্যক্তির রুচিশীলতা, পণ্য বাছাই ও ব্যবহারের মাত্রা কী রকম হবে। নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস মানেই গ্রামীণ চেকের ফতুয়া পরা ষাটোর্ধ্ব একজন ব্যক্তি। আবার গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ মানেই গাঢ় সবুজ শার্ট, বাদামি রংয়ের প্যান্ট পরা পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন ব্যক্তি। তারা নিজ ভাবনা, দর্শন, কর্ম দ্বারা এভাবেই ভাঁজে ভাঁজে সাজিয়েছেন নিজেদের গল্প। এভাবেই নিজেকে দেখতে চান, নিজেকে উপস্থাপন করতে চান। এভাবে ব্যক্তি তার নিজস্ব আইডেনটিটি গড়ে তোলেন।

গণমাধ্যম সমাজ কাঠামোর শক্তিশালী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফোর্স (McQuail 2002) হিসেবে কাজ করে। এমনকি গণমাধ্যম ব্যক্তির সর্ম্পকের ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাব ফেলে। তাত্ত্বিকদের মতে, গণমাধ্যমে প্রচারিত নাটক, চলচ্চিত্র, আড্ডা, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, সোপ অপেরা ইত্যাদি অনুষ্ঠান ব্যক্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। সংবাদ ও তথ্যমূলক বিষয় আমাদের জীবনব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণা তথ্য দিয়ে থাকে এবং পারিবারিক জীবনের সত্যিকারের পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরে। গণমাধ্যমের এসব তথ্য ও ধারণা শুধু বাস্তব জগতকেই প্রতিফলিত করে না বরং ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব গল্পকেও পুনর্গঠন করে (Gauntlett 2002)। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের যে কোন গ্রামের বিশ বছর বয়সী সাধারণ এক যুবককে যখন ঢাকা শহরের উচ্চতর শ্রেণীর কোন পরিবারের সম বয়সের ছেলের সামনে হাজির করা হবে তখন তুলনাটা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। আধুনিকতার চাকচিক্যময়তা, ব্যক্তি আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদের রূপায়ন বাঙালি ছেলেকে কিভাবে 'শহুরে ঢাকাই' ছেলেতে রূপান্তর করেছে তার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে। শহুরে ছেলের কথা, চরিত্র, আচরণ, ভঙ্গিমা ইত্যকার প্রতিটি বিষয় নজরে আনলে সহজেই অনুমান করা যাবে কীভাবে গণমাধ্যম শহুরে ছেলেটিকে প্রভাবিত করেছে। সাধারণভাবে দেখা যায়, গ্রামের ছেলের ব্যক্তি পরিচয় নির্মিত হয় সামাজিক বিধি-বিধানের মধ্য দিয়ে। আর শহুরে ছেলের ব্যক্তি পরিচয় নির্মাণে নিজস্ব ভাবনা ও চেতনার সঙ্গে গণমাধ্যমের প্রভাব থাকে। গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেয় কী পড়তে হবে, কী খেতে হবে, কীভাবে আচরণ করতে হবে ইত্যাদি। একইভাবে সমাজে নানামাত্রিক সম্পর্কের টানাপড়েন সৃষ্টিতেও গণমাধ্যমের প্রভাব রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। গণমাধ্যমে প্রচারিত ধারাবাহিক নাটক, সোপ অপেরা, টেলিফিল্ম ইত্যাদি অনুষ্ঠানে প্রতিনিয়ত আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ককে তুলে ধরছে, যেখানে থাকছে দ্বান্দিক ভালবাসা, স্থিতিহীনতা ও বিশ্বাসহীনতা। দর্শক-শ্রোতা

গণমাধ্যমের অনুষ্ঠান অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তি সম্পর্কের গল্প তৈরী করে। গিডেন্স আন্ত:ব্যক্তিক এ সম্পর্কের উদাহরণ টেনে বলছেন, সমাজে ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এভাবেই সমাজ আধুনিক থেকে আধুনিক পরবর্তী পর্যায় বা লেট মডার্নিটিতে পৌঁছেছে (Gauntlett 2002 উদ্ধৃত Giddens 1991)।

উত্তরাধুনিকতায় সত্য-অসত্যের পুন:সংজ্ঞায়ন

প্রচলিত সমাজের পরবর্তী ধাপ হল আধুনিক সমাজ। আর আধুনিকতাবাদ পরবর্তী প্রপঞ্চ উত্তরাধুনিকতাবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মূলত গত শতকের আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে চিন্তা জগতে বৈপ্লবিক নাড়া দেয় উত্তরাধুনিকতাবাদ (http://www.writing.com) ধারণাটি। ষাটের দশকের অর্থনৈতিক সংকট, আধুনিকতা সম্পর্কে তীব্র সংশয়, ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষন বৃদ্ধি, সমাজে কেন্দ্র-পরিধি, আমরা-তারা, সভ্য-অসভ্য, সাদা-কালো এ রকম দ্বৈততা সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে 'আধুনিকতা'র পাল্টা ডিসকোর্স হিসেবে 'উত্তরাধুনিকতাবাদ' প্রপঞ্চটি সামনে আসে (জর্জি ২০১০)। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় সাফল্য, বৈশ্বিক অর্থনীতি, কর্পোরেট বাজার, নেটওয়ার্ক সোসাইটি[২] ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে সমাজ গড়ে উঠছে তাকে তাত্ত্বিকরা বলছেন উত্তরাধুনিক সমাজ।

উত্তরাধুনিকতাবাদি তাত্ত্বিকদের মধ্যেও আবার এ সমাজের ব্যাখ্যা নিয়ে দুটি ভাগ আছে। সংশয়বাদী উত্তরাধুনিকতাবাদিরা মনে করেন, উত্তর আধুনিক সমাজ হবে এমন এক সমাজ যেখানে সত্য-মিথ্যার কোন বালাই থাকবে না। কোন মত, কোন তত্ত্ব, তথ্য, শিল্প, সাহিত্য বলে বিশেষ কিছু থাকবে না। এ সবই হবে সমান ও একান্তই ব্যক্তির প্রকাশ বা ব্যক্তি মতামত। উত্তরাধুনিকতাবাদি কিছু কিছু তাত্ত্বিকদের মতে, সত্য হচ্ছে ক্ষমতা প্রয়োগের একটা কৌশল মাত্র (Rosenau 1991)। সত্য বলার মধ্য দিয়ে নিজের স্বার্থ ও ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা হয়। সত্য সন্ত্রাসবাদ তৈরি করে। ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর মার্কিন প্রশাসন থেকে সত্য দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হল যে, ইরাকে নিষিদ্ধ মারণাস্ত্র আছে, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সম্পৃক্ততা আছে। এ সত্যটি আবিষ্কার করার পর নতুন করে সন্ত্রাসবাদ তৈরি করা হল, আক্রমণ করা হল ইরাকে। লাখো প্রাণ সেই সত্যের বলি হলো। এজন্যই উত্তরাধুনিকতাবাদিরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেন। তারা বলে থাকেন, সত্য বলে আসলে কিছু নেই। যে সত্য আমরা চারদিকে দেখছি সেটা আসলে নিজেকে ও নিজের প্রতিপত্তিকে টিকিয়ে রাখার জন্য কৃত্রিম সৃষ্ট একটা অমৌলিক বাস্তবতা (www.as.ua.edu)। উত্তরাধুনিকতাবাদি নরিশ বলেন, 'We have now moved into an epoch...where truth is entirely a product of consensus values, and where 'science' itself is just the name we attach to certain modes of explanation' (Norris, 1990, cited in www.as.ua.edu)। উত্তরাধুনিকতায় অকাট সত্য বলে কিছু নেই এবং এখানে যুক্তি, বিজ্ঞান, বিতর্কের কোন জায়গাও নেই। তাদের মতে, যুক্তি ও বিতর্ক হল অসাড়। একইভাবে উত্তরাধুনিকতাবাদিরা লেখক স্বত্ত্বাকেও অস্বীকার করেন। তাদের ভাষায়, কোন ব্যক্তি বা লেখক সুনির্দিষ্ট একক কোন বক্তব্য দিয়ে বাস্তব অর্থ বুঝাতে পারেন না। কোন পাঠক বলতে পারেন না যে তিনি সত্য ও বাস্তব লেখা পড়ছেন। এ হিসেবে তারা রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। তাঁদের সৃষ্টিশীলতা একান্ত তাঁদের। অন্য আট দশ জন লেখকের মতই তাঁরা লেখক বা সাহিত্যিক। বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শনকেও উত্তরাধুনিকতাবাদি তাত্ত্বিকরা প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। তারা এমন একটি উত্তর আধুনিক সমাজের কথা বলেন, যেখানে বিজ্ঞান থাকবে না, দর্শন ও মূল্যবোধের কোন বালাই থাকবে না। ধর্ম ও মানুষের নৈতিকতা ইত্যাদির উপস্থিতি থাকবে না। বিজ্ঞানকেও তারা প্রত্যাখ্যান করেন (Jones 2003)। কারণ আজকে যেটা সত্য কালকে সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আবার আরেকটি সত্য এসে সে স্থান

---

[২] তাত্ত্বিক ম্যানুয়েল ক্যাসেল বর্তমান সময়কে 'নেটওয়ার্ক সোসাইটি' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন (Jones 2003 উদ্ধৃত)। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপ্লব এই নেটওয়ার্ক সোসাইটি তৈরি করে দিয়েছে। ইন্টারনেট, সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও, মোবাইল ফোন ইত্যাদি দিয়ে আমাদের তথ্যের নেটওয়ার্ক তৈরি হয়।

দখল করে নেয়। একইভাবে ইতিহাস সম্পর্কে আজকে যেটা জানা যাচ্ছে, দু'শ বছর পরে একই বিষয়ে নতুন ইতিহাস আবিস্কৃত হতে পারে। তাই প্রকৃত ইতিহাস কখনও জানা সম্ভব হয় না। এ জায়গাগুলোতেই আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতার সঙ্গে তফাতের একটা মানদণ্ড দাঁড়িয়ে গেছে। আধুনিকতা সত্যকে মেনে নেয়, যুক্তি গ্রহণ করে এবং বিজ্ঞানকে স্বীকার করে নেয়। ইতিহাস, দর্শন ও নৈতিকতাকে উপেক্ষা করে না। উত্তরাধুনিকতায় এগুলোর প্রত্যেকটাকেই প্রত্যাখান করা হয়।

গণমাধ্যম যোগাযোগ ও আধেয়তে পরিবর্তন

আধুনিকতা থেকে উত্তরাধুনিকতা, সময়ের এ পরিবর্তিত ধারায় গণমাধ্যম ও গণযোগাযোগের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় নানামাত্রিক পরিবর্তন। গত কয়েক দশকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বৈপ্লবিক অগ্রগতি হওয়ায় বৈশ্বিক যোগসূত্র দ্রুত বেগে প্রসারিত হয়েছে। রক্ত-মাংসের মানুষের সহায়ক হয়ে উঠেছে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রমানব। ব্যবহৃত হচ্ছে অত্যাধুনিক রোবট, সুপার কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া মোবাইল ফোনসহ উন্নত মানের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রযুক্তি (ঘোষ ২০১০)। বলা হয়, আধুনিকতা থেকে উত্তরাধুনিকতায় উত্তরণের পেছনে তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। শিল্প বিপ্লব এনেছিলো আধুনিকতাকে। আর কম্পিউটার প্রযুক্তি আধুনিকতাকে সরিয়ে দিয়ে নিয়ে এসেছে উত্তরাধুনিকতাকে (কিংশুক ২০১০)।

আধুনিক সময়ে 'ব্রডকাস্ট মিডিয়া' (রেডিও, টেলিভিশন) ছিল গণমানুষের যোগাযোগের বাহন এবং যোগাযোগের ধরন ছিল 'সেন্ট্রালাইজড ওয়ান-টু-ম্যানি' বা কেন্দ্র থেকে বহু। উত্তরাধুনিক সময়ে গণমাধ্যম জগতের ধরন, যোগাযোগ প্রবাহসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। এখন যোগাযোগের ধরন হয়েছে 'ম্যানি-টু-ম্যানি' বা অনেক থেকে অনেকে। বহুমাত্রিক মানুষের সঙ্গে একই সময়ে যোগাযোগ করা যাচ্ছে। আধুনিক সময়ে যেখানে ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্ক ও টিভির প্রাধান্য ছিল, উত্তরাধুনিক সময়ে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করছে ইন্টারনেট ও ওয়েব মাধ্যম। গণমাধ্যমগুলো ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে, গণমাধ্যম ও অডিয়েন্সের মধ্যে ইন্ট্যারঅ্যাকটিভ বা আন্ত:মিথস্ক্রিয়া যোগাযোগ হচ্ছে, ক্লায়েন্ট-সার্ভার মিথস্ক্রিয়া থাকছে, গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহক কেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি রিসিভার বা ব্যবহারকারীরা প্রকাশক (ইলেকট্রনিক পাবলিশার) হবার সুযোগ পাচ্ছে, দর্শন উৎপাদিত আধেয় দ্বারা বিশ্বের অনেক গণমাধ্যম পরিচালিত হচ্ছে। একটি গবেষণা সংস্থার বরাত দিয়ে ডমিনিকের 'দ্য ডিনামিক অব ম্যাস কমিউনিকেশন' বইতে বলা হয়, ২০১০ সালের মধ্যে ডিজিটাল তথ্যের ৭০ শতাংশই তৈরী হবে ব্যক্তিকেন্দ্রিকভাবে, কোন কর্পোরেশনের মাধ্যমে নয় (Dominick 2009)। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের মতো প্রচলিত সকল গণমাধ্যমকে একটি অভিন্ন প্লাটফর্মে একত্র করেছে ইন্টারনেট। প্রায় সকল গণমাধ্যম এখন ওয়েবসাইটে পড়া, শোনা ও দেখা যাচ্ছে। ল্যাপটপ, আইপড, পিডিএ (পারসোনাল ডিজিটাল অ্যাসিসট্যান্ট), মোবাইল ফোন স্ক্রিনেই সংবাদ, ছবি ও ভিডিও আদান-প্রদান হয়। ফলে গণমাধ্যমগুলো এখন গতিশীল মাধ্যমে রূপ নিয়েছে। ইন্টারনেটকেন্দ্রিক গড়ে উঠছে সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা, নাগরিক সাংবাদিকতা[৩]সহ আরো অনেক কিছু। গড়ে উঠছে ইন্টারনেট ভিত্তিক বিকল্প ধারার গণমাধ্যম; বিকল্প ধারার সংবাদপত্র ও চলচ্চিত্র। গণমাধ্যম ধারণায় সন্নিবেশিত হয়েছে উন্নয়ন সাংবাদিকতা, মিডিয়া এ্যাডভোকেসির মতো নানা বিষয়।

উত্তর আধুনিক সময়ে গণমাধ্যম আধেয়তেও নানামাত্রিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তবে উত্তরাধুনিকতাবাদিরা যেহেতু কোন বিষয়ের একক ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাই কোন একটা বিষয় অন্য একটা থেকে শক্তিশালী নয় বলে তারা মনে করেন। এই দিক থেকে কোন কিছুর সেরা বলে কিছু নেই।

---

[৩] নাগরিক সাংবাদিকতা মূলত অনলাইন ভিত্তিক সাংবাদিকতা। ব্লগ, ফেসবুক ও টুইটার এর মতো সামাজিক যোগাযোগের সাইটের মধ্য দিয়ে এর চর্চা হয়। নাউপাবলিক, উইকিনিউজ, ডেমোটিক্স, দ্য থার্ড রিপোর্ট, অল ভয়েসেস, মাই নিউজ, দ্য ভিউজপেপার ইত্যাদি নাগরিক সাংবাদিকতার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সাইট। বাংলাদেশে 'সিটিজেন জার্নালিজম ডট নেট ডট বিডি' নাগরিক সাংবাদিকতার অন্যতম একটি ওয়েবসাইট।

প্রত্যেকের কাছেই নিজেদেরটা ভাল মনে হতে পরে। তারা মনে করেন প্রতিদিনকার জীবন হবে স্বজ্ঞাত, সহজ, হালকা। শিল্প, সাহিত্য, সৃষ্টিশীলতাও হবে হালকা, সহজ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। উত্তরাধুনিকতা সমাজ-সংস্কৃতিতে এমন একটি বাস্তবতা দাঁড় করাতে চায় যেখানে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ পুনঃনির্মিত হবে। উত্তরাধুনিকতাবাদিদের মধ্যে যারা একটু উদারপন্থি তারা সত্যকে আপেক্ষিক হিসেবে মেনে নেন কিন্তু এর বৈশ্বিক দিককে প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তারা ব্যক্তিকেন্দ্রিক সত্য থাকতে পারে বলে মত দেন। তাই সত্যের ব্যক্তিগত, স্থানীয় ও জাতীগোষ্ঠিগত গঠনকে মেনে নেন (Rosenau 1991)। ব্যক্তির লেখা, ব্যক্তির সাহিত্য, ব্যক্তির সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদি ব্যক্তির নিজের একান্ত প্রকাশ হতে পারে। বৈশ্বিক সাহিত্য হতে পারে না বলে মনে করেন তারা। বিশ্বাস, মূল্যবোধ থাকতে পারে, তবে সেটা কমিউনিটি নির্ভর হবে, বৈশ্বিক হবে না। কেননা, কমিউনিটি একটা নির্দিষ্ট জায়গা ও সময়ের মধ্যে হয়ে থাকে।

আধুনিকতা 'অন্যদের জ্ঞানতত্ত্ব, যুক্তি, বিচারবোধ, জীবনবোধ, সংস্কৃতি ও সমাজপ্রক্রিয়াকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, ঘৃণা ও উপেক্ষা করে। এখানে নিজেদের তৈরী অভিসন্দর্ভ, আখ্যান, প্রাতিষ্ঠানিকতাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। এনলাইটেনমেন্টে আছে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, ও আধিপত্যের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন' (ঘোষ ২০১০)। কিন্তু উত্তরাধুনিক সময়ে বলা হয়, মানুষ নিজ সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। লোকায়িত জ্ঞান, পৌরানিক কাহিনী, মিথ, লোকশিল্প ইত্যাদি থাকতে পারে তবে তা স্থানীয় পর্যায়ে। বৈশ্বিক হয়ে উঠতে পারেনা স্থানীয় সংস্কৃতি। মানুষের যে কোন সৃষ্টিশীল শিল্প সাহিত্যই হল তার নিজের। প্রত্যেকে নিজের মত করে শিল্প তৈরি করে। নিজের শিল্প অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া যায় না বা অন্যের চেয়ে শ্রেয় হতে পারে না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ, উৎকর্ষ-অনুৎকর্ষ বলে কিছু থাকবে না (হক ২০১০)। এদিক থেকে গণমাধ্যমে যে শিল্প সাহিত্য, সংস্কৃতির চর্চা হয় তাকেও উত্তরাধুনিকতাবাদিরা গ্রহণ করেন না। যেহেতু অকাট সত্য বলে কিছু নেই এবং কোন অথর বা লেখক বলে কিছু নেই, সেহেতু গণমাধ্যম আধেয়েরও গুনগত মান বলে কিছু থাকার কথা নয়। ফলে গণমাধ্যম আধেয়তে শৈল্পিক মননশীলতা ও নান্দনিকতার ছোঁয়া থাকবে এমন প্রত্যাশা অর্থহীন। প্রখ্যাত বা সুখ্যাত পরিচালক বা নাট্যকার বলতে কিছু নেই। সবাই সমান। সবই ক্ষণস্থায়ী। কোন শিল্পকর্ম দীর্ঘমেয়াদি নয়। ধ্রুব বলে কিছু নেই। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, শিল্প, কবিতা আর একালের অকাল পদ্ম থেকে জেগে উঠা কবি, সাহিত্যিকদের শিল্প কর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেউ কাউকে শ্রেষ্ঠ বলতে পারবেন না। একইভাবে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা এবং একালের মোস্তফা সরোয়ার ফারুকীর সিনেমার মাঝে কোন পার্থক্য থাকার কথা নয়। সেই অর্থে 'পথের প্যাঁচালী' বা 'ব্যাচেলর' দুটো সিনেমাই পরস্পর সমান। শ্রেষ্ঠ সিনেমা, শ্রেষ্ঠ নাটক, শ্রেষ্ঠ পরিচালক বলে কিছু নেই। সবমিলিয়ে উত্তর আধুনিক সমাজে এমনি এক সাংস্কৃতিক বাস্তবতার কথা বলা হয় যেখানে উদারতা ও দুশ্চিন্তা দুটোই আছে। সত্য ও সামাজিক বিশ্বাসকে আপেক্ষিক করার মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে বিপদমুখি করে ফেলা হয়।

উত্তরাধুনিক সমাজে গণমাধ্যম কার্যক্রম

উত্তরাাধুনিক সমাজের অন্যতম একটা অনুষঙ্গ গণমাধ্যম। শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আধুনিক সমাজের শুরু, আর গণমাধ্যমের বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে উত্তরাধুনিক সমাজের গোড়া পত্তন। Baudrillard এর ভাষায়-'Modernity as the period at the start of the Industrial Revolution, and postmodernity as the period of mass media.' (Stewart, Wesley and Weiss 2008)। গণমাধ্যমনির্ভর উত্তরাধুনিক সমাজ গণমাধ্যম থেকেই বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে চায়। গণমাধ্যম যে বাস্তবতার কথা বলে, যে জ্ঞান গণমাধ্যম থেকে দেয়া হয় সে জ্ঞানকেই উত্তর আধুনিক সমাজ গ্রহণ করে (cited in www.sociology.org.uk/pcpmod.doc)। যেমন, কোকাকোলা সম্পর্কে গণমাধ্যম বলল, কোকাকোলা মানেই তারুণ্য, রোমান্স, উদ্দীপনা ও প্রশান্তি। গণমানুষ গণমাধ্যমের সে কথা শুনবে, প্রভাবিত হবে, গ্রহণ করবে এবং এভাবেই কোকাকোলাকে বিবেচনা করবে। যদিও কোকাকোলা রং মেশানো ফ্যাট উপাদানে পরিপূর্ণ হতে পারে। একইভাবে লাক্স ব্যবহার না করলে সুন্দর হওয়া যাবে না, মডেল হওয়া যাবে না- ইত্যাদি ধারণা দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। গণমাধ্যম এভাবেই

প্রতিনিয়ত নতুন বাস্তবতা তুলে ধরছে গণমানুষের কাছে। জনগণ প্রতিদিন নতুন দেহ শৈলী ও যৌন শৈলীর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। মানুষ এখন আর একক বা মৌলিক বিশ্বাস, আচরণ বা স্টাইল ধরে রাখতে পারছে না, এমনকি কোন একটির প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে Lyotard বলেন, 'In an era of global media in which we learn more and more about other peoples' beliefs and lifestyles, it becomes less and less possible to regard one lifestyle or one belief system as the 'true one' (cited in www.sociology.org.uk/pcpmod.doc)। গণমাধ্যমের নায়ক যেভাবে প্রতি চরিত্রে নিজ ফ্যাশন স্টাইল পরিবর্তন করছেন, সেভাবেই তরুণ সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করছেন তাদের ফ্যাশন, স্টাইল, ভাষা। গণমাধ্যম নতুন এক শহুরে ভাষার জন্ম দেয়, সে ভাষায় অভ্যস্ত করে তুলে তার ভোক্তাকে। উত্তরাধুনিকের গণমাধ্যম কোন গভীর ভাবনা, গভীর ভালবাসা, গভীর বাস্তবতা বা সৃষ্টিশীলতাকে তুলে ধরে না। বরং উপরিভাগের ভালবাসা, ফ্যাশন, প্রতিকৃতিকে তুলে ধরে। সিরিয়াস কোন আধেয় উপস্থাপনের কথা বলে না উত্তরাধুনিকতা। গম্ভীর, তাৎপর্যময় ধ্রুপদী কোন নাটক, সিনেমা উত্তরাধুনিক গণমাধ্যমে আসে না বা তৈরি হয়না বলেও অভিযোগ তোলা হয়। Strinati তাই বলছেন, 'Post-modern TV and film become preoccupied merely with surface style and imagery, rather than deeper underlying themes, which might relate to the 'realities' of the human condition'(cited in http://www.scribd.com) ।

বর্তমানে গণমাধ্যমকে কেন্দ্র করে বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একইসাথে গণমাধ্যম বাজারও বিশ্বের কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি-টাইম ওয়ার্নার, ডিজনি, ভায়াকম, নিউজ কর্পোরেশন ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মুনাফা অর্জনসহ, বৈশ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ করছে এসব কোম্পানি। বাংলাদেশে মূলধারার গণমাধ্যমও নিজ নিজ বিজনেস-গ্রুপের পুঁজি-মুনাফা-ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করছে। আমাদের মূলধারার গণমাধ্যম দেশী-বিদেশী কর্পোরেট পুঁজির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমন একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরী করা হচ্ছে যেখানে ভোগবাদীতাকে উসকে দেওয়া হয় এবং 'খাদক সমাজ' কাঠামো নির্মাণ করা হয় (নিউটন ২০০৩; হক উদ্ধৃত ২০১১)।

উত্তরাধুনিক সমাজে বেশকিছু ইতিবাচক দিকও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনলাইন মাধ্যমে বিশাল তথ্য-ভাণ্ডার উইকিপিডিয়ার ধারণা এনসাইক্লোপেডিয়ার একাধিপত্য ভেঙ্গে দিয়েছে, লিনাক্স ওপেন সোর্স পদ্ধতি মাইক্রোসফট জায়ান্টের একচেটিয়া ব্যবসাকে বন্ধ করেছে। প্রচলিত গণমাধ্যমের বিপক্ষে ইন্টারনেট ভিত্তিক বিকল্প ধারার নিত্য-নতুন গণমাধ্যম আবির্ভূত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে কমিউনিটি মাধ্যম চালু হচ্ছে।

পরিবর্তিত সময়ে গণমাধ্যম ম্যাকানিজমের তাত্ত্বিক দিক

উত্তরাধুনিক সমাজে আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্কের পাশাপাশি পরিবর্তন ঘটছে সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাত ও উপখাতেও। জাতিরাষ্ট্র ধারণা, বড় শহর, ভ্রাতৃ-রাষ্ট্র, সামাজিক নির্ভরশীলতা, সামাজিক ভোক্তা ইত্যাদি ধারণায় পরিবর্তন আসছে। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেট দুনিয়ার কাছে কোন দেশ বা রাষ্ট্রের অবস্থান ও ভূমিকা দুর্বল হয়ে পড়ছে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। কর্পোরেট সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গেলেও রাষ্ট্র অনেক সময় কিছু করতে পারছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো নির্ধারণ করছে তাদের পণ্য কোথায় উৎপাদিত হবে, কোথায় তা বিক্রি হবে, কারা এর ক্রেতা হবেন ইত্যাদি। স্থানীয় বাজারের সঙ্গে একেবারে মিশে যায় কর্পোরেট বাজার। যাকে বলা হয় 'নিশি মার্কেট' (Jones 2003)। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বায়নের প্রসার ঘটে এবং তৈরি হয় বাজার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের। গণমাধ্যম এ বিশ্বায়ন বাজারের অন্যতম সঞ্চালক। ভোগ্যপণ্যের বিশ্বব্যাপী বাজার সৃষ্টি, 'কমোডিটি ফেটিশম' বা পণ্যরতি তৈরীর মধ্য দিয়ে গণমাধ্যম সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ তৈরী করছে (ইসলাম ২০০৪)।

নেটওয়ার্ক সোসাইটিতে জনগণ অনেকটাই স্ক্রিন নির্ভর হয়ে পড়েছে যেখানে টেলিভিশন, কম্পিউটার-ইন্টারনেট স্ক্রিন মাধ্যম দ্বারা পরিবেষ্ঠিত ও প্রভাবিত। ডিজিটাল শপিং, ই-কমার্স, ই-সোসাইটি, ডিজিটাল নিরাপত্তা বেষ্টনিতে মানুষ আবদ্ধ। এসবের মধ্য দিয়ে সমাজে মানুষ নতুন ব্যক্তি পরিচয় তুলে ধরে। স্ক্রিন নির্ভর জীবন দর্শক-শ্রোতাকে হলিউড, বলিউড কিংবা ঢালিউড তারকাদের অনুকরণ করতে প্ররোচিত করে। অডিয়েন্স তাদের পোষাক পরিচ্ছদ মডেল সোসাইটির আদলে তৈরী করে। এভাবে জনগণ তাদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র থেকে শুরু করে তাদের ভোগ, ভাবনা, আদর্শ, আচরণ, স্টাইল, কথা-বার্তা সবকিছুতেই স্ক্রিন মাধ্যমের অন্ধ অনুসরণ করে। তারা মনে করে স্ক্রিনে উপস্থাপিত জীবনই বাস্তব জীবনের প্রতিফলন। যার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় ভ্রান্ত ধারণা। কার্ল মার্ক্স যাকে বলেছেন 'False Consciousness' বা মিথ্যা সচেতনতা (Berger ২০০৪ উদ্ধৃত)। উন্নত বিশ্বের জনগণ সরাসরি গণমাধ্যম নেটওয়ার্ক বা জালের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও প্রান্তিক পর্যায়ের দর্শক-শ্রোতা দ্বিধাপ বা ত্রি-ধাপে এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়। বাংলাদেশে প্রান্তিক পর্যায়ে বসবাসকারী জনগণ গণমাধ্যম থেকে সরাসরি তথ্য পায় না। তারা তথ্য পায় সমাজের সচেতন শিক্ষিত নাগরিক বা সমাজ মোড়লের কাছ থেকে। ফলে চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের নেটওয়ার্কের সীমা আংশিক গণমাধ্যম ও ব্যক্তি বা সমাজ কাঠামো দ্বারা তৈরি হয় বলে প্রতীয়মান হয়।

গণমাধ্যম নেটওয়ার্ক বলে দেয়, সমাজে টিকে থাকতে হলে আমাকে এক ধরনের বিশেষ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, আমাকে অমুক পোশাক-পরিচ্ছদ পড়তে হবে, বা সমাজে নিজের অবস্থান তৈরি করতে চাইলে বিশেষ কোন পণ্যের মডেল গ্রহণ করতে হবে। গণমাধ্যম বিজ্ঞাপনচরিত্র আমাদের প্রভাবিত করে কর্পোরেট পণ্য ব্যবহারে। বিজ্ঞাপন আধেয় এমনভাবে নির্মিত ও পুনর্নির্মিত হয় যা দেখে উত্তরাধুনিক সমাজের নাগরিক নিজেকে সেভাবেই গড়ে তোলে যেভাবে কর্পোরেট দুনিয়া তার ভোক্তাকে দেখতে চায়। আবার যেসব গ্রাহক কর্পোরেট দুনিয়ার নাগরিক হতে পারেন না তাদের মধ্যে এক ধরণের বিচ্ছিন্নতাবোধ কাজ করে। তারা একাকী হয়ে যায়, নিজেকে অন্যদের চেয়ে আলাদা মনে করে। নিঃসঙ্গতা তাড়া করে ফেরে তাদের। কার্ল মার্ক্স একে বলেছেন 'অ্যালিয়েনেশন' বা বিচ্ছিন্নতাবোধ (Berger ২০০৪ উদ্ধৃত)। আমাদের দেশে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রকট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সাধারণ জনগণ চাইলেই কর্পোরেট দুনিয়ার সদস্য হতে পারে না। কারণ এর জন্য তাকে অভ্যস্থ হতে হবে ক্রেডিট কার্ড সর্বস্ব ডিজিটাল শপিংয়ে, প্রতিনিয়ত তাকে পরিবর্তন করতে হবে তার ভিতর-বাইরের মানসিকতা, চিন্তার খোরাক ইত্যাদি।

উত্তরাধুনিক জনগণের ভাবনা, চিন্তা, বিশ্বাস গড়ে ওঠে গণমাধ্যম জগতের কর্পোরেট ভাবনা ও চিন্তার আদলে। কর্পোরেট সমাজ নিয়ন্ত্রক অর্থাৎ পুঁজিবাদি সমাজ কাঠামোর মধ্যে আধিপত্য শ্রেণীর ভাবনা দিয়েই সাধারণের ভাবনা জাগিয়ে তোলা হয়। যাকে বলা হয় 'হেজিমনি' তৈরী (Berger ২০০৪ উদ্ধৃত)। দেশে গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত হেজিমনি তৈরি করে যাচ্ছে। গণমাধ্যমের রাজনৈতিক ভাবনাকে ব্যক্তি ভাবনায় রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলে। গণমাধ্যম তাদের মত করে এজেন্ডা সেটিং করে। কোন বিষয় নিয়ে জনগণ ভাববে ও কীভাবে ভাববে এবং কোনটা দিয়ে তাদের চিন্তার জগত তৈরি করবে তাও বলে দেয় (McCombs & shaw 1972)। দেশে নতুন নতুন গণমাধ্যমের আগমন নতুন নতুন হেজিমনির জন্ম দেয়। সমাজে ক্ষমতাশালী ও বিত্তবানদের সামাজিক, রাজনৈতিক, কর্পোরেট ও অন্যান্য এজেন্ডা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নতুন গণমাধ্যমের আগমন হয়। এতে করে কর্পোরেট ও রাজনৈতিক জগতের ক্ষমতা প্রদর্শনীর মাধ্যম হয়ে উঠে গণমাধ্যম। মিশেল ফুঁকোর ভাষায়, ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান, এটা প্রতিনিয়ত উৎপাদিত ও পুণঃ উৎপাদিত হয়, ক্ষমতা চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা সত্য উৎপাদন করি (Rosenau ১৯৯১)। গণমাধ্যম সেই ক্ষমতা চর্চাকে উসকে দেওয়া এবং বৈধতা দেওয়া- দুটোই করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমাদের দেশে সরকারি গণমাধ্যম (বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন) সবসময় ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষমতার বৈধতা দিয়ে এসেছে এবং ক্ষমতা চর্চার প্রপাগান্ডা হিসেবে কাজ করছে। সরকারের ইচ্ছার ওপর বেতার ও টিভির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ফলে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পারে না (তালেব ২০১০)।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম সংস্কৃতি ও এর মূল্যায়ন

উত্তরাধুনিকতাবাদিদের ধারণা আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই অমূলক বলে প্রতিয়মান হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী এখনও আমরা সে যুগে প্রবেশ করিনি। আমরা এখনও বিশ্বাস করি না যে, সত্য বলে কিছু নেই। কিছু ধ্রুব সত্য আছে যাকে কখনও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কিছু ধ্রুব বাস্তবতা, ইতিহাস আছে যাকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা, যেভাবে অস্বীকার করতে পারিনা মহান '৭১ কে, '৫২ কে, কিংবা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে। বিজ্ঞান, যুক্তিকে কখনও আমরা ছেড়ে দেইনা। বরং সবসময় যুক্তি ও মূল্যবোধ দিয়ে তাড়িত হই। বিজ্ঞান দিয়ে অনেক কিছুকে বুঝার চেষ্টা করি। ধর্ম ও দর্শনকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করি না। সামাজিক রীতি-নীতিকে শ্রদ্ধা করি। সেরাকে আমরা সেরাই বলি। রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের সাহিত্য সৃষ্টিকে আমরা কখনও অন্যের সঙ্গে তুলনা করিনা। তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে অকাতরে মেনে নেই। আমরা এখন নিজ সংস্কৃতি থেকে সহজেই বেরিয়ে আসি। ভাষা ও যোগাযোগের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে জয় করি। এদিক থেকে উত্তরাধুনিকতাবাদিরা যে সময়ের কল্পনা করেন তার নাগালের অনেক বাইরে বাংলাদেশের সমাজ ও সমাজ কাঠামো। কিন্তু গণমাধ্যম ও শিল্প সাহিত্য ক্ষেত্রে উত্তরাধুনিক ধারণার সঙ্গে কিছু বিষয়ে একাত্মতা দেখা যায়। আমাদের দেশে গণমাধ্যমে উৎপাদিত আধেয় অনেক ক্ষেত্রেই হালকা, সহজ, সস্তা, অমননশীল, ক্ষণস্থায়ী বলে বিশ্লেষকরা মত দিয়েছেন।

একটি গবেষণা ফলাফলে দেখা যায়, বাংলাদেশে সমকালীন সংগীত এর আধেয় অতি সাধারণ, সস্তা ও হালকা বিনোদনধর্মী। গানের কথা কখনো কুৎসিতও বটে। সংগীতে উঠে আসা বিষয়গুলো জীবনের বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। গানের কথায় নারীকে সেক্স অবজেক্ট ও ভোগ্যপণ্য হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হয় (ইসলাম ও আলম ২০১০)। ১৯৫০ বা '৬০ এর দশকে আমাদের এখানে যেভাবে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা হতো, সেভাবে এখন হয়না। এখন আর আব্দুল আলীম বা ফেরদৌসী রহমানের মত শিল্পী পাওয়া যায় না। এখন শিল্পী হওয়া, গানের সিডি বের করা, রাতারাতি জনপ্রিয় হওয়া ইত্যাদি সবকিছুই অনেক সোজা। সাবিনা ইয়াসমিন বলেছিলেন, 'ফেরদৌসী রহমান, আঞ্জুমান আরা বেগম, ফরিদা ইয়াসমিন, আব্দুল জব্বার, মাহমুদুন্নবী- তাঁদের পেছনে দাঁড়িয়ে কোরাস গেয়েছি। তখন একটা গানের মহড়া হতো তিন দিন ধরে। এখন সেই নিয়মটা নেই। এখন যুগের সঙ্গে সবকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে, হবেও' (প্রথম আলো ২০০৬; রহমান ২০০৯ উদ্ধৃত)। আবিদ আজাদ, রফিক আজাদ, শামসুর রাহমান, রুদ্র শহীদুল্লাহ, আহমদ ছফা প্রমুখ যে সৃষ্টিকর্ম রেখে গেছেন এখন কি সেরকম সৃষ্টি কর্ম, সাহিত্য আমরা দেখতে পাই? এখন কি আর জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেয়া', কিংবা 'তিতাস একটি নদীর নাম' এর মত কোন চলচ্চিত্র দেখতে পাই? ১৯৬০ বা '৭০ এর দশকে সত্যজিৎ রায় যে ধরনের এবং যে মানের সিনেমা তৈরি করেছেন এখন কি আমরা সে ধরনের বা সে মানের কোন চলচ্চিত্র নির্মিত হতে দেখি? বরং চারদিকে এখন যেন অগভীর, অমননশীলতা, অসৃষ্টিশীলতার মহা চর্চা হচ্ছে। এখন মৌলিক চলচ্চিত্র তৈরি হয় না বললেই চলে। বিশ ত্রিশ বছর আগের নাটক বা চলচ্চিত্রে যেভাবে সিরিয়াস বা মৌলিক চরিত্র থাকত এখন তার দেখা পাওয়া কষ্টকর। এখন 'সংশপ্তক' এর মত নাটক কম দেখা যায়। '৪২০', 'তোলপাড়' এ জাতীয় সহজ সরল, হালকা, চটকদার নাটক চলছে চারদিকে সগৌরবে (!)। সব কিছুই যেন মিলানো-মিশানো, শুরুও নেই, শেষও নেই। ২০১০ সালে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র সমন্ধে একটি নিবন্ধে মন্তব্য করা হয়- 'দেশে চলচ্চিত্র কেবল সস্তা নিম্ন শ্রেণীর বিনোদনমাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের চলচ্চিত্র তৈরির কারখানা থেকে উৎপাদিত হচ্ছে কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র...'(আহসান ২০১০)। অন্য একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে- 'বাংলাদেশ হলো বিশ্বের সর্বাধিক ছবি উৎপাদনকারী দেশগুলোর একটি, এর খানিক গৌরবোজ্জ্বল অতীত রয়েছে...' (নাসরীন ও হক ২০০৮)।

পরিচিত গল্প, সহজে মিলানো নাটক ও চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে একটা নতুন বিকৃত ভাষার জন্ম হয়েছে আমাদের তরুণ সমাজে। যেখানে প্রমিত রীতির কোন বালাই নেই। 'হাই', 'জোস', 'খবর আছে' জাতীয়

শেকড়হীন ভাষা নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বাস্তবতা থেকে সরে এসে কল্পনা, সন্ত্রাস, যৌনতা হয়ে উঠেছে গণমাধ্যম আধেয়। এখন আর 'পদ্মা নদীর মাঝি'র মত সিনেমা দেখা যায় না। দেখা যায় মার্ডার, সেভেন মার্ডার, ডাকুরাণী, মডেল কন্যা ইত্যাদি সন্ত্রাস ও যৌনতা সর্বস্ব সস্তা সাময়িক আনন্দদায়ক সিনেমা। এখন কি ফরিদা পারভীন কিংবা আব্দুল হাদির সুর শুনতে পাওয়া যায়? এখন যন্ত্র নির্ভর ভাবহীন, অর্থহীন ও সুরহীন কিছু ব্যঞ্জনা শোনা যায় মাত্র। সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে যে মূল্যবোধ দর্শনের চর্চা হতো এখন আর সেটা দেখা যায় না। বরং ভ্রান্ত, বিপদগামী মূল্যবোধের চর্চা করা হয়। সবকিছুতেই যান্ত্রিক বিচার শক্তি কাজ করে। মূল্যবোধ নির্ভর বিচারশক্তি কাজ করে না (Jones 2003)। কোনটা গ্রহণ করব তা বিচার করা হয় মুনাফা আর অর্থ দিয়ে। যেখানে অর্থ আছে, মুনাফা আছে, স্বার্থ আছে সেখানেই আছে গণমাধ্যম। সস্তা গান, সস্তা নাটকে আয় বেশি, এর বাজার বড়, তাই এগুলোই প্রচারিত হয় আমাদের গণমাধ্যমে। এমনকি ক্লাসিক, ঐতিহাসিক গান-নাটক-সিনেমার জন্য গণমাধ্যম বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে খুব কমই।

উত্তরাধুনিকের সংস্কৃতিকে অনেকাংশে পণ্যায়িত সংস্কৃতি বলে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ সংস্কৃতিকে এখানে পণ্য হিসেবে দেখা হয়। গণমাধ্যম একটা সাংস্কৃতিক বাণিজ্য দাঁড় করিয়েছে। পণ্যায়িত সংস্কৃতি চালু, জনগণের কৃত্রিম চাহিদা তৈরি এবং ভোগবাদী মানসিকতা তৈরিতে টেলিভিশন মাধ্যম অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। এমনকি টেলিভিশন মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনে থাকে মিথ্যা আর অতিরঞ্জন। টাক মাথায় চুল গজানোর জন্য বিশেষ তেল ব্যবহার, চকলেট খেলে কর্কশ গলা সুরেলা করা, চিপস খেলে আকাশে ওড়া যাবে, শক্তিদায়ক কোমল পানীয় পান করে কাউকে লাথি মেরে গ্রাম থেকে শহরে পাঠিয়ে দেওয়ার মতো আজগুবি কাহিনীর বর্ণনা উঠে আসে বিজ্ঞাপন চিত্রে (আশরাফ ২০১০)।

বর্তমানে বাণিজ্য নির্ভর সস্তা গান, নাটক বাজারে ছেয়ে গেছে। আধুনিক যুগে নাটক, উপন্যাস, চলচ্চিত্র নির্মিত হতো একটা যৌক্তিক, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। প্রতিটা নাটক বা চলচ্চিত্র সমাজকে একটা ম্যাসেজ বা বার্তা পৌঁছে দিতো- নৈতিক বা যৌক্তিক। তাই এগুলো নির্মিত হতেও সময় নেয়া হতো অনেক বেশি। ফলে অভিযোগ উঠেছে- গত শতাব্দির '৬০ ও '৭০ দশকে অভিজাত দর্শকরা পর্যন্ত সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখত কিন্তু এখন খুব কম সংখ্যক মানুষই প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা দেখতে যায়। ঢাকা শহরের যেসব দর্শক প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সিনেমা দেখে তাদের উপর পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, শকতরা প্রায় ৪৬ শতাংশ দর্শকদের বয়স ১৯ থেকে ২৫ এর মধ্যে। ৫৬- তদূর্ধ বয়সী কোন দর্শক প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সিনেমা দেখে না। জরিপে দেখা যায়, দর্শকদের প্রায় ৩২ শতাংশ ব্যবসায়ী ও শ্রমিক শ্রেণীর। গবেষণা জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রায় ৭৯ শতাংশ মনে করে যে, দর্শকরা আগের মতো সিনেমা দেখে না (নাসরীন ও হক ২০০৮)।

উত্তর আধুনিক যুগের নাটক কিংবা চলচ্চিত্র এসব নৈতিকতাকে উপেক্ষা করে বলে মনে হয়। চলচ্চিত্র বানাটক এখন সহজ সরল অগভীর বিষয়কে তুলে ধরে। ফলে স্বল্প সময়ে কম বাজেটে অধিক মুনাফা নির্ভর শিল্প গড়ে ওঠে। বিশ্বায়নের এ যুগে পশ্চিমা ও ভারতীয় সংস্কৃতির আদলে দেশের গণমাধ্যমে প্রচারিত হয় বিভিন্ন রিয়েলিটি শো। 'ক্লোজআপ ওয়ান- তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ', 'সেরা কণ্ঠ', 'মার্কস অলরাউন্ডার', 'লাক্স-চ্যানেল আই সুপার স্টার', 'সুপার হিরো সুপার হিরোইন', 'ইউ গট ল্য লুক', 'ক্যাম্পাস হিরো', 'হরলিকস ফিউচার ফোর্স' ইত্যাদি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারের মধ্য দিয়ে মানুষের আবেগকে কৌশলে পুঁজি করে বিজ্ঞাপনদাতা, টিভি চ্যানেল, মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো নিজেদের পকেট ভারী করে নিচ্ছে (চৌধুরী ২০১০)।

উত্তরাধুনিক সমাজে স্টাইল, দৈহিক গড়ন, দেহ উপস্থাপনা, যৌনতা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। গণমাধ্যমের নাটক, বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র সবই এসবের প্রতিনিধিত্ব করে। উত্তর আধুনিক সমাজের নাটক, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপন মানেই দেহ শৈলীর প্রদর্শনী, যৌন উপস্থাপনা, অঙ্গ-ভঙ্গিমার উপস্থাপনা। সময় ও স্থান সম্পর্কে এক রকম দ্বিধা ও সংকোচ তৈরি করে উত্তর আধুনিক গণমাধ্যম। কল্পনাকে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে এমনভাবে

তুলে ধরা হয় যেন মানুষ দ্বিধান্বিত হয়ে ওঠে সে কি বর্তমানে না ভবিষ্যতে আছে। কল্পিত অলৌকিক গণসংস্কৃতির চর্চা করে গণমাধ্যম। গণমাধ্যম দ্বারা কখনো কখনো দ্বান্দিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ তৈরি করা হয়। বাস্তব বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্গে গণমাধ্যম বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পার্থক্য দেখা যায়। যা দ্বিধান্বিত ও শংঙ্কিত করে তুলে গণমাধ্যম ব্যবহারকারীকে এবং এক পর্যায়ে গণমাধ্যমের ভ্রান্ত, হালকা মূল্যবোধই গণমাধ্যম ব্যবহারকারীর মূল্যবোধ হয়ে ওঠে। এ যুগে 'হাই কালচার' এর জায়গা দখল করে নিচ্ছে 'পপুলার সংস্কৃতি'। কাটতি ও মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে গণমাধ্যম সস্তা ও জনপ্রিয় সংস্কৃতি প্রচার করে। উত্তরাধুনিক সমাজে পপুলার এ সংস্কৃতি প্রচলিত প্রায় সকল গণমাধ্যমের আষ্টেপৃষ্ঠে ছেয়ে আছে। এখানে আবেগ, রুচিশীলতা ও স্থায়িত্বের জায়গা কম। ফলে এখনকার গণমাধ্যম আধেয় হয় অরুচিশীল, অস্থির, অস্থিতিশীল এবং কখনো কখনো অশ্লীল। আমাদের লোকজ সংস্কৃতির হিট হওয়া গানগুলো রিমিক্স করে হাল আমলে গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়। চট্রগ্রামের প্রয়াত আঞ্চলিক শিল্পী শেফালী ঘোষের 'সাম্পানওয়ালা'র গানের ক্যাসেটটির রিমিক্স সংস্করণ বের হয় উত্তরাধুনিক সময়ে গণমাধ্যম নির্মিত শিল্পী বিউটির 'চরণদাসী' নামে (রহমান ২০০৯)। সবমিলিয়ে গণমাধ্যম বাহিত সংস্কৃতিকে হয়ে উঠেছে নিম্নমানের গণসংস্কৃতি। টিভি নাটক, জনপ্রিয় সংগীত, সস্তা পেপারব্যাক, কমিক স্ট্রীপ, তৃতীয় শ্রেণীর চলচ্চিত্র, উপন্যাসসহ অন্যান্য অমার্জিত বিষয়াদি হাল আমলের বাংলাদেশের গণমাধ্যম নির্মিত ও প্রচারিত অনুষ্ঠান। 'এগুলো মিডিয়ার কল্যাণে সহজেই জনগণের কাছে পৌঁছে যায় এবং তাদের সাপ্তাহিক জীবনের অংশে পরিনত হয়। লোকজন সর্বশেষ পপ সঙ্গীতের সুর ভাঁজে, নায়ক-নায়িকা সমস্যা নিয়ে কথা বলে, খেলার খবর নিয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় (ফুটবলে ব্রাজিল না আর্জেন্টিনা সেরা)' (হোসেন ২০০৯)। সবমিলিয়ে বলা যায়, উত্তরাধুনিক সমাজে প্রচলিত গণমাধ্যমের পক্ষান্তরে নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। আমরা যত বেশি উত্তর আধুনিক সমাজের দিকে ধাবিত হচ্ছি আমাদের গণমাধ্যম তত বেশি অবনমিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে উত্তরাধুনিক যুগে গণমাধ্যম পরিচালনা ব্যবস্থায় গুনগত অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন আসলেও গণমাধ্যম আধেয়ের নিম্নমান ঘটছে। বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো কর্পোরেট বিশ্বায়ন ও বিজ্ঞাপন দুনিয়ার বাস্তবতা তুলে ধরে। কখনো ভ্রান্ত ও বহুমাত্রিক বাস্তবতা উপস্থাপিত হয়। ফলে মানুষের তথ্য ও জ্ঞানের জগত এ ভ্রান্ত বাস্তবতা দ্বারা গঠিত ও পুণনির্মিত হয়। গণমাধ্যম দ্বারা ব্যক্তি পরিচয় নতুনভাবে নির্মিত হয়। শুধু তাই নয় গণমানুষের ফ্যাশন, মডেল, স্টাইল, আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি কী হবে তা বলে দেয় গণমাধ্যম।

উপসংহার

উত্তরাধুনিক সমাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছে, গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য প্রচার ও প্রকাশনায় নতুনত্ব এসেছে। গণমাধ্যম আধেয়তেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, গণমাধ্যম অনেক বেশি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ধারায় প্রবাহমান হচ্ছে। তবে গণমাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠানের মান, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের আদর্শগত অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিসহ সার্বিক বিবেচনায় আধুনিক যুগের তুলনায় উত্তরাধুনিক সময়ে গণমাধ্যমের কি অভিগমন ঘটেছে নাকি অবনমন, সেটি মূল্যায়নের সময় এসেছে। তবে এটি প্রতিভাত সত্য যে, গণমাধ্যম উত্তরাধুনিক যুগে বিশ্বায়ন, কর্পোরেট বাজার, নেটওয়ার্ক সোসাইটির অন্যতম অনুষঙ্গ ও অনুগামী হয়ে উঠছে। আধুনিক যুগে গণমাধ্যম ছিল ধ্রুপদী, আকড় সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও সংগঠক। উত্তরাধুনিক যুগে গণমাধ্যম সেই চিরন্তনী সংস্কৃতির জন্য কিছুটা হুমকি হয়ে গেছে এবং সমাজে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ রক্ষার অন্তরায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অরুন্তুদ বাস্তবতাকে জয় করার জন্য উত্তর আধুনিক সমাজে গণমাধ্যমকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা দরকার। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে নতুন যুগে তাদের পরিচয় কীরকম হবে? তারা কি অবোধ্য বিবেকে অবনত হয়ে থাকবে কর্পোরেট দুনিয়ার কাছে, নাকি নতুন যুগে নিজেদের অবস্থান পুনর্গঠন ও পুণনির্মাণ করবে। উত্তর আধুনিক সমাজে সত্য যেখানে প্রশ্নমুখি, বিজ্ঞান যেখানে অসাড়, যুক্তি যেখানে ভ্রান্তিকর সেখানে গণমাধ্যম কি যুক্তি বা সত্যের সন্ধান করবে, নাকি অযুক্তি, অবিজ্ঞানের বন্দনা করবে? উত্তরাধুনিক সমাজে যেখানে শিক্ষা,

প্রজ্ঞা, মননশীলতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় সেখানে গণমাধ্যম কি তার সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দেবে, নাকি অজ্ঞতা, অশালীনতা, অবক্ষয়ের ভাগীদার হবে? এসব দিকগুলো বিবেচনায় এনে গণমাধ্যমের অবস্থান নতুনভাবে নির্ণিত হতে পারে। মনে রাখা জরুরি, কিছু মৌলিক বিষয় যেমন সত্য, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসকে প্রত্যাখ্যান করে উত্তরাধুনিকতা। কিন্তু এসবকে বাদ দিয়ে যে গণমাধ্যম আধেয় তৈরি হয় তা আর মৌলিক থাকে না। তৈরি হয় আদর্শহীন, দর্শনহীন. যুক্তিহীন, ভাবনাহীন আধেয় যেখানে কোন রকম যুক্তি, বিতর্ক ছাড়াই যাচ্ছে-তাই বিষয় সহজে উপস্থাপন করা যায়। আর গণমাধ্যম যখন নৈতিকতা ও আদর্শের তোয়াক্কা না করে তখন মুনাফা আর ক্ষমতা চর্চাই হয়ে ওঠে গণমাধ্যমের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ। তাই আমরা মনে করি, উত্তরাধুনিক সমাজে গণমাধ্যম নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের মৌলিকত্ব ধরে রাখার মধ্য দিয়েই সামাজিক সাংস্কৃতিক মৌলিকত্ব ধরে রাখতে পারবে।

তথ্য নির্দেশিকা

আশরাফ, নাজমুল (২০১০)। আমাদের স্বাস্থ্য, অর্থ, সময়, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গিলে খাচ্ছে টিভি বিজ্ঞাপন। *মিডিয়া ওয়াচ*। বর্ষ ১, সংখ্যা ২৫, পৃষ্ঠা-২০-২৪।

আহসান, কামরুল (২০১০)। চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন এবং গণমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের অবস্থা। *মিডিয়া ওয়াচ*। বর্ষ ১, সংখ্যা ৪১, পৃষ্ঠা-৩৯-৪১।

ইসলাম, এস আমিনুল (২০০৪)। বিশ্বায়ন: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। *উন্নয়ন চিন্তার পালাবদল*। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ। পৃষ্ঠা- ১৬৫-১৭৮।

ইসলাম, রাইসুল ও আলম, মো. আশরাফুল (২০১০)। বাংলা সমকালীন সংগীতে জেন্ডার চিত্রায়ন। ফেরদৌস, রোবায়েত, রহমান, সামিয়া ও চৌধুরি, সাবরিনা সুলতানা (সম্পাদিত), *জেন্ডার যোগাযোগ*, ঢাকা: বাঙলায়ন। পৃষ্ঠা- ১৬৯-১৮০।

কিংশুক, রুদ্র (২০১০)। পোস্টমডার্ন। উত্তরাধুনিকতার পূর্বাভাস। *উত্তরাধুনিকতা*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ। পৃষ্ঠা-২২-২৫।

ঘোষ, রতনতনু (সম্পাদিত) (২০১০)। উত্তরাধুনিকতার পূর্বাভাস। *উত্তরাধুনিকতা*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।

চৌধুরি, বিদিত (২০১০)। দেশে প্রচারিত রিয়েলিটি শোর ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব। *মিডিয়া ওয়াচ*। বর্ষ ১, সংখ্যা ২২, পৃষ্ঠা-৩৯-৪২।

জর্জি, রহমান (২০১০)। উত্তর আধুনিকতাবাদ। ইমরান, মাসউদ (সম্পাদিত)। *ক্রিটিক্যাল তত্ত্বচিন্তা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স। পৃষ্ঠা-২৫১-২৮২।

তালেব, এস এ (২০১০)। রাজনীতি ও সাংবাদিকতা। *মিডিয়া ওয়াচ*। বর্ষ ১, সংখ্যা ৪৭, পৃষ্ঠা- ১০-১১।

নাহার, সামসুন (২০১০)। আধুনিকতাবাদ। ইমরান, মাসউদ (সম্পাদিত)। *ক্রিটিক্যাল তত্ত্বচিন্তা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স। পৃষ্ঠা-২৩৯।

নাসরীন, গীতি আরা ও হক, ফাহমিদুল (২০০৮)। ওয়াইড এঙ্গেল: জনসংস্কৃতি হিসেবে চলচ্চিত্র, ক্লোজ-আপ: দর্শক ও প্রেক্ষাগৃহের চেহারা। *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প, সংকটে জনসংস্কৃতি*। ঢাকা: শ্রাবন। পৃষ্ঠা-২৫, ১৪১-১৪৪।

প্রথম আলো (১০ আগস্ট, ২০০৬)। আনন্দ পাতা।

নিউটন, সেলিম রেজা (২০০৩)। বাজারের যুগে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার আম্মু-আব্বু-সমাচার অথবা বাংলাদেশে বিদ্যমান মহাজনী মুদ্রনের পলিটিক্যাল ইকোনমি। *যোগাযোগ*। সংখ্যা ৫।

হক, ফাহমিদুল (২০১১) উদ্ধৃত। বাজারমুখী বাংলাদেশের সাংবাদিকতা একটি রাজনৈতিক অর্থনীতিমূলক পাঠ। *অসম্মতি উৎপাদন গণমাধ্যম-বিষয়ক ভাবনা*। ঢাকা: সংহতি। পৃষ্ঠা- ১১-২৫।

রহমান, হাবিবা (২০০৯)। গণমাধ্যম নির্মিত নায়কের দৌরাত্ম্যে উপেক্ষিত মূল নায়ক: প্রসঙ্গ বাংলাদেশের সঙ্গীতাঙ্গন। ফেরদৌস, রোবায়েত ও সালাম, মুহাম্মদ আনওয়ারুস (সম্পাদিত)। *গণমাধ্যম/শ্রেণিমাধ্যম*। পৃষ্ঠা-১৭৫-১৮৩।

হোসেন, মোহাম্মদ মোশাররফ (২০০৯)। গণমাধ্যমে পণ্যায়ন সংস্কৃতি। *Communica.* Vol. 01, issue 03. P-50.

হক, হাসান আজিজুল (২০১০)। সময় ও উত্তর আধুনিকতা। *উত্তরাধুনিকতা*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ। পৃষ্ঠা- ১৭-২১।

Berger, Arthur Asa (2004, 3rd edition). Marxist Analysis. *Media Analysis Techniques.* London: Sage, chapter 2, p. 43.

Dominick, Joseph R. (2009, 10th Edition). *The Dynamics of Mass Communications*, Boston: McGraw-Hill, 23-29.

Gauntlett, David (2002). *Media, Gender and Identity: An Introduction.* London and New York: Routledge, 91-114.

Giddens Anthony (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the late Modern age.* California: Stanford University Press. 2.

Graber, D. A. (1988). *Processing the News: How People Tame the Information Tide.* New York: Longman.

Jones, Pip. (2003) 'Post- Modernity and postmodernism'. In 'Introducing Social Theory'. Cambridge: Polity, 158, 165.

McCombs, M. & Shaw, D. L. (1972). Agenda-setting Function. Cited in -Griffin, Em (1991). *A First Look at Communication Theory.* New York: McGraw-Hill, Inc, 332-336.

McQuail, D (2002). *McQuail's Reader in Mass Communication Theory. London:* SAGE.

Norris, Christopher (1990). What's Wrong with Postmodernism. England: Harvester Wheatsheaf. Cited in http://anthropology.ua.edu/cultures/ cultures.php? culture = Postmodernism.

Rosenau, Pauline Marie (1991). A theory of theory and the terrorism of truth. *Post-Modernism and the Social Sciences.* New Jersey: Princeton University Press. P-77.

Stewart, Robert, Wesley, Karla and Weiss, Shannon (2008), 'Postmodernism and its critics', cited in www.as.ua.edu/ant/Faculty/murphy/436/pomo.htm.

Turner, Jonathan H. (2002). Postmodern theory. *The Structure of Sociological Theory.* California: Wordsworth. p-227.

http://www.scribd.com/doc/36188374/Post-Modern-Mass-Culture

http://www.writing.com/main/view_item/item_id/943010-Understanding-Modernism--Postmodernism

www.as.ua.edu/ant/Faculty/murphy/436/pomo.htm

www.sociology.org.uk/pcpmod.doc

Jagannath University Journal of Social Sciences, Vol. 2, No. 1-2, 2014, pp. 14-23

Consumption as Means of Communication in Urban Bangladesh: The Case of Dhaka City

Mohammed Moniruzzaman Khan
Assistant Professor, Department of Sociology, Jagannath University, Dhaka

Abstract: *Internationally branded products in all sectors including food, clothing, finance, and technology now outnumbered authentic indigenous products. Active consumer engagement with branded goods and services appears to have become a mark of identity and personal status. In the era of consumer culture, consumption is the sign of individuality and identity, the class you belong to. Brand names and trademarks like McDonalds, KFC, Pizza Hut, Reebok, Nike, Puma, Rolex, Sony, Apple, M & S, H & M etc. are known around the world. These icons invite instant subscription to status and identity. They provide a model for life. Clothes, food, car, holidays, shopping etc. are all indicators of the status, individuality of taste, and sense of style of the consumer.*

Introduction

The consumption of brand products has become an identity for or parameter of measurement to the people of a particular group and class. The taste of the traditional local products has been losing its authenticity and attraction in the course of time. The local and ethnic variations of consumption habit have been changed over time, place and culture. Multiculturalism and cosmopolitanism have grabbed an individual citizen to his global identity. This factor may encourage a global citizen to have the western fast foods, Chinese pizzas or rolled chickens in Indian restaurants abroad, as well as determines the whereabouts of their going out or enjoying marketing in a particular shopping mall. Brand names and trademarks such as Marks and Spencer, McDonalds, KFC, Pizza Hut, Reebok, Nike, and Rolex could be some of famous organizations in this kind as recognized around the world. These brands or trademarks have made it possible to display their status. In this modern and contemporary consumer culture, consumption of the products, foods or the car someone is driving connotes the individuality, self-expression and a stylistic self-consciousness subsequent to all class, status and prestige groups. One's body, clothes, speech, leisure, pastimes, eating and drinking preferences, home, car, choice of holidays, museum visits, concert going, food habit, shopping habit, after all what we are doing and where we are enjoying our leisure time are to be regarded as indicators of the individuality of taste and sense of style of the consumer. Particular groups, strata or class or fractions are most closely involved in symbols production particularly producing the images, information and messages of the person. The consumption of goods is set to be a way for consumers to communicate information about themselves to other people, which usually relates the 'deconstruction of their identity'. This brand of product has brought out changes in the living standard of the people, especially for a particular group or class in the society. Development of new restaurants, availability of latest electronic goods such as phones, computers, Ipods, development of satellite TV channels and FM radio stations invite Dhaka's wealthy residents and growing middle class to enjoy Western culture which have a huge impact

on life style. Hybridization of culture – fusion music and a new tradition of hybrid accent termed '*Banglish*', for example – is overlaid on the changed patterns of urban consumption to create a vibrant identity package. Resentment, resistance, regret and desire may be just some of the characteristics of those who are in any way excluded. This paper focuses firstly the overall changing pattern and dynamics of identity, class and status associated with consumption and secondly the changing pattern of consumption and lifestyle in Dhaka city. Moreover, this paper explores how and what changes have been taken place in food habit, shopping practices, and clothing style for this particular group or class of people in society and how consumption has become the central hub in shaping their identity and communication through language in contemporary society.

Theorizing Consumption

Consumption as way of communication and identity

In the era of consumer culture (Chaney 1996:18), consumption connotes individuality, self expression and style. Dick Hebdige (1979: 61) saw a clear link between consumer capitalism and adolescent style; while Lash and Lury (2007: 110) cite Adorno's comment about the intentional integration of the consumer 'from above'. Brand names and trademarks like McDonalds, KFC, Pizza Hut, Reebok, Nike, and Rolex are known around the world. These icons invite instant subscription to status and identity. They provide a model for life. Clothes, food, car, holidays, shopping are all indicators of the status, individuality of taste, and sense of style of the consumer. How far has this process gone? Does it influence friendships, employment, marriage, religion?

Veblen has been seen as the first theorist to suggest that an act of consumption might be intended to send a message. In *The Theory of Leisure Class* (1925), Veblen sees 'conspicuous consumption' (p.61) as a method of differentiation from the working class. There are clear echoes of this approach in Bourdieu (1984), when he relates group identity to consumption practices. Baudrillard began thinking of consumption under the heading of commodity fetishism, and his thought developed to see consumption located within a 'system of signs' (1970/1988). According to Baudrillard's perspective, social identities are constructed through the exchange of sign values (quoted in Slater 1998: 197), and the concept of 'the brand' as a verb, an action word, as well as a noun, exemplifies the possibilities of a 'language of consumption' (Baudrillard 1968/1988: 17).

Consumption as communication thesis refers to the idea that when individuals engage with consumer goods they are principally employing them as 'signs' rather than as 'things' (Campbell 1997: 340). This perspective regards the consumption of goods as a way for consumers to communicate information about themselves like who are they, which class do they belong etc. to other people, usually relating to their identity and lifestyle. Thus, the consumption as communicative paradigm assumes that objects can be read like a 'text' (Campbell 1997: 340). The argument points out the views that consumption is utilised as a way to communicate messages. This has however been criticised for failing to consider the materiality of objects (Campbell 1995; Miller 1998). Valuing objects merely for their symbolic value also ignores a range of other factors that influence consumption choices.

In the *Theory of the Leisure Class*, Thorstein Veblen has stated that the leisure of the lady and of the lackey differs from the leisure of the gentleman (1925: 57). No productive work is performed by the gentleman class, not in the sense that all appearance of labour is avoided by them. In so far as this is true that the labour spent in these services is to be classed as leisure; and when performed by others than the economically free and self directing head of the establishment, they are to be classed to as vicarious leisure (Veblen 1925: 59). Veblen has been credited as being the first theorist to suggest that an act of consumption might be intended to send a message (Campbell 1997: 342). Veblen (1925) argues that the emerging leisure class use conspicuous consumption as a way to differentiate themselves from the working classes (p.60) and he uses the term 'conspicuous consumption' to refer to the idea that the consumption of goods such as food and clothing is a sign of the leisure classes' 'pecuniary strength'. Thus, conspicuous consumption possesses a 'ceremonial character' since observers can assess an individual's wealth and thus their social status from the purchased goods that they display (Veblen 1925: 61).

From the foregoing survey of the growth of conspicuous leisure and consumption, it appears that the utility of both alike for the purposes of reputability lays in the element of waste. Furthermore, Veblen emphasises the importance of 'waste' in consumption patterns as 'demonstrating the possession of wealth' (1925: 78). His analysis is important in discussing consumption as a communicative paradigm since he stresses the cultural significance of consumption for the leisure class in their attempts to fix and demonstrate their place to others within a social hierarchy. Campbell (1995) is, however, critical of Veblen's (1925) thesis arguing that since people's knowledge of the price of goods is far from perfect, the casual observer is not in a position to judge the 'expensiveness' of items that are conspicuously on display (p.114).

Consumption, social class and socio-cultural practices

In terms of the cultural and social practices, a particular social class could be distinguishing from others. In *Distinction*, Pierre Bourdieu (1984) relates group identity as lifestyle to consumption strategies, and thus significantly builds upon Veblen's concept of conspicuous consumption. Bourdieu (1984) uses empirical evidence to demonstrate the ways in which social classes distinguish themselves through their cultural practices, such as museum visits and through their cultural preferences in terms of literature, concert going, shopping habit painting or clothing. He identifies class based differences in terms of each of these types of practice. Where does people go, what do they, the quality of the services they get like education all of these different lifestyle choices are related with economic status or 'Economic Capital' since without economic power it is not possible to take part in certain cultural practices such as attending the opera or shopping in an *haute couture* boutique (Bourdieu 1984: 114).

At another deeper level Bourdieu (1984) argues that different consumption choices are the result of 'cultural capital.' The term 'cultural capital' refers to the cultural resources that an individual possesses, such as linguistic ability, social style and manners. Bourdieu (1984: 2-3) demonstrates the ways in which the upper/middle classes use their

'cultural capital' in order to derive meaning from works of art in which form is valued over function.

For example clothing. Having a look on to the clothes we can identify the class of the people. In the morning if we see a group of boys and girls we can say definitely who are they whether they garment worker or not. Even if we observe in the market at the time while people are buying clothes we will find a group of people does look at the functionality of the clothes on the other hand other group look at the symbolic purpose of the clothes. Who are these two classes? Definitely later one is upper or middle class and the first group is working class.

In the context of clothing Bourdieu argues that the working classes choose clothes on the grounds of functionality as they seek 'value for money' and choose clothes that will 'last' (Bourdieu 1984: 200-1). In contrast to the working classes instrumental use of clothing, the upper and middle classes use clothing for symbolic purposes that carry the identity. In other way, it could be explained that choices in clothing reflect class distinctions. While the suit represents senior executives, blue overalls are associated with farmers and industrial workers (Bourdieu 1984: 201). Bourdieu (1984) argues that this 'cultural capital', which shapes consumption patterns, is passed on to future generations to ensure the reproduction of class based inequalities. Therefore, consumption practices are a manifestation of taste and 'fulfil a social function of legitimating social differences'.

From above discussion it is being reflected that both for Veblen and Bourdieu consumption is a mechanism for communicating, identities and reinforcing social differentiation as well as consumption practices are a manifestation of taste and fulfil a social function of legitimating social differences as well as consumption is a mechanism for communicating and reinforcing social differentiation.

Consumption as a system of sign

Consumption as an act of communication emerges from the work of Baudrillard. Whereas in Bourdieu's (1984) analysis the meaning of goods appears grounded in social practices, in Baudrillard's (1988) work the symbolic importance of goods lies in a 'system of signs'. Furthermore, Baudrillard is explicit in his argument that objects can be read like a language (Poster 1988: 2). In Baudrillard's analysis, he modifies Marx's original conception of 'use value' and 'exchange value' in order to argue that the importance of an object lies in its 'sign value' (Baudrillard 1988: 86-7). Baudrillard employs a postmodern approach to explain that in contemporary society an 'object takes on the value of a sign' and thus individuals no longer consume products and services, but rather the meanings attached to the objects 'sign-value' (Baudrillard 1988: 44). Furthermore, signs no longer have any fixed referent, resulting in a system of hyper-reality in which any object can, in principle, take on any meaning (Baudrillard, quoted in Campbell 1995: 99).

According to Baudrillard's perspective, people's social identities are constructed through the exchange of sign values (Baudrillard quoted in Slater, 1998: 197). The meanings attached to signs are however created by advertisers and marketers. In *'The System of Objects'*, Baudrillard explores the idea that 'the object and advertising system

forms a language' (Baudrillard1988:14). For Baudrillard, the concept of the brand summarises well the possibility of a 'language of consumption' (Baudrillard 1988: 17). In contemporary society, all products are identified by a brand name as the brand functions to 'signal the product' and 'mobilise connotations of affect' (Baudrillard1988: 17). Brand names, such as Nike, Reebok, Addidas, Sony, Phillips, M & S etc. therefore sums up a diversity of products and a host of diffuse social meanings. Baudrillard however argues that this language of branding is an impoverished one, since 'it is full of signification, yet empty of meaning' (Baudrillard 1988: 17). Whilst people have always been defined according to 'systems of recognition', in contemporary society, people are only defined in terms of objects, since these objects function as the main 'system of recognition' (Baudrillard 1988: 19).

Baudrillard's purely semiotic approach to consumer objects has been criticised on both empirical and theoretical grounds. A common criticism of Baudrillard's work on consumption is that whilst his theories may be suggestive, they lack 'empirical support' (Campbell 1995: 99). In theoretical terms, Baudrillard's (1968 1988) argument that consumers are controlled by the 'sign value' of objects is undermined by theories, such as subcultural theories, which illuminate the creativity of consumers in appropriating consumer objects. Despite these criticisms, Baudrillard's argument that commodities have been reduced to their 'value sign' and that the meanings behind signs are created by marketers.

Consumption, brand names and social meaning

In modern globalized capitalist society, products are identified by a brand name as the brand functions to signal the product and mobilise connotations of effect. Brand such as Nike sums up a diversity of products and a host of diffuse social meanings. Klein's (2000) argues that in an increasingly globalised world, companies are no longer dominated by production rather by branding and corporations. For Example Nike and Tommy Hilfiger have discovered that the key to success is the creation and dissemination of a brand and not the manufacturing of a product. Thus, Klein argues that Nike's success lies in their ability to communicate certain aspirations, such as athleticism and perseverance, rather than in the manufacturing of sporting clothing (Klein 2000: 54). For Klein, companies such as Nike use their company logo, the Nike *Swoosh*, to communicate the companies brand identity (Klein 2000: 365). Consequently, Nike and other corporations concentrate on brand building and farms most, if not all, production to subcontractors in less developed parts of the world, particularly utilising the cheap labour available in free enterprise zones (Klein 2000: 202-206). Klein is also highly critical of branding, since she believes that the logos and signs used by corporations have become a universal language, capable of transcending the products they represent and preventing local communities' from developing their own distinctive culture.

Subcultural theory, which studies practices of consumption from the 'inside' by exploring the social practices of so called 'deviant' groups, suggests that objects are appropriated in active, creative and unpredictable ways that transcend the intentions and codes of the producer (Gelder 1997: 88). Hebdige's (1979) analysis of subcultural groups such as, teddy boy's, mods and punks reveals the ways in which subcultures use clothing

as a means of resistance. Hebdige argues that subcultural consumption involves overthrowing the meanings originally attached to objects. Utilising Eco's (1973) argument that 'every object may be viewed as a sign', Hebdige (1979) demonstrates the various meanings that different subcultural groups attached to specific items (p.134). Hebdige (1979) uses the concept of *bricolage* to explain the ways in which the subcultures appropriated and reassembled cultural objects in order to construct their own identity (p.135). Hebdige (1979) uses the example of the teddy boy's theft and transformation of the Edwardian style revived in the early 1950s by Savile Row for wealthy young men as an act of *bricolage* (p.136).

Hebdige (1979), departing from traditional semiotics, rejects the claim that an object has a 'fixed number of concealed meanings' and instead uses the concept of *polysemy* to account for the conflicting messages that an object may possess (p.139). Hebdige (1979) argues that this approach is less concerned with the final product, than with the process of meaning construction. Hebdige (1979) uses the example of the punks' use of the swastika to illuminate the contradictory meanings attached to consumer objects (p.138). On the one hand, Hebdige (1979) argues that the swastika reflected the punks' interest in a decadent and evil Germany. However, Hebdige (1979) argues that since the punks were not sympathetic to the parties of the extreme right, the swastika was used as a mechanism guaranteed to shock (p.138). According to Hebdige (1979), the punks' use of the swastika did not simply represent the inversion of an ordinary meaning attached to an object (p.139). In this case, the signifier (swastika) had been wilfully detached from the concept (Nazism) it conventionally represented and thus the punks derived meaning from the swastikas lack of meaning. Approaching consumption as a form as resistance to the dominant institutions of society has however been criticised for over-emphasising the power of the consumer (Slater, 1997: 168). Furthermore, there is a danger that subcultural theory over-intellectualises the ephemeral nature of youth styles.

Consumption as communication language

Campbell (1997) argues that the idea that objects convey meanings is the 'sheer variety of languages which it has been suggested clothing constitutes or carries' (p. 342). For example, while Veblen (1925) argues that clothing is a sign of the consumers 'pecuniary strength' (p. 68) other theorists argue that clothing should be read in terms of their fashion status or as a symbol of resistance (p. 342). For Campbell (1997) in order for successful communication the wearer of the clothing and the observer must be 'speaking the same language' and be conversant with that particular language (p. 342). In terms of clothing, in order for the wearer to send a message to the observer regarding how fashionable the wearer is, the observer must be up to date with the ever changing world of fashion.

Campbell on the other hand, the clothes people wear should be 'read' as if they constituted a 'text' containing a message, is the way in which there would be communicator sends messages (Campbell 1997: 344). Campbell (1997) using the example of the job interview in which interviewees may want their clothing to convey the idea that they are 'smart', 'tidy' or 'respectable', argues that sending such specific messages is impossible (p. 345). Instead, Campbell (1997) argues that clothing can only

convey a "vague 'impression'" (p. 345). Another example given by Campbell (1997) to demonstrate the association with sending messages via a person's clothing is prostitution. Through their clothing, prostitutes want to convey the message that their sexual services are available for a price. Campbell (1997) argues that mistakes in reading this 'language' are still common enough, demonstrated by the well known phenomenon of 'respectable women' who live in or near a red-light district being approached by men, who mistake them for prostitutes (p. 345). An alternative approach to merely valuing consumer goods for their symbolic value is to explore the materiality of objects. Campbell (1995) however argues that whilst writers have concentrated on the distinguishing functions of clothing, such as approaching clothing as a 'code' or a system of meanings, the more material strand is missing from an analysis of clothing (p. 109). Miller (1998) also stresses the importance of exploring the material basis of particular artefacts or art factual domains (p. 10).

Stallybrass (1993) analyses the materiality of clothing in relation to mourning and the life cycle of objects. Stallybrass (1993), referring to the jacket of his dead friend, Allon, illuminates the ways in which humans interact with objects: The magic of cloth is that it receives us: receives our smells, our sweat, our shape even (p. 36). Stallybrass (1993), therefore, demonstrates the ways in which 'clothes receive the human imprint' (p. 37). Furthermore, by clothing accepting our 'human imprint', clothing is also able to embody both memory and social relations (p. 39). For example, Stallybrass (1993) argues that the jacket of his dead friend reminds him of a specific period of his life and of his friendship with Allon. Stallybrass (1993) also suggests that since clothing often outlives its wearers, clothing possesses a life cycle as it is transmitted from one generation to the next (p. 37). The transferring of clothing from one generation to the next also involves the transferring of identities, for example, from a mother to a daughter.

Hauser's (2004) analysis of blue jeans also demonstrates the importance of exploring the materiality of clothing rather than reducing an item of clothing to its symbolic value. Hauser's (2004) starting point is the way in which the FBI was able to identify a criminal from CCTV footage of the suspect's jeans (p. 294). Hauser (2004) argues that the CCTV footage revealed 'the crease and wear-patterns' of the criminal's jeans. Despite the fact that blue jeans are considered a ubiquitous consumer item, research conducted by Dr Richard Vorder Bruegge shows that individuating characteristics arise as a result of the manufacturing process and normal 'wear-and-tear' (p. 294). The term 'wear-and-tear' refers to the way in which an individual washes and dries his/hers jeans, whether they iron them, what they carry in their pockets, the way they walk (Hauser, 2004: 294). Furthermore, Hauser (2004) suggests that since jeans tend to be worn in close intimacy to the body, they therefore become 'worn, frayed and thinned or odorous' in places where the body has rubbed repeatedly against them (p. 298). Hauser (2004), similarly to Stallybrass (1993), demonstrate the way in which humans affect the materiality of clothing.

Hauser (2004) however argues that the individuating features of jeans do not derive solely from the person's physique and habits, but also and perhaps more importantly from the manufacturing process. Citing the research conducted by Dr Richard Vorder Bruegge,

Hauser (2004) argues that the seams and hems of jeans are where unique characteristics appear, as puckering in these areas is an unavoidable consequence of the manufacturing process (p.294-5). Dr Richard Vorder Bruegge likens the 'ridges and valleys' of jeans to barcodes, which can identify the jeans to a specific individual (Hauser 2004: 295). Hauser (2004) argues that the FBI's investigation, whereby the jeans depicted in the surveillance film were compared with the jeans recovered from the suspect's home in order to identify the jeans worn by the robber, exposed a unique relationship between the maker, fabric and wearer of the jeans (p.307). Hauser's (2004) analysis demonstrates that when a consumer purchases a pair of jeans they are not simply waiting for consumer's imprint to give them an identity, since the garments have their own unique material structure.

Consumption and identity: A case of Dhaka

Dhaka city, in combination with localities forming the wider metropolitan area, is home to an estimated 12.8 million people (BBS 2008). Dhaka is the administrative, cultural and political capital of Bangladesh. There has been recent and widespread development of shopping malls, multiplex cinemas, and hotels. New restaurants invite Dhaka's wealthy residents and growing middle class to enjoy Western, South Asian and Bangladeshi cuisine. Clusters of electronic goods outlets attract each new cohort of youngsters with phones, computers, ipods and gaming consoles. Growing numbers of satellite TV channels and FM radio stations impact on family life. Hybridization of culture, fusion music and a new tradition of hybrid accent termed 'Banglish', for example – is overlaid on the changed patterns of urban consumption to create a vibrant identity package. In Traditional Bangladesh society personal status and identity was linked to traditions of family and community. Has this now changed? If so, by how much? Does the 'system of objects' now determine identity, status and function (Baudrillard: 1968/1988: 19); and do those who are not so determined become marginalized?

Globalization is growing mobility across frontiers – mobility of goods and commodities, mobility of information and communication, products and services and mobility of people. Walk down our local high street and we will be aware of global chains such as KFC, Pizza Hut, Dominous Pizza, Diesel, Benetton, Sony, Exotic fruit etc. Through the development of satellite, cable service and the television, market is moving from national to transnational scale. At a touch of a button we can now enter into global communication through telecommunications networks, internet. In a word we can say that the world is now becoming a global village. Globalization is producing inventive new cultural forms. Musical culture provides an excellent example: Ishaba, Muntaha are Bangladeshi but sings Hindi, Rahat a Bangladeshi doing US West coast rap music. Who is Rahat or who is Isaba? They are Bangladeshi but when Rahat do West coast Rock definitely he does carry a message of his identity.

When KFC, Pizza Hut or Nandoos has been established in Dhaka was a big news in electronic and print media and has been splashed across the pages newspaper. But under ordinary circumstances news of a restaurant is unlikely to attract much attention. But in Dhaka among certain classes of people that was very big news because KFC, Pizza Hut and Nandoos were not ordinary restaurant. These restaurants are a brand and identity

which carries something more than food. In Dhaka a new class or society has embraced the company as a means of identity. They like to have food in KFC because that is something more profound when eating at KFC. To these people the Colonel Burger, fries and Coke represent something foreign.

KFC, Pizza Hut and Nandoos restaurants are treated as leisure centres for certain class of people where people all are going to have drink, coffee and just to pass the time and also some people retreat those restaurant as place to be freed from the stresses of urban life. School students' particularly English medium and private university student often sit in restaurants for hours studying, gossiping and picking over snacks for the restaurants. It is certainly that the start up dates KFC corresponds to the emergence of new classes of affluent consumers in Dhaka, Bangladesh.

On the other hand shopping as part of a refocusing of connections between the commodity and identity which is incorporated in the notion of 'life style'. Consumers gather around objects which define their identity and become center pieces of particular routines of sociability. How are identity and place bound together in the practices of shopping? First of all the obvious point that shopping takes place at a wide variety of different sites, each of which represents often quite different kinds of shopping experience and resources for identification. Identity could be defined on the basis of place people does shop. There are different sites like streets shopping, shopping mall like Bashundaha city, brand out let like Nike, Reebok, shopping sites like Banga Bazar. These sites have quite different practices of use of valuation which in turn appeal to certain forms of identification rather than others.

Conclusion

The consumption of clothing reveals both the strengths of treating objects as a language and valuing goods primarily for their symbolic value. Both Veblen (1925) and Bourdieu (1984) illustrate the ways in which consumption is employed to communicate messages regarding class positioning. Contrastingly, Baudrillard (1986, 1988) provides an important account of the way in which in a braded society, consumers only consume the arbitrary 'sign-value' attached to goods. Nevertheless, these approaches to consumption ignore the consumer's potential to disrupt the original meaning attached to consumer objects. Sub-cultural theories, however, such as the work by Hebdige (1979), demonstrates how consumers are able to appropriate goods and overthrow the producers intended message. Whilst these approaches are linked by their treatment of consumption as a communicative strategy, Campbell (1997) discredits such an approach by claiming that consumers are unable to make sense of complex meanings from objects. The treatment of consumer objects as possessing inherent messages also ignores the material basis of objects. By focusing on the materiality of clothing as illustrated in the work of Stallybrass (1993) and Hauser (2004), it is clear that the significance of consumer objects does not merely lie in their symbolic value.

Reference

Baudrillard, J. (1981). *For critique of the economy of the sign.* St. Louis, Mo: Telos Press Ltd.

Bourdieu, P. (1979, 1984). *Distinction: A Social Critic of the Judgement of Taste.* London: Routledge.

Campbell, C. (1995, 1997). 'When the meaning is not a message. A critique of consumption as communication' in M. Nava, A Blake, I. MacRury and B. Richards (eds.), *Buy this book: Studies in advertising and consumption.* London: Routledge.

Chaney, D. (1996). *Lifestyles.* London: Routledge.

Eco, U. (1976, 1979). *A Theory of Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press.

Gelder, K. (1997). *The subcultures reader.* London: Routledge.

Hebdige, D. (1979). *Subculture: The Meaning of Style*. London: Routledge.

Hebdige, D. (1988). *Hiding in the Light.* London: Comedia.

Hauser, K. (2004). 'A garment in the dock; or how the FBI illuminated the prehistory of a pair of denim jeans' in *Journal of Material Culture* Volume No. 9.

Klein, N. (2001). *No Logo.* London: Flamingo.

Lash, S. and Lury, C. (2007). *Global Culture Industry: The Mediation of Things.* London: Polity Press.

Miller, D. (1995). *Acknowledging Consumption.* London: Rutledge.

Poster, E (1988). *Consumers and Citizens: Globalization and Multicultural Conflicts.* London: Flamingo.

Slater, D. (1998). *Consumer culture and modernity.* London: Polity Press.

Stallybrass, P. (1998) "Marx's Coat" in P. Spyer (ed), *Border Fetishisms.* London: Rutledge.

Veblen, T. (1925). *The Theory of the Leisure Class.* London: Unwin Books.

Jagannath University Journal of Social Sciences, Vol. 2, No. 1-2, 2014, pp. 24-33.

Socio-economic Impact of Old Age Allowance on the Elderly People: A Study on Sylhet District of Bangladesh*

Professor Dr. Mostafa Hasan
Department of Social Work, Jagannath University, Dhaka

Professor Dr. A K M Mahbubuzzaman
Department of Social Work, Shahjalal University of Science and Technology Sylhet

Shofiqur Rahman Chowdhury
Assistant Professor, Department of Social Work, Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet

Abstract: *Social security and safety of the elderly has become an increasing concern in Bangladesh society. Intervention of Old Age Allowance (OAA) of the Department of Social Service (DSS) under the Ministry of Social Welfare has created a new hope for the destitute elderly of Bangladesh. In this article, an attempt taken to evaluate the general social impact of the OAA programme of DSS on the livelihood of elderly people in Bangladesh. Through assessing the impact of OAA on the purchasing power, social and family life, and family behavior of the allowance receivers, it is found that despite the amount of OAA is poor; it has been able to put some positive impact on the social life of the old age allowance receivers in various ways.*

1. Introduction and Background

Old age or ageing is a normal biological phenomenon- which refers to a slow imperceptible, progressive degenerative process advancing with chronological age, leading to increased functional deterioration and vulnerability, ultimately culminating in extinction of life. Ageing often refers simply to the process of growing older. It is also subject to the constructions by which each society makes sense of old age (Banglapedia 2007: Ageing). Taking care of the elderly by the joint family is a cultural, social and religious tradition of Bangladesh. But the "rapid socio-economic and demographic transformations, mass poverty, changing social and religious values, influence of western cultures and other factors have broken down the traditional extended family and community care system" (Choudhary 2009: 2). This situation, however, has become un-favourable for the elderly population specially for the poor families. According to a study of Paul-Majumder and Begum (2001: 5) it throws the elderly people into large-scale socio-economic insecurity. Changes in traditional family system have become more susceptible for the elderly poor women as they are holding lower status than men in the male dominated patriarchal social system. They are also the backward group in terms of economic, social, political, education and usually dependent on their male counterparts or male relatives.

* The authors are grateful to the authority of Shahjalal University of Science and Technology (SUST), Sylhet, Bangladesh for providing necessary fund for this study.

The number of old age people in Bangladesh is 7.8 million (aged 60 years and above) and the rate of their increase is fairly high. The elderly population in Bangladesh was 1.37 million in 1911, 1.86 million in 1951, 4.90 million in 1981, 6.05 million in 1991, and 8.1 million in 2001 (Banglapedia 2007 & BBS, 2003). Although the proportion of elderly population of age 60 years and above is still relatively small (6.2% in 2001), it is likely that the proportion will increase rapidly with the process of population momentum in the near future. The absolute number of the elderly people in Bangladesh, however, also is increasing rapidly as the population increases. The number of elderly people will increase to 16.5 million by the year of 2025 and will cover about 9 per cent of the total population (IDB U.S Census Buseall-2006). This change in population characteristics will have serious consequences for the society as well as for the overall socio-economic development of the country.

The Constitution of Bangladesh in its Article 15 (D) declares social security programme for the elderly population. But it was a neglected issue till mid eighties. The Fifth Five Year Plan (1997-2002) had emphasized on the issue and introduced OAAP in 1998 to help the elderly people on the country (Mian 2007: 75). Government of Bangladesh (GOB) launched this programme in the fiscal year 1997-98, which was designed for the 60 plus aged old and the poorer people of Bangladesh. OAAP was initiated as social security programme for the old age people so that they do not fall in dire situation at the end of their lives due to negligence of the family and society. Initially it was covering 10 poorer old persons (5male and 5 female) of a ward[1] of each *Union Parisad* and `C' graded Municipal areas (GOB 2005: 1). The amount of the allowance was 100 Taka per month covering a total of 4 lack 3 thousand and 110 persons throughout the country in 1998. Now it has been included in the revenue budget of the country and in 2011-12 financial year, the budget is 8910 million Taka with a coverage of 2475 million elderly people.

The Department of Social Service (DSS) under the Ministry of Social Welfare (MoSW) has been implementing this programme and bearing the monitoring duties all over the country. It has a specific beneficiary selection procedure. The elected members of the wards are empowered to select 10 poorer-old-aged for the allowance for minimum four years or until death. In case of death, to maintain the same number poorer old aged persons are being selected. After four years, generally the beneficiaries are changed fully or partially.

The government of Bangladesh, under its social safety net programme, determined to continue this OAA programme. In terms of optimum utilization of this fund of OAA, the question of proper use and application of the money by the recipients and its impact become important. The assessment of impact may create a better opportunity to modify and renovate the OAA programme further. Here the term 'impact' used as a general or wide ranging consequence of the OAA on the recipients' life.

---

[1] A *ward* is the smallest and last unit of Local-Self-Government of Bangladesh. There are 9 wards in each union.

However, in this article we have tried to explore and assess the general impact of the OAA to the social life of the elderly beneficiaries and their families. In this paper, we have also made some recommendations on this issue based on the study.

2. Methods

Both qualitative and quantitative data and both empirical and secondary data have been used in this article. Empirical data had been collected using the social survey method and through face-to-face interviewing with a structured interview schedule from the respondents. Two focus group discussions (FGD) with the OAA receivers had been conducted to collect qualitative data. Among the 11 Upajillas in Sylhet district 6 Upajillas viz. Balagonj, Bishwanath, Golapganj, Gwainghat, Jaintiapur, and Sylhet Sadar covering 29 Union Parisads and 2 Municipalities had been selected as the area of the study. Data was collected during June to November 2008. To collect data, however, 300 beneficiaries including 53.67% male and 46.33% female had been interviewed with a semi-structured pre tested questionnaire. Both random and purposive sampling techniques had been followed to identify the sample. Two Focus Group Discussions (FGDs), covered 22 more respondents of two different Upazilas, were arranged to collect qualitative data. The data collection had been completed in the last week of November 2008.

3. Results and Discussion

3.1 General Information on the OAA Recipients:

It was found that, most of the old age allowance recipients (about 68%) belong to the oldest age group of 70 years and above. The mean age of the respondents was 72.25 years. Among 300 respondents, 46.33% (139) was female where the rest 53.67% (161) was male. More than 86% of the respondents were Muslims and 14% were Hindus. The overwhelming majority (80.3%) of the respondents were found illiterate. Another 6% could only write their names. In every consideration, males were in a better position than female. Among the male respondents, 32% are literate whereas only 6% female are literate.

More than half of the respondents (51.3%) are attached with the joint family and other 48% are in the single family. Usually it is claimed that the decreasing of joint family causes insecurity for the elderly, in other words, joint family is a source of support for the elderly. But in Bangladesh, living in joint family is a cultural heritage irrespective of financially strong or weak families. Paul-Masumder (2001: 21) also found that almost 88 percent OAA recipients live with joint families. Living with joint or single family, however, was not any considering issue to select OAA recipients (GOB 2005: 2-3). It seems that the joint family system could not play proper role to protect the elderly or give sufficient financial support to them. The mean household-size of the elderly is 4.6. In case of 56% of the elderly 'they themselves' are the household-heads of their families. Considering the gender, male respondents are in a better position in this concern, which is a common phenomenon in Bangladeshi culture. Among them, 64% male are the household heads whereas about 48% of the female respondents are the household heads. For the 36% respondents 'sons' are the household heads.

There are 4% respondents (1.2% male and 7.2% female) who do not have any person to look after them. Almost one-third of the respondents (32%) answered that their wives or husbands look after them 22.4%. It can be noticed that elderly husbands are receiving overwhelmingly more assistance from their wives (54%) compared to that only 6.5 % wives receiving such assistance from their husbands.

3.2 Occupation, Income and Expenditure of the OAA Recipients:

An overwhelming majority of the respondents (about 83%) do not have any job or occupation in present time, only 17% have their economic activities or job. Interestingly, women are more involved with economic activities (about 19%) than that of the male respondents (16%). Generally, male persons are more involved in economic activities than female in Bangladesh. The cause behind it probably that the female based occupations like household work or maid assistant are more accessible than other male-based job specially in rural areas. Paul-Masumder and Begum (2001: 30) also found that the elderly women were largely involved in household works. Among the 97% male respondents who were employed, the major occupations were farmer (34.2%), agriculture labourer (about 17%), small business (about 12%), day labourer (7.5%), transport labourer (9.6%) and private service (about 4%). Some 10 % or so were involved as artisan, govt. service, maid servant, hotel labour, rickshaw puller, mason, boatman etc. Monthly earnings from those works of the elderly are very poor. An overwhelming 83% respondent does not have any income. Only 50 elderly persons who are involved in any occupation now and the mean income of them is Tk. 760 per month.

It was found that their monthly expenditure is from 300 to more than 3000 taka. The largest group's (about 30%) monthly expenditure is Tk. 501 to 1000. About 38% male and 22% female are in this group. The mean monthly expenditure is Tk.1339.17. It was also found that the medicine (95%) and food (88.3%) were the two largest areas to spend money by the elderly. The other major expenditure heads were clothing purchase (56.7%), betel leaf /cigarette purchase (52.7%), for children's purpose (about 9%), and in religious occasion (4%). In terms of expenditure, it is a significant question whether they are free or not. Overwhelming numbers of the respondents were found to be 91% (94.4% male and 87.1% female) were free enough to spend their income on their own wish.

3.3 Amount of Allowance and its Impact:

(a) Amount of Allowance: At the time of data collection, the monthly amount of OAA was 220 Taka. According to the respondents' opinion, this amount is too poor to meet their needs. Moreover, many respondents complained during FGD that they had to receive Tk. 620/- for three month's allowance instead of Tk. 660. Some elderly reported that 'they do not know clearly about the monthly amount' of allowance.

(b) Impact on livelihood: Though the amount of allowance was not enough still it impacted positively in different ways to the elderly as well as to their families. Table 1 shows the degree of usefulness of the OAA to the respondents and it was found that only 2.3% respondents (*1.2% male and 3.6% female*) mentioned that 'it is not useful' and the rest almost 98% (*71.4% male and 52.5% female*) expressed it as 'useful' though the degree of the usefulness differs. Almost 63% of the respondents (*71.5% male, 52.5%*

female) categorized it as 'simply useful' where 25% (*18% male, 33.1% female*) perceived it as 'really/very useful'. Rest 10 percent (*male female almost same*) expressed it as 'little useful' (Table 1).

Table 1: Degree of usefulness of the OAA to the recipients

Status	Male (%)	Female (%)	Total (%)
Not useful	2 (1.2)	5 (3.6)	7 (2.3)
Useful	115 (71.4)	73 (52.5)	188 (62.7)
Really/ very useful	29 (18.0)	46 (33.1)	75 (25.0)
Little useful	15 (9.3)	15 (10.8)	30 (10.0)
Total	**161 (100.0)**	**139 (100.0)**	**300 (100.0)**

On the question of why it was not useful, however, respondents said (1.2% male and 3.6% female) that 'it is not so useful because the amount of money is very poor'. Qualitative data also support that they are generally benefited by the allowance. By this money, they can buy many things and it has increased their purchasing power. They can 'buy food, drugs, poultry, betel-leaf and betel nut on their own'. In addition to that, as mentioned in the FGD of Khadimpara union, 'they can buy daily necessaries from shop in credit as shopkeepers know that recipients would be able to re-pay their debt/loan immediately after having allowance'. Table 2 shows the way that the OAA recipients use the allowance for the betterment of their own and family livelihood. The most common use of the money is 'buying food' (96.7%) and 'buying medicine' (84.3%). The other major areas are 'in participation of social occasions' (42.7%), 'in maintain contact with relatives' (39.3 %), 'in buying beetle leaf and/ or Tobacco' (23.3%), 'in buying cloths' (8.7%), 'in paying off loans' (4.7%), 'in running small business' (3.3%), 'in plantation/ agriculture' (2.3%), and in other purpose like used as hand money/pocket money, in schooling of granddaughter (1.3%) (Table 2). Therefore, it can be easily understood that the allowance is being used in various important events of their personal, familial and social life.

Table 2: The way that the allowance became useful to the respondents

(*Multiple answers*)

Sl. No.	The areas of usefulness	Respondents		
		Male (%)	*Female (%)*	Total (%)
1.	In buying food	157 (97.5)	133 (95.7)	290 (96.7)
2.	In buying medicine	139 (86.3)	114 (82.0)	253 (84.3)
3.	In participation in social occasions	73 (45.3)	55 (39.6)	128 (42.7)
4.	In maintaining contact with relatives	45 (28.0)	73 (52.5)	118 (39.3)
5.	In buying Beetle leaf/Tobacco	34 (21.1)	33 (23.7)	67 (22.3)
6.	In buying cloths	14 (8.7)	12 (8.6)	26 (8.7)
7.	In paying off loans	6 (3.7)	8 (5.8)	14 (4.7)
8.	In running small business	4 (2.5)	6 (4.3)	10 (3.3)
9.	In plantation/agriculture	5 (3.1)	2 (1.4)	7 (2.3)
10.	Others *	3 (1.9)	1 (0.8)	4 (1.3)

*Others *: Used as hand money/ pocket money, in schooling of granddaughter.*

Through the FGDs, elderly people also identified the major areas of expenditure of the allowance. According to many of them, 'the allowance money is so poor that it requires only one day expenditure'. Usually they buy 'drugs, hen and goose and some food' by this money. According to them, this small amount of money 'mostly used in buying drug, even it is not enough for the drugs alone'. Some used it 'to reimburse loan/credit to shopkeeper'. Some used it as hand money in 'visiting relative's house', and 'attending invitations (marriage party etc.)'. Therefore, as studied by Paul-Masumder and Begum (2001) and Choudhury (2009), the allowance is used in various ways and creates some benefits to the elderly as well as to their family and society.

c) Impact on personal purchasing power and family life: To understand the impact of this allowance, the elderly were asked whether they buy anything new or renovate any asset by this money and it was found that 24% of the respondents expressed that do the same and other 76% do not (Table 3).

Table 3: Whether buy or renovate any asset with the allowance or not

Buy some assets	Male (%)	Female (%)	Total (%)
No	132 (*82.0*)	96 (*69.1*)	228 (*76.0*)
Yes	29 (*18*)	43 (*30.9*)	72 (*24.0*)
Total	**161 (*100.0*)**	**139 (*100.0*)**	**300 (*100.0*)**

In terms of using allowance money to create or repair family asset the elderly female were found to be more active (31%) than that of the elderly male (18%). However, the nature of buying or repairing assets is shown in Table 4.

Table 4: Categories of buying or renovate assets by the respondents

Nature of buying	Male (%) *(n=29)*	Female (%) *(n=43)*	Total (%) *(n=72)*
Buy goose and hen	6 (20.7)	28 (65.1)	34 (*47.2*)
Buy cattle (goat)	4 (13.8)	3 (7.0)	7 (*9.7*)
Buy furniture	3 (10.3)	1 (2.3)	4 (*5.6*)
Buy Umbrella/ Stick	2 (6.9)	1 (2.3)	3 (*4.2*)
Buy blanket and other cloths	2 (6.9)	2 (4.7)	4 (*5.6*)
Buy goods for small business	2 (6.9)	1 (2.3)	3 (*4.2*)
Repair House	3 (10.3)	1 (2.3)	4 (*5.6*)
Repair furniture	3 (10.3)	2 (4.7)	5 (*6.9*)
Buy agriculture goods	3 (10.3)	0	3 (*4.2*)
Others*	1 (3.4)	4 (9.3)	5 (*6.9*)
Total	**29 (*100.00*)**	**43 (*100.00*)**	**72 (*100.00*)**

** Others: Buy barnacles, blanket, Fan, Shoe & Cloths.*

Some are related with creating assets by buying goods like poultry and livestock e.g. 'goose and hen' (47.2%), 'cattle' (9.7%), 'furniture' (5.6%), 'blanket' and (5.6%), 'goods for small business' (4.2%), and 'umbrella/stick' (4.2%). Some are related with repairs like, 'house' (5.6%), 'furniture' (6.9%), and 'agriculture goods' (4.2%).

Most of the elderly people (about 86%) spend this money by himself/herself but other11.3% (*6.2% of the male and 17.3% of female*) is being compelled to depend on others in this regard. Other 3% reports both of the options. Female elderly are seen to be in the grip of male dominance here as they are almost three times higher compelled to depend on their family member to expend their money.

d) *Impact on their family behaviour:* Though more than 70% elderly did not noticed any significant change in family members' behaviour after getting allowance but almost 28% elderly observed significant changes in their behaviour on effect of the allowance. The nature of the changes in family behaviour as expressed by them is shown in Table 5.

Table 5: Impact on OAA recipients' family member's behaviour

Change in Behaviour	Male (%)	Female (%)	Total (%)
No Change	118 (73.3)	93 (66.9)	211 (70.3)
Have Changes	43 (26.7)	40 (28.8)	83 (27.7)
Not responded	0	6 (4.3)	6 (2.0)
Total	**161 (100.0)**	**139(100.0)**	**300 (100.0)**

More than 65.1% of these elderly identified that they are 'getting more importance to all in taking family decisions' as because they receive the allowance. Other 50.6% noticed that 'family members becoming more careful in providing daily meals' to them. Other three changes are: 'receiving more respect than earlier' (49.4%), 'family members scold a little' (26.5%), and 'take care

Table 6: Nature of changes in the behaviour of the family members as mentioned by the OAA recipients

(Multiple answers, N=83)

Sl.	Nature of change	Male (%)	Female (%)	Total (%)
1.	Get more importance to all in taking family decisions	29 (*67.4*)	25 (*62.5*)	54 (*65.1*)
2.	Family members are became more careful in providing daily meals	23 (*53.5*)	19 (*47.5*)	42 (*50.6*)
3.	Receiving more respect than earlier	18 (*41.9*)	23 (*57.5*)	41 (*49.4*)
4.	Family members scold a little	8 (*18.6*)	14 (*35.0*)	22 (*26.5*)
5.	Take care more during illness	8 (*18.6*)	8 (*20.0*)	16 (*19.3*)
6.	Bicker a more (negative changes)	0	2 (*5.0*)	2 (*2.4*)

more during illness' (19.3%) (Table 6). This is also supported by the FGD where they have mentioned that their 'family members are happy to see this (getting allowance from

Government)' and there is 'no misunderstanding for the money with the family members'.

e) Impact on social status: According to the elderly respondents, getting allowance 'could not upgrade their social statuses. More than 87% expressed the same opinion and on the other hand, only about 13% observed that getting allowance is to some extent

Table 7: Impact of the allowance on social status

Status of the OAA recipients	Male (%)	Female (%)	Total (%)
Up graded	14 (8.7)	24 (17.3)	38 (*12.7*)
Not up graded	147 (91.3)	115 (82.7)	262 (*87.3*)
Total	**161 (*100.0*)**	**139 (*100.0*)**	**300 (*100.0*)**

'upgraded their social status'(Table 7). The allowance impacted more positively (in double rate) to the female elderly (17.3%) than that of their mail counterpart (8.7%).

In their study, Paul-Masumder and Begum (2001: 62) also observed that the OAA programme has some social impact on the rural society. As they mentioned, "this programme began to restore value of looking after the elderly. ... More allowance recipients live with children and children are eager to look after their allowance recipient parents. Under the circumstance of erasing of traditional values and customs, this is a great achievement". In his study, Choudhury also noticed that, "... the OAA has raised the status of the respondents in the society. After receiving the allowance, 72.75 were affirmed that their status was increased ... " (*2009:133*). Though in this study, in case of most of the OAA recipients (91% male and 82.7% female as shown in Table 7) social status was not upgraded by this little amount of money, specially in the study area where the influence of foreign wage earners' money is most powerful in society, but considering other socio-economic factors, the OAA has various positive impact.

During the period of collection of data collection, the monthly amount of OAA was 220 Taka (which has been increased to 300 per month as from June 2010). According to the respondents, this amount is too poor to meet their needs. Moreover, many respondents complained during FGD that they had to receive Tk. 620/- for three month's allowance (monthly 206.67 Tk.) instead of Tk. 660.

4. Conclusion

The Old Age Allowance programme is a good initiative of the government as it starts the social safety net coverage for the poorer elderly people of the country. The finding shows that the amount of allowance (Tk. 220, US$ 3.14 per month) is not sufficient and many of the elderly is not satisfied with this. Generally, both rural and urban old age person of our country is living with mass poverty and a lot of socio-economic vulnerability. On this perspective, with this scanty of amount, there is significant scope of economic impact as well as social impact of this programme on the older people and even on their family. For this reason, as the study shows, the elderly people have accepted this programme very positively. It has also an impact on improving their relationship with their family

members like sons, daughter-in-law, daughter, neighbours, etc. as the allowance is being used in various important events of their personal, familial and social life. As two-third of the elderly allowance recipients expressed, they are getting more importance to all in taking family decisions as because they receive the allowance. Even they noticed that family members are becoming more careful in providing daily meals' to them for this allowance. Therefore, it can be said that, the allowance, whatever the amount, has created a significant positive impact to the elderly people in and outside their family. Again, it creates a more positive impacts to the elderly women specially who are usually neglected and victim of discrimination in our mail dominant society.

Based on above discussion, the following suggestions are being made: (i) The OAA programme should continue and increase in both number of OAA recipients and amount of allowance. Amount of allowance should be increased considering the rate of inflation. It may be mentioned that the respondents' desired mean amount is Tk.1217.80 per month;

(ii) Government should take necessary action to provide guidance and motivation to the elderly allowance recipients so that they can use that money properly. Emphasis should be given in that time to make them literate, as 80.3% recipients are illiterate. To create more positive impact of this OAA, it will be helpful enough.

(iii) Provisions of income generating programme should be initiated for the economically vulnerable elderly people through providing training, long term easy accessible low-interest credit and part-time job for the capable elderly persons. Many of the OAA recipients have the physical ability to do limited work and they also believe that if the Govt. provides job or work for their survival the financial problem of elderly as well as their dependency will be decreased;

Elderly allowance is a key strategy to ensure rights of elderly, their survival and removal of helplessness. Therefore, an integrated, well-coordinated administrative process and community involvement should be ensured for its successful implementation.

References:

Banglapedia (2007). *Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh*, (CD Version), Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

BBS (*Bangladesh Bureau of Statistics*) (2003). *Population Census 2001: National Report (Provitional)*. Dhaka: Planing Division, Ministry of Planing.

Choudhary, Md. Shahidur Rahman (2009). *Impact of Old Age Allowance on Elderly Welfare in Rural Bangladesh: a Study of Gdagari Upazilla in Rajshahi District*, (Unpublished Ph.D dissertation), Department of Social Work, Rajshahi: University of Rajshahi.

DSS (1995). *Implementation Manual: Old Age Allowance Programme* (In Bangla). Dhaka: Ministry of Social Welfare, Government of Bangladesh.

GOB (*Government of Bangladesh*) (2005). *Old Age Allowance Programe: Implementation Manual (in Bangla)*. Dhaka: Department of Social Services, Ministry of Social Welfare.

Gupta, Das A. (1989). *The Qualitative Approach to Social Research*. Dhaka: Worldview International Foundation.

Kabir, Md. Humayun (2003). *'Demographic Profile of the Aged in Bangladesh'* in 'The Elderly: Contemporary Issues'. Dhaka : Bangladesh Association of Gerontology.

Mian, Hafizul Islam (2007). *Poverty Alleviation, Human Resource Development & Ministry of Social Welfare.* Dhaka: Department of Social Services, Ministry of Social Welfare, GOB.

Paul-Majumder, Protima and Sharifa Begum (2001). *The Old Age Allowance Programme for the Elderly Poor in Bangladesh: A Review* (Final Report). Dhaka: The Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

Jagannath University Journal of Social Sciences, Vol. 2, No. 1-2, 2014, pp. 34-47

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সাংস্কৃতিক প্রভাব: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মো. আশরাফুল আলম
প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ
সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

***Abstract**: The information era has swept the world with powerful force affecting the society. Supported in its entirety by the communication technology, information spread vastly become faster and cheaper. The media through which information is disseminated also gets varied in types, further revolutionizing the information era. The emergence of new Information Communication Technologies (ICT) brought a revolutionary change in Bangladesh over the years. This article examines the negative sides of the ICT uses in Bangladesh and looks into how both society and culture are affected. It also discusses the ethical value system and the morality of traditional society about using ICT.*

১. ভূমিকা

আর্থার সি ক্লার্কের[১] কল্পবিজ্ঞান আর মার্শাল ম্যাকলুহানের[২] 'বিশ্বগ্রামে'র ধারণা বাস্তবে পূর্ণতা লাভ করেছে একুশ শতকের পৃথিবীতে। স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ) আর রেডিও প্রযুক্তির উন্নততর সংস্করণ– মোবাইল ফোনের কল্যাণে ছোট হয়ে এসেছে পৃথিবী। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে বিশ্বকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে এসব নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রযুক্তির বৈপ্লবিক উন্নয়ন ও বিকাশ বিশ্বব্যাপী তথ্যের অবাধ প্রবাহকে নিশ্চিত করেছে এবং বিশ্বময় একটি তথ্যের মহাসড়ক[৩] তৈরী হয়েছে। তথ্যের আদান-প্রদান প্রক্রিয়ায় গতি আনয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণসহ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের নানামুখী কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। সব মিলিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষমতা, সুবিধা ও ইতিবাচক দিককে অস্বীকার করার জো নেই। তবে পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগপ্রযুক্তির আগমন, ক্রমবর্ধমান বিকাশ ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মানুষের জীবনাচল, রুচিবোধ এবং সর্বোপরি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাবও পড়ছে। মানুষের চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ, আদর্শকেও আলোড়িত করছে। তরুণ প্রজন্মের ইন্টারনেট আসক্তি, অনুর্বর কাজে সাইবার ক্যাফেতে সময় ব্যয় করা, পর্নোসাইটে সহজলভ্য প্রবেশাধিকার, মোবাইল ফোনে নারীকে উত্ত্যক্ত করার প্রবণতা তৈরী হয়েছে মূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির হাত ধরেই। প্রযুক্তিনির্ভর যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষত ইন্টারনেটে অবাধে পর্নোগ্রাফি ছড়ানো যাচ্ছে। বিশ্বময় বিদ্বেষী ও অপরাধী চক্রকে সুসংগঠিত হবার সুযোগ করে দিচ্ছে যোগাযোগ প্রযুক্তি। সাইবার অপরাধের মতো অনলাইনে নিত্য-নতুন নানা অপরাধের ঘটনা বাড়ছে। অশ্লীল ছবি, ভিডিও আদান-প্রদান করতে সিডি-ডিভিডি, পেন ড্রাইভ, মোবাইল ফোন বা ই-মেইল ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্যামেরা বা মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করে কিংবা ছবি তুলে বিনা অনুমতিতে তা

---

[১] আর্থার সি ক্লার্ক: (১৯১৭-২০০৮) বৃটিশ কল্পবিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক। তিনিই সর্বপ্রথম স্যাটেলাইট যোগাযোগ প্রযুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এ বিষয়টি তাঁর বিভিন্ন কল্পকাহিনীতে উল্লেখ করেন (http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_C._Clarke)।

[২] মার্শাল ম্যাকলুহান: (১৯১১-১৯৮০) কানাডিয়ান শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, স্কলার এবং বিখ্যাত যোগাযোগ তাত্ত্বিক। তিনিই ১৯৬০ এর দশকে 'গ্লোবাল ভিলেজ' বা বিশ্বগ্রাম এর স্বপ্নের কথা বলেন (http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan)।

[৩] তথ্যের মহাসড়ক বা ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে হচ্ছে একই সময়ে একই সাথে তথ্য, শব্দ এবং চিত্র আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নেটওয়ার্কিং সিস্টেম। ইন্টারনেট প্রতিষ্ঠার পর তথ্যের এই যোগাযোগ মাধ্যমকে তথ্যের মহাসড়ক বলা হয় (রহমান ২০০৭)।

ইন্টারনেটে প্রকাশ করা, নারী সহপাঠি বা মেয়ে বন্ধুকে মোবাইল ফোনে উত্ত্যক্ত করা, ধর্ষনের ঘটনার ভিডিওচিত্র ধারণ করে অনলাইন মাধ্যমে প্রকাশ কিংবা ব্ল্যাকমেইলের হুমকি প্রদানের মতো ঘটনাও সমাজে ঘটছে। এভাবে নয়া প্রযুক্তি একদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে, অন্যদিকে প্রযুক্তি ব্যবহারের অনেক নেতিবাচক দিকও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নানামাত্রিক ব্যবহারের ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যেসব নেতিবাচক চিত্র ধরা পড়ছে আলোচ্য নিবন্ধে তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দৈনিক, সাময়িকী, ইন্টারনেটে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

২. আধুনিক বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বা আইসিটি) বলতে এমন ধরনের প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি বা অ্যাপ্লিকেশনকে বুঝিয়ে থাকে যার মাধ্যমে যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যেমন রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার-ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট সিস্টেস ইত্যাদি। এসব যোগাযোগ প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু সেবা ও অ্যাপ্লিকেশন যেমন ভিডিও কনফারেন্সিং, ডিসটেন্স লার্নিংকেও আইসিটির আওতায় ফেলা হয় (http://searchcio-midmarket.techtarget. com/definition/ICT) তথ্য যুগের সমসাময়িক স্প্যানিস তাত্ত্বিক ম্যানুয়েল ক্যাসল বর্তমান সমাজকে আখ্যা দিয়েছেন 'নেটওয়ার্ক সোসাইটি' হিসেবে। তাঁর মতে, প্রযুক্তির নব নব উদ্ভাবনের ফলে তথ্য বিপ্লব ঘটেছে। সময় ও স্থানকে অতিক্রম করে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ বেড়েছে। গণমাধ্যম যোগাযোগের বিস্তৃতি ঘটেছে ব্যাপকভাবে। আমরা বাস করছি স্ক্রিন নির্ভর একটি সমাজে। আমদের নিত্য দিনের ব্যবহার্য মাধ্যমগুলো– টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ভিসিআর, ভিডিও, চলচ্চিত্র, মল্টিমিডিয়া–প্রায় সবই স্ক্রিন নির্ভর। ক্যাসল বলেন: 'We have new systems of communication, new business, new media and sources of information, new forms of teaching and learning, and new communities' (Castells 2001)। কানাডিয়ান গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ মার্শাল ম্যাকলুহান 'বিশ্বগ্রামের' স্বপ্ন দেখতেন, যেখানে প্রতিটি মানুষ হবে বৈশ্বিক নাগরিক। যোগাযোগ প্রযুক্তি সময় ও দূরত্বের বাধাকে জয় করে ম্যাকলুহানের স্বপ্নকে সত্যিকার অর্থে রূপ দিয়েছে। ম্যাকলুহান বলেন: 'Today after more than a century of electric technology, we have extended our central nervous system itself in a global embrace, abolishing both space and time as far as our planet is concerned' (McLuhan 1964; সালাম উদ্ধৃত, ১৯৯২)।

বর্তমান পৃথিবী মূলত প্রযুক্তির ওপর ভর করেই এগিয়ে চলেছে। উন্নত বিশ্বের ডিজিটাল ফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট এখন পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ছড়িয়ে গেছে। ঘরে বসেই মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে তার চাকুরী, ব্যবসা, সামাজিক যোগাযোগসহ অনেককিছু। তারবিহীন প্রযুক্তি আসায় সমুদ্র কিংবা পাহাড়ে যে কোন স্থান থেকেই পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যাচ্ছে। প্রযুক্তিগত উল্লম্ফন গণমাধ্যম ব্যবস্থার প্রচলিত ধরনকে পাল্টে দিয়েছে। কম্পিউটার স্ক্রিনে পাওয়া যাচ্ছে তাবৎ বিশ্বের সংবাদপত্র, শোনা যাচ্ছে রেডিও, দেখা যাচ্ছে টেলিভিশন। ব্লগ, সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট–ফেইসবুক, টুইটার, মাইস্পেস– এর মাধ্যমে নাগরিক নিজেই সাংবাদিকতা চর্চার সুযোগ পাচ্ছে। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ঘরে বসেই পছন্দের জিনিস ক্রয় করা যাচ্ছে। এভাবে আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি একসময়ের অসাধ্য অনেক কিছুই সম্ভব করে দিয়েছে এবং মানুষ প্রযুক্তির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বিবিসির বরাত দিয়ে বিডিনিউজে প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের ৭৫ শতাংশই মনে করে, তারা ইন্টারনেট ছাড়া বাঁচতেই পারতো না। অনলাইন চ্যারিটি ইয়ুথনেট পরিচালিত জরিপে বেরিয়ে আসে যে, উপরোক্ত বয়স সীমার প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে চার জনই বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ইন্টারনেটের সাহায্য নিয়ে থাকে। 'বর্তমান প্রজন্মের এক তৃতীয়াংশই কোনো সমস্যা সমাধান কিংবা কোনো পরামর্শের জন্য কারো সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করার

প্রয়োজন বোধ করে না, কারণ সকল তথ্য তো ইন্টারনেটেই পাওয়া যাচ্ছে' (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোরডটকম, ২০০৯)।

৩. যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্য-প্রযুক্তির বিপ্লব

যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে একসময় শিঙ্গায় ফুকঁ দেওয়া, ঘন্টি ব্যবহার করা, এমনকি সংবাদ আদান-প্রদানে অশ্বারোহী বার্তাবাহক ব্যবহৃত হতো (রায় ২০০১)। এর পর ধীরে ধীরে প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন মাধ্যমের আগমন হতে থাকে। জোহানেস গুটেনবার্গ জার্মানিতে ১৪৫৬ খৃস্টাব্দে প্রথম চালু করেন মুভেবল টাইপ। আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থার জন্ম এখান থেকেই। ছাপা হলো বই। তারপর সংবাদমাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হলো সংবাদপত্র (বেরা ২০০২)। ১৮৩৫ সালে চার্লস লুইস হাবাস পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সংবাদ ও তথ্য বিক্রির অদৃশ্য মাধ্যম 'এজেন্সি হাবাস' (ফ্রান্সে) নামক সংবাদসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকেই প্রথমদিকে ফ্রান্সের বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদ পৌঁছানো হতো (Shrivastava ২০০৭)। সময়ের পরিবর্তিত অবস্থায় নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় টেলিগ্রাফ, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিআর, মোবাইল ফোন এবং অসম্ভব ক্ষমতার অধিকারী স্যাটেলাইট প্রযুক্তির। পাশাপাশি ভিসিআর, ভিসিডি, ভিডিও, টেপ-রেকর্ডার, অডিও-ভিডিও রেকর্ডারসহ তথ্য ও বিনোদনের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর নানা মাধ্যমের আগমন ঘটে।

বিংশ শতাব্দির পঞ্চাশের দশকে যুক্ত হয় কম্পিউটার এবং সত্তরের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থাপন করা হলো আরপানেট[৪]। আরপানেট থেকে আবিস্কৃত হলো ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের সূত্র ধরে ১৯৮৯ সালে ইউরোপের পার্টিক্যাল ফিজিক্স ল্যাবরেটরির কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ টিম বার্নাস লী তৈরী করেন 'ওয়েব' (ঢেউ ২০০৫), যাকে অনেকটা ইন্টারনেটের প্রতিশব্দ বলে মনে করা হয়। ওয়েব এর উপর ভিত্তি করে সারা বিশ্বের কম্পিউটারের মধ্যে তৈরী হয়েছে একটি নেটওয়ার্ক (রহমান ও রেজা ২০০৭)। এটি বিশ্বজুড়ে তথ্য আদান-প্রদানের বিস্ময়কর এক ব্যবস্থা তৈরী করেছে। অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়ে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন এর মতো প্রচলিত গণমাধ্যমকে একটি অভিন্ন প্লাটফর্মে মিলিত করেছে ইন্টারনেট। শুধু তাই নয়, ইন্টারনেটের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। জ্ঞান চর্চা, গবেষণা, জীবন-যাপন, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ইত্যাদি নানা কাজে ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ই-গর্ভনেন্স, ই-কমার্স, সেন্ট্রাল ডাটা ব্যাংক তৈরি, আউটসোর্সিংসহ কাজের নানা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে ইন্টারনেট মাধ্যমকে কেন্দ্র করে। প্রযুক্তির হাত ধরে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈশ্বিকভাবে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের যোগাযাগ ব্যবস্থাও অনেক উন্নত হয়েছে। স্যাটেলাইট থেকে শুরু করে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, অপটিক্যাল ফাইবারসহ পরিবর্তিত সময়ের প্রায় সবধরনের যোগাযোগ প্রযুক্তির আগমন ঘটেছে এবং এসবের ব্যবহার খুব ভালোভাবেই হচ্ছে। ১৯৬৪ সালে স্থাপিত হয় বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) প্রথম কম্পিউটার। ১৯৭৫ সালে বেতবুনিয়ায় দেশের প্রথম উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র চালু হয়। ১৯৯৩ সালে আগমন ঘটে মোবাইল ফোনের। ১৯৯৫ সালে অফলাইন ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রথম সীমিত আকারে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ তৈরী হয়। ১৯৯৬ সালে প্রথম ইন্টারনেটের জন্য ভিস্যাট (VSAT: Very Small Aperture Terminal) স্থাপন করা হয় এবং আই.এস.এন নামক একটি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) এর মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগের বিস্তৃতি ঘটে (চৌধুরী ও মোর্শেদ ২০০৬)। ২০০৬ সালে ২১ মে আমাদের দেশ যুক্ত হয় তথ্য প্রযুক্তির মহাসড়ক বা উন্নত প্রযুক্তির অপটিক্যাল ফাইবারের সাবমেরিন ক্যাবলের সঙ্গে (আমার দেশ ২০০৬)। শুরু হয় নতুন প্রযুক্তির সাথে পথচলা। ধীরে ধীরে অফিস

---

[৪] আরপানেট (ARPANET: Advanced Research Project Agency Network): ১৯৬০ সালে আমেরিকা সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় নিউক্লিয়ার যুদ্ধের জন্য একটি নেটওয়ার্ক তৈরী করেছিল। এই প্রজেক্টের নাম ছিল আরপানেট। প্রতিকূল অবস্থাতেও যাতে নেটওয়ার্কভূক্ত কম্পিউটারের তথ্য প্রবাহ অব্যাহত থাকে তা নিশ্চিত করতে আরপানেট তৈরী করা হয়। ইন্টারনেট বিস্তারের উদ্যোগটা সেখান থেকেই শুরু। তারপর আস্তে আস্তে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ইন্টারনেটের জাল (রহমান ২০০৭)।

আদালত, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, শেয়ার বাজার, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়তে থাকে। নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষ করে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট দেশব্যাপী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিনোদনসহ বহু ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। সবমিলিয়ে আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি এগুলোর ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। ইন্টারনেট জরিপের ওয়েবসাইট ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটসের মতে, (www.internetworldstats .com) ২০০৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা হলো ৪ লক্ষ ৫০ হাজার। অথচ ২০০০ সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র এক লক্ষ। সাত বছরে এ সংখ্যা বেড়েছে ৩৫০ শতাংশ হারে (প্রথম আলো, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৭)। ২০০৯ সালে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাড়াঁয় ৫০ লাখে (bdnews24.com ২০০৯)। ২০১১ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) দেওয়া তথ্য মতে, দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা ৬.৮৬ কোটি। এ সংখ্যা ২০১০ সালে প্রায় ৩১ শতাংশ এবং ২০০৯ সালে ১৭.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (The Daily Star ২০১১)।

৪. যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও সাংস্কৃতিক পাতিত্য

তথ্য-প্রযুক্তি মানব জীবনের ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গ হিসেবে দৃশ্যমান হয়েছে যাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ নেই। মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সামাজিক পরিবেশে পরিবর্তন নিয়ে আসে প্রযুক্তি। মানুষের সঙ্গে তাল মিলেয়ে সংস্কৃতিও এগিয়ে যায়। সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক হলো উভয়ই পরস্পরকে প্রভাবিত করে (Farahani ১৯৯৬)। বিবর্তনবাদীরা প্রযুক্তিকে সংস্কৃতির প্রধান উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে বলতে চান, প্রযুক্তি দ্বারা সংস্কৃতির সকল উপাদান প্রভাবিত হয়। এ প্রসঙ্গে লেসলি হুয়াইট 'টেকনোলজিক্যাল ডিটারমিনিজম' এর কথা বলেন। হুয়াইট এর উদ্ধৃতি দিয়ে ফারাহানি বলেন, 'Technology determines the direction of cultural development, but it also determines the need for building social foundation' (White 1959; cited in Farahani 1996)। উন্নয়নশীল বিশ্বে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। কিন্তু এটিও বিচার্য বিষয় যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সামাজিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয় বরং এটি সংস্কৃতিরই একটি প্রপঞ্চ। এটি সমাজের আচরণ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সরাসরি প্রভাবিত করে (Farahani ১৯৯৬)। প্রযুক্তির ব্যবহার ও একটি দেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রযুক্তি সম্পর্কে একটি ধারণা–এটি যান্ত্রিক। যন্ত্রকে ভালো-মন্দ দু'ভাবেই ব্যবহার করা যায়। তবে প্রযুক্তি কি সাংস্কৃতিকভাবে নিরপেক্ষ? কেউ যদি প্রযুক্তিকে যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করে তার কার্যক্রম নজরে আনে, তাহলে তা অবশ্যই ইতিবাচক। আবার যদি প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে মানবীয় কার্যক্রমের বিস্তারিত পর্যালোচনা করে, তাহলে প্রযুক্তির নেতিবাচক বিষয়গুলো নজরে আসবে। প্যাসি প্রযুক্তির সাংস্কৃতিক দিক সম্পর্কে বলেন, প্রযুক্তির ব্যবহার কখনো নিরপেক্ষ নয়। পরিবেশ, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের প্রভাব রয়েছে (Pacey ১৯৮৩)।

নয়া প্রযুক্তির আগমন যোগাযোগ ক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটিয়েছে তাকে অনেকেই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বাহক হিসেবে দেখে থাকেন। কারণ প্রযুক্তির মাধ্যমেই উন্নত দেশসমূহ অনুন্নত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের মতো সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করে। যাকে ডেভিড ক্রাউলি 'কালচারাল ডমিনেশন অব নলেজ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। নয়া প্রযুক্তির সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সব সময়ই কিছু সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয় উপকরণ; ভাষা, ব্যবস্থাপনা স্টাইল, পরিচর্যা কৌশল, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, সম্পৃক্ত রীতি-নীতি ইত্যাদির স্থানান্তর ঘটে থাকে (সালাম ১৯৯২)। ফলে কোন দেশের নয়া প্রযুক্তি গ্রহণের পাশাপাশি উল্লেখিত উপকরণগুলোও সে দেশকে গ্রহণ করতে হয়। যার মধ্য দিয়ে প্রভাবিত হতে থাকে দেশের সংস্কৃতি। ক্ষীণ হতে থাকে দেশীয় সংস্কৃতির প্রচলিত প্রবাহটি। স্থান করে নেয় একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। হার্বার্ট শিলারের উদ্ধৃতি দিয়ে ডোম্যাটোব তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেন, 'New communication technologies such as video cassette recorders and computers

tend to aggravate the cultural domination process.' (Domatob 1990-91; সালাম উদ্ধৃত ১৯৯২)। স্যাটেলাইট প্রযুক্তি সম্পর্কে একটি পক্ষ বলতে চান, এটি মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাবে, মানুষের মধ্যে জন্ম দেবে ঘৃণা ও অবিশ্বাস। একত্রিকরণের বদলে আসবে বিচ্ছিন্নতাবাদ (ফেরদৌসী ও আহমদ ১৯৯৬)। আফ্রিকার দেশ উগান্ডার একজন লেখক প্রযুক্তির আগমন কীভাবে সাংস্কৃতিক দূষন তৈরী করে সে প্রসঙ্গে বলেন-'Uganda is first becoming a melting pot of diverse cultures from al over the globe that are increasingly being channeled there through the new communications technologies. They are bringing in new social, political and economic values that are quick swallowing up the indigenous ones..... This has left the young generation, apart from what it is exposed to on the busy urban streets-the imported video programs, the discos and the numerous urban theatres. It is any surprise that romanticists decry the loss of traditional culture in the face of technological culture?' (সালাম উদ্ধৃত ১৯৯২)। গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি মাধ্যম –টেলিভিশন, গতিশীল ছবি, সিডি রেকর্ডিং–যুব সমাজের মূল্যবোধ ও সামাজিক কার্যক্রমের অবনতি ঘটিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইন্টারনেট সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছে (Fainaru 1998)। ইন্টারনেট শিক্ষা, কাজের ক্ষেত্র, বিনোদন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, যোগাযোগ ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হওয়ার পাশাপাশি সমাজে নৈতিক ও চরিত্রগত নানা সমস্যাও বয়ে এনেছে। ইন্টারনেট মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি উপাদানের যে বিস্তৃতি ঘটছে তা শুধু তরুণ সমাজের মনকে কলুষিত করতে সাহায্যই করছে না বরং মানবীয় মর্যাদাবোধের অবস্থানকেও কলুষিত করছে (Subong ২০০৮)।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে গোয়াংগ্রোং বলেন, ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পাশ্চাত্য লাইফ-স্টাইলকে ধারণ করার পক্ষে অ্যাডভোকেসি করা হয়। আধিপত্যশীল সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে উন্মুক্ত করতে সাহায্য করে ইন্টারনেট এবং একইসাথে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। ইন্টারনেট মানুষের মনকে দূষিত করতে, মানুষের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধকে প্রভাবিত কিংবা পরিবর্তিত করতে বড় ভূমিকা পালন করে। পশ্চিমা দেশে মিলিয়ন ডলারের পর্নোগ্রাফি ব্যবসা চলছে। উন্মোচিত হচ্ছে অসংখ্য পর্নোসাইট এবং ব্যাপক আকারে উৎপাদন করা হচ্ছে যৌনবিষয়ক তথ্য। ইন্টারনেটজুড়ে নারী-পুরুষের নগ্ন চিত্র প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে 'কম্পিউটার প্রসটিটিউট' এর আবির্ভাব হয়েছে (Guangrong ১৯৯৮)। জাম্বিয়ায় ('Uses of Internet in Rural Area of Zambia') একটি গবেষণায় দেখানো হয়, দেশটির গ্রামীন জনগণ আইসিটির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছে। জাম্বিয়ায় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ইতিবাচক পরিবর্তনে কাজ করার পাশাপাশি সংস্কৃতির ওপরও প্রভাব ফেলেছে। সংস্কৃতির ওপর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'ধরনের প্রভাবই লক্ষ করা গেছে। জনগোষ্ঠীর অনেকেই বলছেন, বেশিরভাগ ওয়েবসাইটই পশ্চিমা এবং এখানে আফ্রিকান আধেয় খুব কম। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম পশ্চিমা সঙ্গীত, পোশাক-আশাক, নৃত্য ইত্যাদি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয় যা আফ্রিকান সংস্কৃতির জন্য লাগসই নয় (Paula & Fred ২০০৮)। অন্যদিকে ভিলেগাস ইন্টারনেটের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও নেতিবাচক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রতারণা কিংবা জাতিগত, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য ইন্টারনেটকে কার্যকর হাতিয়ার বানানো হয়েছে। অপরাধী গোষ্ঠীসমূহ তাদের নিজস্ব কৌশলগত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বব্যাপী অপরাধ-সংঘটনের জন্য ইন্টারনেটকে ব্যবহার করছে। প্রযুক্তি দক্ষ কিছু বিকারগ্রস্থ লোকজন অবাধে সাইবার সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে তৃতীয় বিশ্বে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশ বিস্তার করছে বলে অভিযোগ উঠেছে (Villegas ১৯৯৭)।

এন্ড্রো কিনস তাঁর 'The Cult of the Amateur: How Today's Internet is Killing Our Culture' বইতে নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষ করে ব্লগ, মাইস্পেস, ইউটিউব এবং গ্রাহকদের উৎপন্ন আধেয় কীভাবে আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তার বর্ণনা পাওয়া যায় (Keen ২০০৭)। এদিকে

ইন্টারনেট প্রযুক্তির রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়েও প্রচুর আলোচনা ও বিতর্ক রয়েছে (আহমেদ ২০০৭)। তরুণ প্রজন্ম কম্পিউটার গেমস, এমপিথ্রি প্লেয়ার, সেলফোন, ল্যাপটপ, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি প্রাযুক্তিক উপাদান বেষ্টিত সমাজে বসবাস করছে। এ প্রযুক্তি নির্ভরতা তরুণ সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং তাদেরকে বাস্তবতা থেকে বিছিন্ন করে দিচ্ছে। সামাজিক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা তৈরী এবং 'তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টি' অর্জনের দিকে ধাবিত করছে (http://www.teenink.com)। উদাহরণ হিসেবে আইপড এর কথা বলা যায়। জনপরিসরে তরুণরা কানে আইপডে উচ্চস্বরে মিউজিক শুনে এবং বাস্তব জগৎ থেকে নিজেকে বিছিন্ন করে রাখছে। অ্যাফোনসো বলছেন, ইন্টারনেট আসায় মানবীয় যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন এসেছে। মানুষ ভার্চুয়াল যোগাযোগে বেশি মনোযোগী হচ্ছে। ফলে মানবীয় যোগাযোগ দক্ষতা ধীরে ধীরে কমতে থাকায় মানুষের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। মানুষ পরিবারের সঙ্গে কম কথা বলছে, অনেক বেশি চাপ নিচ্ছে, একাকীত্ব বোধ করছে ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ছে (Affonso ১৯৯৯)। গবেষণা তথ্য মতে, বাসায় ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে সামাজিক কার্যক্রম ও বন্ধু-আত্মীয়স্বজনদের সাথে সাক্ষাতে নেতিবাচক প্রভাব রাখে (Nie and Hillygus ২০০২)। ফেইসবুক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রাইভেসি বা গোপনীয়তায় আঘাত হানছে বলেও অনেকে অভিযোগ করছেন। কানাডার একটি প্রাইভেসি গ্রুপ প্রাইভেসি রক্ষা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ফেইসবুক এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকা ও ব্যবহারকারীদেরকে বিজ্ঞাপনের টার্গেটে পরিণত করারও অভিযোগ আনা হয় ফেইসবুকের বিরুদ্ধে (http://tech.bdnews24.com/details.php?Shownewsid= 108)। শ্রেণীকক্ষে মোবাইল ফোন কিংবা ল্যাপটপ ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে কি-না, তা দেখতে হ্যামার একটি গবেষণা করেন। ফলাফলে দেখা যায়, কিছু শিক্ষার্থী বলছে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় একাধিক কাজ তাদের শিক্ষায়তনিক কার্য-সম্পাদনায় কোন প্রভাব ফেলে না। তবে কারো কারো মতে, পাঠদানের সময় সেলফোন কিংবা ল্যাপটপ ব্যবহারের কারণে তারা অস্বস্তি বোধ করে এবং শ্রেণীকক্ষে যারা এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের আচরণকে আসক্ত বলে মনে করে (Hammer & others ২০১০)। ওহাইয়ো স্টেইট ইউনিভার্সিটি ও ওহাইয়ো ডমিনিকান ইউনিভার্সিটির দু'জন গবেষকের গবেষণায় দেখা যায়, যেসব শিক্ষার্থী দৈনিক ফেইসবুক ব্যবহার করে তারা পরীক্ষায় কম নম্বর পাচ্ছে (http://tech.bdnews24.com/ details.php? Shownewsid =226)। প্রযুক্তির সাংস্কৃতিক দিক এবং তৃতীয় বিশ্বের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ওপর প্রযুক্তির প্রভাব নিয়ে গবেষনা করেছেন ফাতেমা ফারাহানি। তিনি বলেন, প্রযুক্তি বিপদজনক কিংবা মন্দও নয়। বরং প্রযুক্তিকে কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপরই এর ভালো-মন্দ নির্ভর করে। লেজার প্রযুক্তি একটি শিশুর চোখ সাড়াতে ব্যবহৃত হতে পারে, আবার একইসাথে বোমা বানাতেও লেজার ব্যবহার করা যেতে পারে। স্যাটেলাইট প্রযুক্তিকে মানব জাতির শিক্ষা, বৃদ্ধিবৃত্তিক বা সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে যেমনি ব্যবহার করা যায় তেমনি ধ্বংসাত্মক আদর্শ কিংবা সংস্কৃতি প্রচারের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা যায় (Farahani 1996)। তাছাড়া মার্শাল ম্যাকলুহান এর মতো অনেক তাত্ত্বিক মনে করেন, সংস্কৃতির গুনগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তি অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে (সালাম উদ্ধৃত ১৯৯২)। তাই তথ্য-প্রযুক্তির আগমন ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটি দেশের সংস্কৃতি অধ:গতির দিকে যাচ্ছে এমনটি ঢালাওভাবে বলা ঝুঁকিপূর্ণ।

৪.১: অভিযোগ-সংস্কৃতিকে দূষিত করছে প্রযুক্তি মাধ্যম

সমকালীন সমাজে মোবাইল ফোনের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এটি প্রায় সব শ্রেণী-পেশা-বয়সী মানুষের হাতে পৌঁছে গেছে। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নতুন নতুন মডেল, ডিজাইন, কালার ডিসপ্লে, ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া অপশন–ক্যামেরা, মিউজিক, অডিও, ভিডিও, এমপিথ্রি প্লেয়ার–সহ অনেক সুবিধা নিয়ে হাজির হয়েছে এ যোগাযোগ প্রযুক্তি। মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় খুব সহজেই ছোট-বড় অনেক ধরনের ভিডিও চালানো যায়। পর্নো ছবি বা ভিডিও সংগ্রহ করা ও দেখা, বন্ধুদের সঙ্গে বিনিময় করার সুযোগ করে দিয়েছে মোবাইল ফোন (জব্বার ২০০৬)। বর্তমানে দেশের প্রায় সব মোবাইল অপারেটর তাদের গ্রাহক-সেবার অংশ হিসেবে ইন্টারনেট

সংযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যেসব ব্যবহারকারীর হাতে 'এজ কম্পাটিবল' মোবাইল ফোন আছে তারা ব্লুটুথ বা কেবলের সাহায্যে কম্পিউটারের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে। ফলে ইন্টারনেট থেকে পর্নোগ্রাফি ডাউনলোড করে দেখার অপশন থাকছে। অন্যের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে এসব ভিডিও পাঠিয়েও দিতে পারছে।

দেশের মোবাইল ফোন অপারেটরদের কল্যাণেই চালু হয়েছে রাত জেগে ফিসফিস শব্দে কথা বলার সংস্কৃতি। সস্তা কল রেটের মিথ্যা প্রলোভনে তরুণ সমাজ মোবাইল ফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে। 'বিশেষ-বিশেষ দিবসে দীর্ঘ মেসেজজট সৃষ্টি হয় মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কে। যত জট, তত মুনাফা। বছরের ৩৬৫ দিন ৩৬৫ রকম ফিচলেমিতে ব্যস্ত রাখা গেলে কোনও জাতিরই আর নিজস্ব সংস্কৃতি বলে কিছু থাকবে না' (শাহরিয়ার ২০০৬)। মুনাফা আর ব্যবসায়িক স্বার্থে যুব সমাজকে জিপিআরএস ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে ছবি-গান-রিংটোন-ওয়ালপেপার ডাউনলোড করা, গেমস কিংবা স্বাগতম স্বরের হালনাগাদকরণ আর বেশি বেশি করে ফেক্সিলোড করার মতো অর্থহীন কাজের উদয় হয়েছে মোবাইল ফোন প্রযুক্তির হাত ধরেই। মোবাইল ফোন দখল করেছে শিক্ষার্থীদের অবসর সময়ের বিনোদন হিসেবে বই পড়া কিংবা খেলাধূলার অভ্যাস। নারীকে বিকৃত ভাবে উপস্থাপনের হাতিয়ার হিসেবেও মোবাইল ফোন প্রযুক্তি কম যায় না। নারী কণ্ঠকে রূপান্তর করেছে পুজিঁবাদি পণ্যে। মোবাইল ব্যালেন্স জানা, কার্ড রিচার্জ করাসহ ফোনের নানা গ্রাহকসেবায় স্বাগতম জানাতে ব্যবহার করা হচ্ছে নারী কণ্ঠকে। মোবাইল ফোন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগেও বিকৃতি এসেছে। তরুণরা 'ঝাকানাকা', 'ঝাক্কাস', 'হেব্বি' নামক অদ্ভূত স্টাইলে কথা বলছে যা মূলত মোবাইল ফোনের বিভিন্ন বিজ্ঞাপণ থেকে প্রচলিত হয়েছে। মোবাইল ফোন প্রযুক্তি ভোগবাদী মানসিকতা তৈরী করছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে প্রায় সব বয়সীরাই দামি মোবাইল সেট ব্যবহারের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা কিংবা কোন কাজের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে সন্তানের প্রতি বাবা-মার প্রতিশ্রুতি থাকে দামি মোবাইল সেট উপহার দেওয়ার। তাছাড়া দেশে চলমান কপিরাইট আইন ভেঙ্গে মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো শিল্পীদের গাওয়া জনপ্রিয় গানগুলো রিং টোন ও কলার টোন হিসেবে ব্যবহার করছে। মোবাইল কোম্পানিগুলো শিল্পীদের অনুমতি না নিয়ে গানগুলো ব্যবহার করায় শিল্পীরা যেমন তাদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তেমনি সরকারও রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে (http://bdnl.net/bn/2011/04/কপিরাইট)।

৪.২: ভার্চুয়াল সংস্কৃতির নৈতিক গতি

সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম মাধ্যম ইন্টারনেটের ব্যবহার ও কার্যক্রম নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। ইন্টারনেট গ্যাম্বলিং, অপ্রত্যাশিত ও অনিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট পর্নোগ্রাফি, ব্যক্তি গোপনীয়তার উপর অস্বাভাবিক ও অনভিপ্রেত সীমালঙ্ঘনের মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সাইবার সেক্সুয়াল অ্যাডিকশন হিসেবে মুক্ত সেক্স, অ্যাডাল্ট ডেটিং, সেক্স খেলনা, টিনেজ সেক্স, গ্রুপ সেক্স, ট্রিপল এক্স, সেক্স চ্যাট, সাইবার সেক্স, প্লেবয় ইত্যাদি বিষয়গুলো ইন্টারনেটের কল্যাণে পরিচিতি পেয়েছে। রিলেশনশিপ অ্যাডিকশন, নেট কমপালসন, ইনফরমেশন ওভারলোড ও ইন্টারনেট গেমস অ্যাডিকশনের মতো বিষয়ও রয়েছে। তরুণরা রাত জেগে পর্নো ভিডিও দেখার সুযোগ পায় ইন্টারনেট মাধ্যমে। পর্নোগ্রাফিসহ হলিউড-বলিউডের নগ্ন, অর্ধনগ্ন স্টিল ছবি, ভিডিও, কার্টুন ও গ্রাফিকস ডাউনলোড করতে পারে। পর্নোছবিতে সাজানো হয় নিজস্ব কম্পিউটার ও মোবাইল ফোনের পর্দা। দেশে ইন্টারনেট প্রযুক্তি কীভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রমাণ মিলে অ্যালেক্সা ডট কম (দেশীয় ওয়েব সাইট ব্রাউজিং এর র‍্যাঙ্কিং করার ওয়েবসাইট) এর পরিসংখ্যান থেকে। এখানে সবচেয়ে বেশী ব্রাউজ করা সাইটগুলোর মধ্যে পর্নো ওয়েবসাইটের আধিপত্য চোখে পড়ে। শীর্ষ ১৫ কিংবা ২০ টি ওয়েবসাইটের মধ্যে বেশ কয়েকটি পর্নো ওয়েবসাইটের দেখা মিলে (www.alexa.com)। 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনে'র একটি গবেষনায় দেখা যায়, স্কুল শিক্ষার্থীরা মুঠোফোন, সাইবার ক্যাফে ও বাসায় ইন্টারনেটে এবং কর্মজীবী ও পথশিশুরা সিডিতে পর্নোগ্রাফি দেখে। ঢাকা শহরের পর্নো ছবির দর্শকদের মধ্যে ৭৭ শতাংশই

শিশু। শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট থেকে মোবাইল ফোন ও পেন ড্রাইভে পর্নোছবি ডাউনলোড করে বন্ধুদের সঙ্গে দেখে (সাপ্তাহিক ২০০৯)।

অন্য অনেক জ্ঞানভাণ্ডারের মতো পর্নোগ্রাফিরও বৃহত্তম ভাণ্ডার হলো ইন্টারনেট (জব্বার ২০০৬)। যত ধরনের বিকৃত রুচির প্রয়োগ হতে পারে, তার প্রায় সবই পাওয়া যায় ইন্টারনেট দুনিয়ায়। ইন্টারনেটে বহু ওয়েবসাইট রয়েছে যেগুলো রগরগে যৌনতা ছড়াচ্ছে। যে কোন বয়সের যে কেউ ওয়েবপেইজ খুলে সহজেই ব্রাউজ করতে পারছে। বৈশ্বিক এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফির ওয়েবসাইট রয়েছে ৪ দশমিক ২ মিলিয়ন (মোট ওয়েবসাইটের ১২ শতাংশ), পর্নোগ্রাফি পেজের সংখ্যা ৪২০ মিলিয়ন, সার্চ ইঞ্জিনে দৈনিক পর্নোগ্রাফি সাইটের অনুরোধ আসে ৬৮ মিলিয়ন (মোট ওয়েবসাইটের ২৫ শতাংশ), ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে যারা দৈনিক পর্নোছবি দেখে তাদের সংখ্যা মোট ব্যবহারকারীর ৪ দশমিক দুই শতাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৩৯ মিনিটে একটি করে নতুন পর্নোসাইট আবির্ভূত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পর্নোগ্রাফি আজ বিশাল একটি ব্যবসা এবং শিল্পে পরিণত হয়েছে। ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার আয় হয় এ খাতে। পর্নো ইন্ড্রাস্টির রেভিনিউ মুনাফা, প্রযুক্তি বিষয়ক বিশ্বের সবচেয়ে বড় কোম্পানি–মাইক্রোসফট, গুগল, আমাজন, ই-বে, ইয়াহু–থেকে কম নয় (www.internet-filter-review. toptenreviews. com)। একটি প্রতিবেদনে দেখানো হয় রাজধানী ঢাকায় ১০০ টির বেশি মার্কেটে প্রতিদিন এক কোটি টাকার পর্নো ছবি মোবাইলে আপলোড করা হয়। সারাদেশে এর পরিমান ২০ কোটি টাকার ওপরে (সাপ্তাহিক ২০০৯)।

ইন্টারনেটকেন্দ্রিক সাইবারস্পেসের[৫] অন্যতম একটি সমস্যা হলো 'হ্যাকিং' বা 'ক্র্যাকিং[৬]'। ব্যক্তিগত কম্পিউটার থেকে শুরু করে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কম্পিউটার পর্যন্ত হ্যাকারদের আক্রমনের শিকার হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট ও সিআইএও হ্যাকিং প্রবণতার শিকার হয়েছে (কম্পিউটার জগৎ ১৯৯৭)। এছাড়া ই-মেইল বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে হুমকি প্রদান, স্প্যাম (অনাকাঙ্খিত ই-মেইল), ফিশিং (প্রচারনামূলক মেইল), কারও বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে সম্মানহানী কিংবা তার গোপনীয়তা নষ্ট করা, হয়রানি বা প্রতারণা করা, পর্নোগ্রাফি ও অন্যান্য পণ্যের বিজ্ঞাপন সংবলিত স্প্যাম পাঠানো, ভাইরাস ছড়ানো নিত্য-নৈমিত্যিক ঘটনা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। হ্যাকাররা সোশাল সিকিউরিটি কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড নম্বর চুরি করে এক একাউন্ট থেকে অন্য একাউন্টে কোটি কোটি টাকা ট্রান্সফার করে দিচ্ছে। একটি রিপোর্টে দেখা যায়, ইন্টারনেট জালিয়াতরা সুইডিশ ব্যাংক নরডিয়ার ব্যাংক হিসাবধারীদের কাছ থেকে প্রায় ৮০ লাখ ক্রোনার (১১ লাখ ডলার) চুরি করে নিয়েছে (প্রথম আলো, ২১ জানুয়ারি ২০০৭)। দেশে সাইবার অপরাধের প্রথম ঘটনাটি ঘটে ২০০৩ সালে বরিশাল বিভাগে ডিসি অফিসে। হ্যাকাররা ডিসি অফিসের ইন্টারনেট একাউন্ট চুরি করে নেওয়ায় ফলে ডিসি অফিসের নামে বিশাল অঙ্কের ইন্টারনেট বিল আসে (The Daily Star ২০০৩)। ২০০৮ সালে দেশের নিরাপত্তায় নিয়োজিত সংস্থা–র‍্যাবের ওয়েবসাইটের নিরাপত্তা ভেঙ্গে দিয়ে আলোচিত হয়ে ওঠেন কম্পিউটার সাইন্সে ডিপ্লোমা পড়ুয়া তরুণ শাহী মির্জা। শাহীর দেওয়া তথ্য মতে, তিনি বিভিন্ন নামীদামি প্রতিষ্ঠানের ৫০টির বেশি ওয়েবসাইট হ্যাক করেছেন (দৈনিক প্রথম আলো, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮)।

অনলাইনে প্রতারণার বিষয়টিও এখন খুবই পরিচিত ইস্যু। ই-মেইলে কোটি টাকার লটারি জিতার খবর দেওয়া হয় এবং লটারির অর্থ পেতে গ্রাহকের কাছে বিশাল অঙ্কের অগ্রিম অর্থ চাওয়া হয়। ফলে যেসব ব্যবহারকারী কদাচিৎ ই-মেইল ব্যবহার করেন তারা সহজেই প্রতারণার ফাঁদে পড়তে পারেন। অনেকে আবার

---

[৫] সাইবারস্পেস: ইন্টারনেটের বিশাল ইলেকট্রনিক জগতকে এককথায় সাইবার স্পেস বলা হয়। সাইবারস্পেস প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তু কিংবা টেকনোলজি নয়, এটি একটি মনোজাগতিক ধারণা (রহমান, ২০০৭)।

[৬] সাধারণভাবে নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেঙ্গে অন্যের ওয়েবসাইট বা নেটওয়ার্কে প্রবেশ করাকে হ্যাকিং বলে (প্রথম আলো, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮)। যারা গোপনে অন্যের কম্পিউটারে প্রবেশ করে সেখানে রাখা উপাত্ত খুঁজে বেড়ায় ও উপাত্তের ক্ষতি সাধন করে তাদের হ্যাকার বলে। আর ক্র্যাকার মূলত ইতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তারা কম্পিউটার , সফটওয়ার, ইন্টারনেট বিষয়ে পারদর্শী (হক, ২০০১)।

ই-মেইল লটারি জিতার খবর পেয়ে পত্রিকা অফিসে চিঠি লিখেন। পত্রিকার খবর অনুযায়ী, কুমিল্লার বড় পুকুরপাড়ের জাহে আলম লটারিতে ছয় লাখ ১৫ হাজার ৮১০ ইউরো জিতার একটি ই-চিঠি পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিলেন কিন্তু কিছুদিন পরই প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পারেন (নাথ ২০০৭)।

আইসিটির কল্যাণে আজ সারা দুনিয়া মুক্ত। এই মুক্ত পৃথিবীতে প্রফেশনাল স্কলারদের পরিশ্রমলব্ধ অর্জিত জ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্র-সাংস্কৃতিক নান্দনিকতাসহ অনেক মূল্যবান বিষয় চুরি হয়ে যায় ইন্টারনেট মাধ্যমে। অনেকে ইন্টারনেটে সংরক্ষিত শিল্পী, গবেষক বা পণ্ডিতদের দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম ও কষ্ট-সহিষ্ণু মূল্যবান লেখা, গবেষণা ফলাফল নিজের নামে চালিয়ে দেয়। এছাড়া, অনলাইন জগতে মাফিয়া চক্রের সদস্যরা অনেক সহজে অপরাধ কৌশল তৈরী করতে পারে। অপরাধীরা অনেক ভালভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারে। নিজস্ব ওয়েবসাইট, ব্লগ, ওয়েবপেজের মাধ্যমে বিভিন্ন 'বিদ্বেষ গোষ্ঠীরা'–বর্ণবাদী, নব্য নাৎসী, মৌলবাদী–নিজেদের মতামত ব্যাপকভাবে প্রচারের সুযোগ পায়।

মুক্ত যোগাযোগ প্রযুক্তির হাওয়ায় শিশু থেকে বয়স্ক সবাই এখন কম্পিউটার, ভিডিও গেমস, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, সাইবার ক্যাফে আর মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সিডির দোকানে খুব সস্তা মূল্যে বিক্রি হয় পর্নো সিডি-ডিভিডি। কিশোর বয়সীরা নেট কালচারে অভ্যস্থ হচ্ছে। স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা বাবা-মার অগোচরে সাইবার ক্যাফেতে (যেখানে ১০০% প্রাইভেসির নিশ্চয়তা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়) নেট ব্যবহার করছে (সেতু ২০০১)। সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটে-ফেইসবুক/টুইটার/ মাইস্পেসে–ছদ্মনামে একাউন্ট খোলা, মিথ্যা পরিচয়ে চ্যাট করা হয়।

নিত্য-নতুন তথ্য প্রযুক্তি নারী উৎপীড়নের অন্যতম বাহন হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। নারীর প্রতি অভিনব পন্থায় সহিংসতা বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে তথ্য-প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। একটি গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, মোবাইল প্রযুক্তির অপব্যবহারের সর্বোচ্চ শিকার নারী শিক্ষার্থীরা (Mahboob & Shahed ২০০৭)। অসাধু উদ্দেশ্যে অনুমতি ব্যতীত গোপন ক্যামেরায় মেয়ে বন্ধুর ছবি তুলে অন্যদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া, অনবরত মিসকল বিড়ম্বনা, নোংরা ভাষায় টেক্সট মেসেজ লিখে উত্ত্যক্ত করা, হুমকি বা ভয় প্রদর্শনের মতো বিষয়গুলো ঘটছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। সম্প্রতি রাজধানী ঢাকায় একজন স্কুল পড়ুয়া নারী শিক্ষার্থীকে শারীরিক নির্যাতন করে এর ভিডিওচিত্র ক্যামেরায় ধারণ করা হয়। নির্যাতনের ঘটনা কাউকে জানানো হলে নগ্ন ছবি ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় (প্রথম আলো, ৭ জুলাই ২০১১)। ২০০৯ সালে পত্রিকায় একটি খবরে বলা হয়, ফরিদপুরে অস্ত্রের মুখে ১৪ বছরের এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ করে তা ভিডিওতে ধারণ করে বাজারে ছাড়ার অভিযোগ উঠেছে (প্রথম আলো, ১২ আগস্ট ২০০৯)। পত্রিকার খবরে বলা হয়- ভোলায় বেশ কয়েকজন কিশোরীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে অশ্লীল দৃশ্য ভিডিওতে ধারণ করে সিডি করা ও মুঠোফোনে পাঠানোর ঘটনা ঘটেছে (প্রথম আলো, ১১ জুলাই ২০১১)। এছাড়া, মোবাইল ফোন নারীদের ক্ষেত্রে নানা বিড়ম্বনা তৈরি করছে। মেয়েরা উত্ত্যক্ত ও প্রতারণার শিকার হচ্ছে। ঘটছে খুন, জখম, অপহরণ ও লাঞ্ছনার ঘটনা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজের দু'জন শিক্ষার্থী মোবাইল ফোন ব্যবহারের কারণে যেভাবে প্রতারনার শিকার হয়েছেন তার বর্ণনা পাওয়া যায় একটি দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদনে (বর্মন, ২০০৯)। মোবাইল ফোনে উত্ত্যক্ততার শিকার কয়েকজন নারীর অভিজ্ঞতার (ছদ্মনামে) কথা উঠে আসে আরেকটি প্রতিবেদনে। নোংরা ও কুরুচিপূর্ণ ছবি পাঠিয়ে মেয়েদের যেভাবে উত্ত্যক্ত করা হয় তার বর্ণনা পাওয়া যায় প্রতিবেদনটিতে (শিরোপা ২০০৯)।

একটি গবেষণায় দেখানো হয়, প্রযুক্তি মাধ্যমে স্পাই সফটওয়ার, ইন্সট্যান্ট ম্যাসেজিং সার্ভিস, ব্রাউজার হিস্ট্রি, ই-মেইল ট্যাম্পারিং, ভিজ্যুয়াল পর্যবেক্ষণ, ট্র্যাকিং সারভাইভরস ইত্যাদি হাতিয়ার নারী সহিংসতায় ব্যবহৃত হয় (আলম ২০১০)। কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রযুক্তি দিয়ে নারীর ছবি বিকৃত করে ই-মেইলের মাধ্যমে নানা জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হয়। অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত নারী বন্ধুর স্টিল ছবি কিংবা ভিডিও চিত্র ফেইসবুক এবং এ

জাতীয় অন্যান্য সামাজিক সাইটগুলোতে যোগ করা হয় (সাপ্তাহিক ২০০০, ২০০৯)। একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে গোপন ক্যামেরায় নারীর নগ্ন ছবি তুলে পরে তা ছাড়া হচ্ছে ইন্টারনেটে। নানান দেশি বিদেশি সাইটে রয়েছে বাংলাদেশি গার্ল বিভাগ। যেখানে যোগ করা হয়েছে বাংলাদেশি মেয়েদের নগ্ন ছবি, অর্ধনগ্ন স্টিল ইমেজ কিংবা ভিডিও। তৈরি হচ্ছে দেশি এডাল্ট ব্লগ সাইট। এসকল সাইটে যুক্ত হয়েছে দেশীয় যৌনকর্মীদের ফোন নম্বরসহ অন্যান্য তথ্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শত্রুতাবশত কাউকে বিতর্কিত বা হয়রানি করার উদ্দেশ্যে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া নারী শিক্ষার্থীদের ফোন নম্বর ও আনুষাঙ্গিক তথ্যাদি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। এরকম সাইবার যৌন হয়রানির শিকার হয়ে অনেকের বিদেশে পাড়ি জমানোর ঘটনাও ঘটেছে। কেউবা আবার আত্মহত্যারও চেষ্টা চালায়। ফলে অনেক মেধাবী নারীর স্বাভাবিক জীবন সংকটের মুখে পতিত হয় (আইসিটি ওয়ার্ল্ড ২০০৭)। ফেইসবুকে নকল একাউন্টের প্রতারণার শিকার হয়ে বিয়ে ভেঙ্গে গেছে বলে দাবী করছেন ঢাকার এক কলেজ ছাত্রী (মাহমুদ ২০১০)। ফেইসবুকে 'সেক্সটিং' নামক একটি কাল্পনিক জগৎ তৈরী হয়েছে যেখানে নারীর দেহ, সৌন্দর্য নিয়ে নানা অশালীন ও কুরুচীপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করা হয়। ফেইসবুকের একটি ওয়েবপেজে একজন নারীর প্রতিকৃতিকে বিয়ারের বোতল সদৃশ করে দেখানো হয়েছে (ইসলাম ২০১০)।

৪.৩: প্রভাবিত হচ্ছে গণসংস্কৃতি

'ক্যামেরা ফোনে বা ইন্টারনেটে পর্নো পেতে যে টাকার প্রয়োজন হয়... তা একটি স্কুলের ছাত্র তার টিফিনের পয়সা বাচিয়েই সংগ্রহ করতে পারে। ...আমাদের সমাজে এই নোংরামি বন্ধ করার কোন কার্যক্রম কিন্তু নেই। একই সঙ্গে ফুটপাতের সিডির দোকানে সঙ্গীত, সিনেমা বা সফটওয়ারের পাশাপাশি কি পর্নো ছবির সিডি বিক্রি হয় না? সিনেমা হলে ভিসিডিতে কি এসব দেখানো হয় না?' (জব্বার ২০০৬) পত্রিকার খবরে দেখা যায়, ঢাকা শহরের ফুটপাতে ও ভিডিও সিডির দোকানে অশ্লীল ভিসিডি বিক্রি হচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়- '২০০১ সালে আমেরিকা-প্রবাসী এক যুবক দেশে এসে কয়েকজন নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের ভিডিওচিত্র ধারণ করে তা ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়। ২০০৮ সালে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের সঙ্গে এক ছাত্রীর সম্পর্কের পর্নো ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া হয়' (প্রথম আলো, ৬ অক্টোবর ২০০৯)। তাই অভিযোগ উঠেছে- উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তির আগমনে দেশে হাজার বছর ধরে প্রবহমান ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে প্রভাবিত হচ্ছে। আমাদের ভাষা, খ্যাদ্যাভাস, মানসিকতা ও আচরণেও পরিবর্তন এসেছে। প্রচলিত প্রথা ও মূল্যবোধের বিপরীতে চালু হয়েছে পাশ্চাত্য খোলামেলা সংস্কৃতি। অডিও-ভিডিও ক্যাসেট, টেলিফোন, কম্পিউটার, আর সিডির কল্যাণে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সংকুচিত হচ্ছে। পাশ্চাত্যের ডিস্‌কো আর সংক্ষিপ্ত পোশাকের নৃত্য আজ গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তরুণদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরা, আচরন, ভাষা সবকিছুতেই এক ভিন্নতার ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিশুরা ঘরে একাকী সময় কাটাচ্ছে, নিঃসঙ্গতা আর বিষন্নতায় আচ্ছন্ন হচ্ছে। মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হচ্ছে বাইরের জগত থেকে। এভাবে আবহমান কাল ধরে চলে আসা প্রচলিত সমাজের কাঠামোকে ভেঙ্গে দিয়ে সামাজিক কাঠামো নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সমাজে নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধের অবনতি হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠেছে।

৫. চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

২০০৭ সালে সেপ্টেম্বরে স্টার্সবুর্জে ইউনেস্কো ও ইউরোপীয়ান কাউন্সিলের সহযোগিতায় ইউনোস্কোর ফ্রেঞ্চ কমিশনের উদ্যোগে দুই দিন ব্যাপী ইউরোপীয়ান আঞ্চলিক বৈঠকে (এথিক্যাল ডাইমেনশান অব দ্যা ইনফরমেশন সোসাইটি) তথ্য সমাজের নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এখানে নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, বিদ্যমান আইনের বিশ্লেষণ ও এর ইতিবাচক-নেতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে তথ্য-প্রযুক্তির অধিকার, এর স্বাধীনতা ও মূল্যবোধ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। উদ্বেগ উঠে আইসিটি'র ব্যক্তিগত

অপব্যবহার, নিরাপত্তা ও সরকারী হস্তক্ষেপ বিষয়েও। ভাবা হয় নতুন ম্যাকানিজম প্রতিষ্ঠার, যার মধ্য দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারে বিদ্যমান আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হবে (www.unesco.org)।

বিভিন্ন ওয়েবসাইটের বরাত দিয়ে বিডিনিউজে প্রকাশিত একটি খবরে বলা হয়, চীনের জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, তারা অনলাইন অপরাধ কমাতে, অশ্লীলতা ও সহিংসতা বন্ধে এক ধরনের ফিল্টার ব্যবস্থা প্রচলন করবে। কারণ তারা মনে করে, অশ্লীল সাইটগুলো ইন্টারনেটের পরিবেশকে দূষিত করছে, সামাজিক নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নষ্ট করছে, তরুণ প্রজন্মের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। শুধু তাই নয়, চীন সরকার ২০০৯ সালে অনলাইনে অশ্লীলতা ছড়ানোর দায়ে ৫ হাজার ৪০০ জনকে আটক করেছে ও ৯ হাজার সাইট বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া সাইটগুলোর মধ্যে ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউবও রয়েছে (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোরডটকম ২০১০)। দেশে তথ্য ও প্রযুক্তি আইন ২০০৬ অনুযায়ী, ই-মেইল বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে হুমকি প্রদান, ওয়েবসাইটে অশ্লীল কথা লিখে বা ছবি প্রকাশ করে ব্যক্তিগত বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানাসহ যে কোন ধরনের সাইবার অপরাধের জন্য তিন লাখ থেকে শুরু করে এক কোটি টাকা জরিমানাসহ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে (প্রথম আলো, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮)। পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রনে ২০১০ সালে 'পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রন আইন-২০১০' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। পর্নো ওয়েবসাইট বন্ধে বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের ক্রাইম ইউনিট ৮৪টি ওয়েবসাইট চিহ্নিত করে সেগুলো বন্ধ করতে বিটিআরসিকে অনুরোধ করে। তবে সাইটগুলো বন্ধ করতে তথ্য মন্ত্রনালয়, আইসিটি মন্ত্রনালয়, স্বরাষ্ট মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মনে করছে বিটিআরসি (হোসেন ২০১১)। ২০১০ সালে ৩০ নভেম্বর ফেইসবুকে নকল একাউন্ট ব্যবহার করে প্রতারণা করা হয়েছে এমন দাবী করে ঢাকার এক কলেজ ছাত্রী 'তথ্য প্রযুক্তি আইন ২০০৬' এর অধীনে মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে মামলা দায়ের করেন (হোসেন ২০১১)। এছাড়া লেখক, সুরকার, গীতিকার, পারফরমার, প্রডিউসার, ফনোগ্রাফার, চিত্রশিল্পী, আলোকশিল্পীসহ সৃষ্টিশীল মানুষের মেধাসম্পদ রক্ষায় দেশে 'কপিরাইট আইন ২০০০' (২০০৫ সালে সংশোধিত) রয়েছে। এই আইনের অধীনে ২০০৯ সালের ২২ অক্টোবর অনুমতি ব্যতিত রিংটোন বা কলার টোন ব্যবহার করার অভিযোগে মোবাইল ফোন কোম্পনির বিরুদ্ধে প্রথম আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হয় (http://bdnl.net/bn/2011/04/কপিরাইট)। আশা করা যায়, উপরোক্ত আইনগুলোর সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তথ্য-প্রযুক্তির নেতিবাচক ব্যবহার অনেকাংশে কমে আসবে। তবে গোয়ানগ্রোং এর মতে, নৈতিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, বিকৃত চিন্তা এবং সংস্কৃতির প্রভাব ও মানসিকতাকে প্রতিরোধ করা, চিন্তা ও নৈতিকতার বিশুদ্ধতা বজায় রাখার মধ্য দিয়ে ইন্টারনেট প্রযুক্তির নেতিবাচক দিক মোকাবেলা করা সম্ভব হতে পারে (Guangrong 1998)।

৬. উপসংহার:

বিশ্বজুড়ে তথ্য-প্রযুক্তির নীরব বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন, তথ্যের তাৎক্ষণিক আদান-প্রদান, বিনোদন চাহিদা পূরণ, ভার্চুয়াল যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরিসহ শিক্ষা-সংস্কৃতি, গবেষণা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি এসব প্রযুক্তির আগমন আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন বয়ে এনেছে। তথ্য-প্রযুক্তির এ পরিবর্তন ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক থেকেই ঘটেছে। অনেক নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও প্রযুক্তির যুগে বাস করে তথ্য-প্রযুক্তির বিকল্প চিন্তা করা অসম্ভব। তবে প্রযুক্তির সঠিক ও যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য যোগাযোগ প্রযুক্তি দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ও জনগণের বৃহৎ স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে কি-না তা নিশ্চিত করতে হবে। আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আমাদের মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে কোনভাবে আহত করছে কি-না তাও ভেবে দেখার সময় এসেছে। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির লাগসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ, প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ, সাইবার অপরাধ সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি, ভার্চুয়াল জগতের অপরাধীদের মেধাকে সমাজের ইতিবাচক উন্নয়নে কাজে লাগানো এবং সর্বোপরি তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারকারী সন্তানদের প্রতি অভিভাবকদের দৃষ্টি

রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এসবের মধ্য দিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নেতিবাচক দিকগুলো মোকাবেলা করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

আইসিটি ওয়ার্ল্ড (জুন ২০০৭)। বাংলাদেশী নারীদের প্রযুক্তিগত যৌন হয়রানি। বর্ষ ২, সংখ্যা ৮, পৃষ্ঠা-৫।

আহমেদ, মুসতাক (২০০৭)। *গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। (সম্পাদিত) ঢাকা: এইচ-ডি-পি-এইচ, পৃষ্ঠা-১১৭-১৪৫।

আলম, মো. আশরাফুল (২০১০)। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার এবং নারী-সহিংসতার সম্পর্ক অনুসন্ধান। ফেরদৌস, রোবায়েত, রহমান, সামিয়া, চৌধুরী, সাবরিনা সুলতানা (সম্পাদিত), *জেন্ডার যোগাযোগ*। ঢাকা: বাঙলায়ন। পৃষ্ঠা- ২৮২-২৯১।

আমার দেশ (২১ মে, ২০০৬)। তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে বাংলাদেশের প্রবেশ আজ। পৃষ্ঠা- ১।

ইসলাম, রাইসুল (২০১০)। ফেইসবুকে জেন্ডার-মুখচ্ছবি। ফেরদৌস, রোবায়েত, রহমান, সামিয়া, চৌধুরী, সাবরিনা সুলতানা (সম্পাদিত), *জেন্ডার যোগাযোগ*। ঢাকা: বাঙলায়ন। পৃষ্ঠা-২৯৩-২৯৮।

কম্পিউটার জগৎ (মার্চ ১৯৯৭)। ইন্টারনেট সন্ত্রাস: ছড়িয়ে পড়ছে নেটওয়ার্ক হ্যাকিং। পৃষ্ঠা-২৭-২৯। চৌধুরী, মাসুদ হাসান ও মোর্শেদ, মো. মাহবুব (২০০৬)। কম্পিউটার। বাংলা পিডিয়া (সিডি সংস্করণ)।

জব্বার, মোস্তফা (জুন ২৮ ২০০৬)। মোবাইল ক্যামেরা, ইন্টারনেট এবং তথ্যপ্রযুক্তির সুফল-কুফল। *দৈনিক জনকণ্ঠ*।

ঢেউ, মোজাহেদুল ইসলাম (২০০৫)। *৭ দিনে ওয়েব ডিজাইন*। ঢাকা: সিসটেক, পৃষ্ঠা-১০-১২।

নাথ, সুব্রত দেব (২৪ আগস্ট ২০০৭)। অনলাইনে প্রতারক বসে আছে ঘাপটি মেরে। *প্রথম আলো* (বিশেষ পাতা-প্রজন্ম ডট কম)।

প্রথম আলো (৭ জুলাই ২০১১)। ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগ, ভিকারুন্নিসার শিক্ষক পরিমল গ্রেপ্তার। শেষ পৃষ্ঠা।

প্রথম আলো (১১ জুলাই ২০১১)। প্রেমের ফাঁদে কিশোরীরা, শঙ্কায় অভিভাবকেরা। (অনলাইন ভার্সন) http://www.prothom-alo.com/detail/date/2011-07-11/news/169379

প্রথম আলো (১২ আগস্ট ২০০৯)। ফরিদপুরে ধর্ষনের দৃশ্য ভিডিওতে ধারণের অভিযোগে মামলা। শেষ পৃষ্ঠা।

প্রথম আলো (৬ অক্টোবর ২০০৯)। রাজধানীতে পর্নো ভিসিডি তৈরী ও বিক্রি হচ্ছে প্রকাশ্যে। পৃষ্ঠা-৫।

প্রথম আলো (৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮)। র‍্যাবের ওয়েবসাইট হ্যাকিংয়ে জড়িত সন্দেহে চার তরুণ গ্রেপ্তার। শেষ পৃষ্ঠা।

প্রথম আলো (৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮)। র‍্যাবের ওয়েবসাইট হ্যাকিং, চার তরুণ এক দিনের রিমান্ডে। পৃষ্ঠা-৩।

প্রথম আলো (২৭ ডিসেম্বর ২০০৭)। বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা সাড়ে চার লাখ। পৃষ্ঠা-১২।

প্রথম আলো (২১ জানুয়ারি ২০০৭)। অনলাইন জালিয়াতি: ব্যাংকের ১১ লাখ ডলার হাওয়া। পৃষ্ঠা-১৫।

ফেরদৌসী, হেলেনা ও আহম্মদ, আবুল মনসুর (১৯৯৬)। স্যাটেলাইট যোগাযোগ ও বাংলাদেশ প্রাসঙ্গিক ভাবনা। *সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল*, ৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ১২৭-১৩৩।

বর্মন, তাপতী (২০০৯)। মোবাইল ফোনে গড়ে ওঠা সম্পর্ক, অতঃপর...। *প্রথম আলো* (বিশেষ পাতা-১, নারীমঞ্চ)

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোরডটকম (২০ অক্টোবর ২০০৯)। ইন্টারনেট ছাড়া বর্তমান প্রজন্মের জীবন অচল। http://tech.bdnews24.com/details.php?shownewsid=294

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোরডটকম (৫ জানুয়ারি ২০১০)। অনলাইন পর্নোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে চীন। http://tech.bdnews24.com/details.php?shownewsid=405

বেরা, অঞ্জন (২০০২)। গুটেনবার্গ থেকে বিল গেঁস। লাহিড়ী, সৌমিত্র ও দাস, মানসপ্রতিম (সম্পাদিত)। *তথ্য প্রযুক্তি ও আমাদের জীবনযাপন*। কলকাতা: একুশ শতক, পৃষ্ঠা- ১৩-৩০।

মাহমুদ, রাসেল (৩০ নভেম্বর ২০১০)। ফেসবুক নিয়ে আরেক ছাত্রীর মামলা। *বিবিসি বাংলা*, (অনলাইন ভার্সন) http:// www.bbc.co.uk/bengali/news/2010/11 /101130_mhfacebook.shtml

রহমান, মাহবুবুর ও রেজা, কে এম আলী (২০০৭)। *ইন্টারনেট ই-মেইল*। ঢাকা: সিসটেক, পৃষ্ঠা- ৩৭-৩৮।

রহমান, মাহবুবুর (২০০৭)। *কম্পিউটার অভিধান*। ঢাকা: সিসটেক, পৃষ্ঠা-১২২, ১৯, ৬৭।

রায়, সুধাংশু শেখর (২০০১)। *রিপোর্টিং*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা-৩-৭।

শাহরিয়ার, আবু হাসান (১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬)। আত্মরক্ষার ঢাল। *দৈনিক যুগান্তর*, পৃষ্ঠা- ১৭।

শিরোপা, তৌহিদা (২৯ জুলাই ২০০৯)। মুঠোফোনে উত্ত্যক্ততা ... শেষ কোথায়। *প্রথম আলো* (বিশেষ পাতা-১, নারীমঞ্চ)

সালাম, শেখ আব্দুস (১৯৯২)। নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সাংস্কৃতিক দ্বৈতবাস্তবতা। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৪৪, পৃষ্ঠা-১০১-১১৩।

সাপ্তাহিক, (১৫ অক্টোবর ২০০৯)। সাবধান! মোবাইল পর্নোগ্রাফি। পৃষ্ঠা-২৬-৩০।

সাপ্তাহিক ২০০০ (২০০৯)। ফেসবুকে নারী নিপীড়ন, বর্ষ ১২, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা-৪১।

সেতু, মো. আবু সাদেক (২০০১)। সাইবার ক্যাফে ও নেট কালচার। *টেকনোলজি টুডে*, পৃষ্ঠা-১১।

হক, ফাহমিদুল (২০০১)। ইন্টারনেটের ওপর নিয়ন্ত্রন: ঔচিত্য ও সম্ভাবতা যাচাই। *যোগাযোগ*, সংখ্যা ৩, পৃষ্ঠা ৭।

হোসেন, মো. ফেরদৌস (২০১১)। সাইবার ক্রাইম: দেশে বিদেশে। কম্পিউটার জগৎ। বর্ষ ২০, সংখ্যা ১০। পৃষ্ঠা-৩৫-৩৮।

Affonso, Bob (1999). Is the Internet Affecting the Social Skills of Our Children? Retrieved July 5 2011 from http://www.sierrasource.com/cep612/ internet.html

bdnews24.com (24 December, 2009). Internet users rising 3pct a year. Retrieved January 10, 2011 from http://www.bdnews24.com/details. php?id= 149502&cid=2

Castells, Manuel (2001). *The Internet Galexy.* Neywork: Oxford University Press LTD.

David Crowley (1981). Harold Innis and the Modern Perspective of communications. Melody, William H. and others (edited), *Culture, Communication and Dependency - The Tradition of H.A Innis.* New Jersey: Ablex Publishing Corporation, chap.-17.

Domatob, Jerry K. (1990-91). New Communication technologies and African Culture: Preservation or Pulverization? *Caejac Journal*, Vol.-3, P.-62.

Fainaru, S. (October 19 1998). Experts fear video games breed violence. *The Boston Globe*, cited in http://www.sierrasource.com/cep612/ internet.html#8

Farahani, Fatemeh (1996). The Cultural Aspect of Technology. *Interface of Cultural Identity Development.* Saraswati Baidyanath (edited), New Delhi, IGNCA and D. K. Printworld. Retrieved June 12, 2011 from http:// www.ignca.nic.in/ls_03019.htm

Guangrong, RU (1998). The Negative Impact of the Internet and Its Solutions. *The Chinese Defense Science and Technology Information Monthly*, 121. Retrieved July 2, 2011, from http://www.uscc.gov/researchpapers /2000_2003/pdfs/neg.pdf

Hammer, Ronen & others. "Mobile culture in college lectures: instructors' and students' perspectives." Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects 6 (Annual 2010): 293(12).

http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html

http://www.teenink.com/opinion/social_issues_civics/article/166619/How-Technology-Affects-Us/

Keen, Andrew (2007). *The Cult of the Amateur: How Today's Internet is Killing Our Culture*. New York: Doubleday, p-141.

Mahboob, Mahdi & Shahed, Feeda Hasan (June 24, 2007). The Talkative Genre. *Star Campus; The Daily Star*, vol-1, Issue-45, retrieded June 11, 2009 from http://www.thedailystar.net/campus/2007/06/04/camspotlight.htm

McLuhan, Marshall (1964). *Understandsing Media.* London: Routledge and Regan Paul LTD, p.-3.

Nie, Norman H and Hillygus, D. Sunshine (2002). The Impact of Internet Use on Sociability: Time-Diary Findings. *IT & Society*, 1(1), p.-1-20. Retrieved July 5, 2011 from http://www.timeuse.org/node/1830

Pacey, Arnold (1983). *The Culture of Technology.* Oxford: Basil Blackwell, p.-8-12.

Paula, Van Hoorik, & Fred, Mweetwa (2008). Use of Internet in rural areas of Zambia. Retried from July 4 2011 frohttp://machaworks. academia. edu/Fred Mweetwa/Papers/188657/Use_of_Internet_in_rural_areas_of_Zambia.

Shrivastava, K.M. (2007). *News Agencies from Pigeon to Internet. India:* New Dawn Press, p.-2.

Subong, Ryan (2008). The Negative Effects of Internet. Retrieved July 10, 2011 from http://webupon.com/web-talk/the-negative-effects-of-internet /#ixzz1Rn DIWAyQ

Villegas, Berrnardo M. (1997). Social Impact of New Communication Technology. *Media Asia*, vol 24, No. 4.

White, Leslie A. (1959). *The Evolution of Culture.* Newyork: McGraw-Hill.

www.unesco.org/webworld/fr/ethics-humenrights informationssociety.

The Daily Star (January 14, 2011). Mobile user numbers grow 31pc. Retrieved June 14, 2011 from http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=169957

The Daily Star (July 12, 2003). Cyber pirates hack into Barisal DC office Internet account. Retrieved May 28, 2010 from http://www.thedailystar.net/2003 /07/12/d30712100464.htm .

Jagannath University Journal of Social Sciences, Vol. 2, No. 1-2, 2014, pp. 48-59

Rustow's Model of Democratization: The Bangladesh Perspectives

Professor Dr. Arun Kumar Goshami
Department of Political Science, Jagannath University, Dhaka

Abstract: *This paper attempts to explore Bangladesh's process of democratization in terms of Rustow's model. Intellectual father of transitology Dankwart Alexander Rustow, in his 1970's article, 'Transitions to democracy: Toward a dynamic model', has mentioned about four phases of democratization-national unity, preparatory phase, decision phase, and habituation phase. We argued that these four phases could also be traced in Bangladesh. Accordingly, we tried to identify 1947-1970 as the phase of 'national unity', the years of 1972-1975 as 'preparatory phase', the years of 1975-1990 as 'decision phase', and years since 1990's as 'habituation phase'. In terms of Rustow's formulation, we found that through the process of 'national unity' Bangladesh has become independent and later on fallen into 'preparatory phase'. However, the country became successful in anti-autocratic movement at the end of the 'decision phase' in 1990's. Finally, we termed the period since 1990's as the 'habituation phase', which remains, according to Rustow, 'inconclusive'.*

Introduction

Bangladesh's democratization process has been making progress all the way through the chequered course of history. The possibility to explore the process of democratization in Bangladesh through Rustow's *model* has yet to be examined by the researchers and academics. Intellectual father of transitology[1], Dankwart Alexander Rustow (1970) attempts to create a model of democratization sufficiently flexible to serve as a foundation for the study of a wide range of empirical cases. This paper tries to explore the process of democratization in Bangladesh through Rustow's *dynamic model*. In contemporary world, democratization is considered as an inescapable process through

[1] In Political Science, international and comparative law and economics, transitology is the name for the study of the process of change from one political regime to another, mainly from authoritarian regimes to democratic ones. Transitology tries to explain processes of democratization in a variety of contexts, from bureaucratic authoritarianism and other forms of dictatorship in Latin America and southern Europe to postcommunist developments in Eastern Europe. The debate has become something of an academic "turf-war" between comparative studies and area studies scholars, while highlighting several problematic features of social science methodology, including generalization, an overemphasis on elite attitudes and behaviour, Eurocentrism, the role of history in explaining causality, and the inability to produce testable hypothesis. See http://en.wikipedia.org/wiki/Transitology retrieved on 09/11/2012. Also see P O S T - C O M M U N I S M: Rudolf L Tőkés"Transitology": Global Dreams and Post-Communist Realities; http://www.ce-review.org/00/10/tokes10.html

which growing number of political systems are coming out of authoritarianism following the process of democratization. Numerous authors including Samuel P. Huntington (1991) and Francis Fukuyama (1992) have studied the world wide process of democratization. Consequently, voluminous studies have been coming up to study different aspects of this process including the causes, consequences and challenges of democratization in different parts of the world. Using Turkey and Sweden as his case studies, Rustow sketched a general route through which countries travel during democratization.

The traditional scholarships of Bangladesh politics, in general, identify different causes and challenges, responsible for democratization in the country. Language movement of 1952, Six-point movement of 1966, mass movement of 1969, Parliamentary elections of 1970, and war of liberation in 1971 are considered as the foundations of independent Bangladesh. Nevertheless, the political impact of these movements is immense in the national life of the country. For example, during these movements the people of the country, irrespective of religion, ethnicity, class, region, and profession had become united for a democratic homeland. In fact the movement for democracy during Pakistani period had turned into movement for independent Bangladesh. Thus, the importance of these movements to accelerate the causes of democratization in independent Bangladesh cannot be overlooked. The initial days of post-independent Bangladesh witnessed, among others, some remarkable advancement on the way of democratization. They are the making of constitution in 1972, and first parliamentary election in 1973 alongside establishing 'law and order, disarming civilian freedom fighters, rehabilitating refugees, reconstructing infrastructure, managing industries left by non-Bengali owners, negotiating with the international community for recognition and assistance, and so on'(Rounaq Jahan 2002).

The first parliament in independent Bangladesh had brought about the fourth amendment of the constitution. Apart from changing the form of government—from parliamentary to presidential, this amendment (4^{th}) attempted to make a single platform for all existing political parties and tried to exert control over mass-media of the country. Like many other steps of the first democratic government of independent Bangladesh, this amendment had ignited discourse and activities, often destructive, by the opposing political entities. At the same time, the vices of authoritarianism had been posing obstacles on the way of democratization. The tragic political change of 15 August 1975, that assassinated the father of nation along with his family members, had paved the way for military interventions. According to a Bangladeshi Political Scientist, 'the mistrust in the Bangladesh politics has been surfaced after the killing of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahaman in 1975 in a military putsch that was followed by more coups in the late 1970s (Talukder Maniruzzaman 2010).' After 1975, there was another *coup de etat* in 1981, associated with the assassination of the then President Gen. Ziaur Rahaman. Afterwards, General H. M. Ershad captured the governmental power by removing Justice Sattar from Presidency. The military interventions of 1975 and 1981 by two generals have brought about the 5th and 7^{th} constitutional amendments of the country.

After a prolonged military and pseudo-democratic rule from 1975 to 1990, the country had further demonstrated its adherence to the process of democratization in 1990's, through the victory in anti-autocratic movement. During this time, the democratic forces of the country agreed upon an outline for future and devised a caretaker government system—unique in the whole world—to run a credible election and return to the parliamentary system. However, forty years after independence in 1971 and 20 years after successful anti-autocratic movement in 1990, the country is still struggling to consolidate her democratic achievements.

In view of the above statement, this paper attempts to explain the democratization in Bangladesh in terms of Dankwart A. Rustow's model of democratization.

Methodology and sources of data and information

As the article seeks to examine Bangladesh's process of democratization in terms of Rustow's model, its method would be mostly exploratory one. On the other hand, it utilises the data extracted from different sources, which are both secondary and primary.

Rustow's model of democratization: Dankwart Alexander Rustow (December 21 1924 - August 3 1996) was a Professor of Political Science and Sociology. In his seminal article *'Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model,'* he challenged the prevailing schools of thought on 'how countries became democratic (?)'. The article was first appeared in the volume 2 of the journal *Comparative Politics* (1970). Later on John A. Hall (1994) incorporated it in his edited book *The State: Critical Concepts* (volume III). In this article Rustow presents a model of studying democratization on the basis of four phases or conditions—*national unity* as *background condition*, *preparatory phase*, *decision phase* and *habituation phase*

Rustow starts with a "single background condition--national unity". It "simply means that the vast majority of citizens in a democracy-to-be must have no doubt or mental reservations as to which political community they belong to (p. 354)." Making national unity as the exclusive background condition means that no minimum altitude of economic development or social differentiation is essential as a prerequisite to democracy. According to Rustow the fulfillment of this condition would lead to preparatory phase. The preparatory phase features a protracted clash between polarized social forces. Rustow mentioned protracted conflicts of Sweden, Turkey, India, the Philippines, and Lebanon as the instances of clash that might lead to democratic transition. These struggles were occurred between rural versus urban, and urban versus military; nationalist forces versus imperial bureaucracy. The conflict may be occurred for different reasons like economic, political, and religious etc. Rustow prefers "a hot family feud" and not "a lukewarm struggle" (p. 356) for infant democracy. The conflict may be long in duration and inconclusive is a necessary precondition for democracy, as mutual agreement on fundamentals would obviate the need for compromise through establishment of democratic intuitions in the first place. It is critical that the protagonists sufficiently exhaust themselves so as to be willing to make the necessary concessions for peace through a democratic mechanism, though there is always the risk that the issues may simply subside temporarily with no long-term solution having been achieved. If one

side wins with certainty, the probability for compromise and, thus, democracy cry off in turn. Rustow also observes that religious and ethnic segmentations are generally more difficult to resolve than social and/or economic divisions and, that an "inclusive compromise" may in fact institutionalize the diversities.

The wrapping up of preparatory phase finds the acceptance of differences by the protagonists. Actually, this phase ends when the actors "accept the existence of diversity in unity and, to that end...institutionalize some crucial aspect of democratic procedure" (p. 357). This "decision" phase is very complex and involves extensive cooperation and compromise between political leaders as well as certain degree of experimentation to find the best political formula. Obviously, this phase does not necessarily follow from the preceding conditions of unity and struggle, nor is it inevitable that a viable political solution will be found so as to move on to the final "habituation" phase. During the concluding phase, the political agreement between the contending parties is rationalized within the whole of society: the democratic political structure gains legitimacy by virtue of the enthusiasm of the politicians operating within it and the gradual acceptance by populace over time.

According to Jonathan Worth[2], Rustow's model of democratic transition is impressive in its logic and its simplicity. It identifies the essential generative factors of democratization and, at the same time, is general enough to allow for a high degree of variability in political, economic, and social factors in democratization.

Rustow is widely cited as the intellectual father of 'transitology'. In a later period, following the model of Rustow, some scholars have attempted to explain the process of democratization in different parts of the world. Studying the decline in authoritarianism in Latin America and Southern Europe in the 1970s and 1980s, scholars such as Lary Diamond, Lawrence Whitehead, and Philip Schmitter explained transitions from authoritarianism not in terms of socio-economic or structural changes, but rather in terms of consensus and pacts between elites. The impetus for change comes not from international or socio-economic changes, but from splits within a ruling regime.

It may be arguably mentioned that Rustow's theorizing is built on a comparative study of the much earlier democratization processes of Sweden and Turkey. The relevance of its applicability for a newly democratizing country like Bangladesh may be contested. However, we are going to investigate into the justification of this difficulty. On the other hand, while the more typical contribution to the recent transitions is quite ahistorical in style and substance, Rustow's argument is explicitly historical. A recently emerging body of literature has raised this important issue again opening it up for further discussion. Mark Thompson (1996), Juan Linz and Alfred Stepan (1996), for example, have highlighted the centrality of the national identity question (they use the term 'stateness') in their recent works. Henry Bienen and Jeffrey Herbst (1991) see the emergence of a sense of national identity as a prerequisite for democratization in Africa, thus confirming Rustow's idea of sequence. Ilter Turan (1997) supports Rustow's view on the role of national identity in his analysis of the cases of Iraq and Central Asian

[2] See Jonathan Worth in http://everdubio.us/essays/inr/Worth_Jon_INR513_Article_Review2.pdf

republics, while James Puzzle uses the macro variable of the national identity question to explain why democratic politics is more difficult in Indonesia, which faces the risk of difficult of disintegration, and in the ethnically-divided Malaysia, with its weak national identity. As we mentioned earlier, the case of democratization in Bangladesh has not yet been examined in terms of Rustow's model. Accordingly, present study seeks to explore the process of democratization in Bangladesh through Rustow's model of democratization.

Bangladesh Perspectives in view of Rustow's Model of Democratization

Rustow argues, "The "advent" of democracy must not be understood as occurring in a single year. Since the emergence of new social groups and the formation of new habits are involved, one generation is probably the minimum period of transition....The study of democratic transitions will take the political scientist deeper into history than he has commonly been willing to go (p. 351)." Accordingly, to investigate into the roots of democratization in Bangladesh we tend to go up to 1947, when Bangladesh had been a part of Pakistan and was known as East Pakistan. In terms of Rustow's model we analyse below the process of democratization in Bangladesh.

(A) Background condition-National Unity

According to Rustow national unity is listed as a background condition in the sense that it must precede all the other phases of democratization but that otherwise its timing is irrelevant. The background condition, however, is best fulfilled when national unity is accepted unthinkingly, is silently taken for granted. Any vocal consensus about national unity, in fact, should make us wary. To single out national unity as the sole background condition implies that no minimal level of economic development or social differentiation is necessary as a prerequisite to democracy. These social and economic factors enter the model only indirectly as one of several alternatives bases for national unity or for entrenched conflict.

The seeds of 'national unity' that was most essential for the cause of 'democratization' in independent Bangladesh had been sown during the pre-independent period when it had been the part of Pakistan. This period consists the years of Pakistan's formation in 14 August, 1947 up to the victory in the liberation war for independent Bangladesh in 16 December 1971. It may be mentioned that the national unity for democratization in Bangladesh had been forged on the basis of some fundamental issues like language, culture, economy, politics and administration. With an ambiguous motive, the ruling politicians had attempted to make Urdu as state language of Pakistan. However, the majority of the people of East Pakistan belonged to the same language and cultural group. According to the official census of 1951 only 7.2 percent of the population of Pakistan spoke Urdu, while 54.6 percent spoke Bengali. Nevertheless, the West Pakistanis were a heterogeneous people. Geographically, the two wings of Pakistan were separated from each other by over 1000 miles of foreign territory. Thus from the beginning there was a division between the people, in general, of the then East Pakistan and the rulers of Pakistan. The common people of East Pakistan have become united under the leadership of opposition politicians. A Pakistani political scientist observed,

'Soon after the formation of Pakistan, the conflict between those who claimed to represent popular and more radical forces in Bengal and the more conservative element began (K. B. Sayeed 1980: 66)'.

Amidst such division the first constitution of Pakistan was declared in 1956. It may be mentioned that from the very beginning, the ruling politicians of Pakistan were not willing to democratize the country. In fact no single instance could be cited that would prove their inclination towards democracy. They were just following the path of Jinnah. The first governor general, Qaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah, brought to the office his tremendous prestige as "Father of the Nation". So long as he lived, Jinnah was, whether he wished to be or not, the real head of the central government, presiding—while his health permitted—over cabinet meetings and obliged by his ministers to make top-level decisions. The Qaid-i-Azam's immediate successor, Khwaja Nazimuddin (1948-1951), a long leading Bengali politician, was content to conform to the conventional image of the dominion governor general, leaving political leadership to Prime Minister Liaqat Ali Khan (1947-1951). Governor General Ghulam Mohammad (1951-1955) and Iskander Mirza (1955-1958), on the other hand, were both professional administrators who followed Jinnah's example in regarding their office to have active responsibilities Ghulam Mohammad dismissed Prime Minister Nazimuddin (1951-1953) in April 1953 and appointed Mohammad Ali of Bogra (1953-1955) in his stead without significant political challenge, and eighteen months later invoked the inherent powers of the crown to dissolve the Constituent Assembly and recognize Mohammad Ali's cabinet. Iskander Mirza as governor general and for his first few months as provisional president was checked by Prime Minister Chaudhry Muhammad Ali (1955-1956), another former professional administrator, but made no secret of his impatience with politicians and his conviction that the executive should be independent of legislative majorities.

However, during the thirty months following the promulgation of the republican constitution on March 23, 1956, vice-regal tradition gradually outweighed the limitations on the President embodied in its letter and spirit. The result was the increasing involvement of President Mirza in the making and unmaking of the cabinets of Prime Ministers H. S. Suhrawardy (1956-1957), I.I. Chundrigar (October-December 1957), and Malik Feroz Khan Noon (1957-58). Three weeks later Mirza was forced to resign and was succeeded by General Ayub Khan (President, 1958-1969), the then commander in chief of the army and Chief Martial Law Administrator. The confusion of authority in the dual executive was then terminated with the formal abolition of the office of Prime Minister. Ministers thereafter were appointed to advise the president in the discharge of his functions and were responsible solely to him. This arrangement was roughly comparable to the position of the viceroy and his council before 1946, although the latter always had to deal with a legislature while martial-law regime did not (Wheeler 1970: 161).

However, gradually, the grievances among the Bengali people against the rulers of Pakistan had been making them united first for language, then for autonomy and at last for independent. Nevertheless, the united efforts of the people of the then East Pakistan could be viewed as their efforts for democracy.

Thus 'a challenge to the bureaucratic authority of the Governor-General came in 1954 after the dramatic result of the East Pakistan provincial election (Hamza Alvi 1983: 82).' The ruling party Muslim League, confident of victory, secured no more than 10seats out of a total of 309! Troops and naval units were rushed to East Pakistan. General Iskander Mirza was sent to Dacca to take charge of the situation. The newly-installed 'United Front' Government was dismissed from office and 'Governor's rule' was established under Mirza. A wave of repression and large scale arrests followed. Bengalis' deprivation from the benefits of 1954 election result further aggravated the situation. The ruler of Pakistan had become the 'symbol of inequality, of all that had gone wrong, and began to lose ground politically'(Fatima Bhutto, 2010: 96). In course of time, lack of defense in the then East Pakistan during 1965 Indo-Pak war, six-point movement of 1966 and students' eleven-point movement of 1969 came to a climax during the elections of 1970. Bengalis' hopes and aspirations turned into waves. The national unity of the people of Bangladesh has been demonstrated in the electoral results of 1970's election. The election was held for 313 seats of Pakistan National Assembly. Out of this 313 seats, 169 seats was meant for the then East Pakistan. Awami League won 167 seats out of these 169 seats. On the other hand, there was election for 300 seats of East Pakistan Provincial Assembly. The Awami League own 288 seats in the provincial assembly elections, rest 12 seats were own by some other political parties. Pakistan People's Party (PPP) led by Zulfikar Ali Bhutto had won 88 seats out of 144 seats of West Pakistan in the Pakistan National Assembly. The two main parties-Awami League and PPP were majority parties in two regions. None of them had any seats in other part of the country i.e. Awami League had not got any seats in West Pakistan and PPP had no seats in East Pakistan.

The military ruler of Pakistan unexpectedly deferred the convening of the National Assembly that was programmed to meet in Dhaka on March 3. Mujib himself was a firm believer in democratic and constitutional process as the way to secure the rights of the people of Bangladesh. But facing the fraudulence of the regime, Mujib took a revolutionary step on March 7, when with wonderful oratorio, and in front of teeming millions in the Dhaka Racecourse, he issued a clarion call to the people: our struggle today, he declared, is for independence, and freedom. Actually, people's dream for an independent and democratic polity has been reflected through his powerful declaration. However, the Yahiya-Bhutto clique, in collusion with microscopic number of political cohorts, took advantage of Mujib's good faith and started to bring fresh military reinforcements from West Pakistan. Once they felt assured of their numerical strength and had the requisite firepower to overwhelm the frail Bangali resistance, they launched their vicious campaign of indiscriminate death, destruction, and barbaric violence on the people. The result was one of the worst genocides in history. In the early hours of March 26, 1971, Mujib was incarcerated on charges of high treason, and the Awami League was declared unlawful.

Thus the decisive election of 1970 could be termed as the final take-off signal of journey for democratization in Bangladesh. Nevertheless, it was the first and last parliamentary general elections of Pakistan National Assembly during Bangladesh's co-habitation with Pakistan. Democratic forces of the country had become vibrant

surrounding this election. It should be mentioned that the 'democratic elections' of 1970's was an attempt of departure from authoritarianism towards democracy. That was actually the formative phase for democratization in the country. In fact the struggle for democracy against the military rule of Pakistan had turned into the war of liberation for Bangladesh in 1971. The struggle became acute when the military junta along with their 'political cohorts' has not agreed to honour the result of 1970's election. The Pakistani rulers were not ready to relinquish their inherent values of authoritarianism. Thus the victory of struggle for democracy has ultimately ended with the struggle for independent Bangladesh.

(B) Preparatory phase: Rustow hypothesizes that, 'against the background condition, the dynamic process of democratization itself is set off by a prolonged and inconclusive political struggle. ..Such a struggle is likely to begin as the result of the emergence of new elite that arouses a depressed and previously leaderless social group into concerted action (p.355).' However, the independent Bangladesh could not find any institutional base to create a viable political order, rather than a spirit of liberation, scattered know-how of parliamentary democracy without any experience at all, a homogenous political people or population, and an expected to be Political Community. All other syndrome of underdevelopment like poverty, illiteracy, ignorance, religious-fanaticism, superstition, low-productivity, was absolutely present. In such a situation the charisma of *Bangabandhu* helped to deliberate the process of building a political structure, and he put all his charisma behind this effort. From the beginning the Awami League regime put priority on the political process. Nevertheless, the achievements of the Mujib regime were also noteworthy, for which, it is argued that the regime won the confidence of the people.

The making of constitution in 1972 and holding of first parliamentary general elections of independent Bangladesh in 1973 could be cited as significant achievements for democratization in post-independent Bangladesh. This was actually the *preparatory phase* of democratization in the country.

After the independence, the first President of Bangladesh *Bangabandhu* Sheikh Mujibur Rahaman announced the provisional constitutional order on January 1972. With this step the country opted for parliamentary form of government after abandoning the presidential form inherited from Pakistani regime. The political system outlined in the Provisional Constitutional Order was modelled as per Westminster type. Under the terms of the order, a cabinet was formed. After announcing the Provisional Constitutional Order, and just one-year after the Pakistani army laid down their arms, the Constitutional Assembly adopt a Constitution on November 4, 1972.

Apart from these tasks the post-independent government had also accomplished the task of holding first ever parliamentary general elections in independent Bangladesh in 1973. The election at that time was inevitable because the elected representatives were elected for the (then) East Pakistan Legislative Assembly, and Pakistan National Assembly. Thus for an independent country to be conducted a separate elected body was a must. The election of 1973 brought back the Bangladesh Awami League (AL) in to power. The country started with independent and democratic governance. The form of

government was parliamentary. The constitutional means was about to start properly. But the war-ravaged country was actually in horns of dilemma.

During this time, as Rustow pointed out, 'many things can go wrong during the preparatory phase (p. 357)'. We find the relevance of it in the case of Bangladesh during the preparatory phase. However, after being free from the enemy soldiers when Bangladesh had been aspiring to make progress from the devastation of war just then the bloody coup d' etat of 1975 occurred. Thereafter getting down from the olive-coloured vehicle with heavy boot on foot the army settle firmly on the chest of Bangladesh.

(C) *Decision Phase:* From August 1975 to 1990 the country was ruled by military and pseudo-democratic type of government. Afterwards the political parties with different ideological orientations had come together and decided to forge agreement for pro-democratic movement in 1990's. It was a careful decision of the political parties of the country. As Rustow has mentioned that the decision for democratic dispensation does not 'suggest that a country ever becomes a democracy in a fit of absentmindedness'. 'On the contrary, what concludes the preparatory phase is a deliberate decision on the part of political leaders to accept the existence of diversity in unity and, to that end, to institutionalize some crucial aspect of democratic procedure'. Such was the decision in 1990, when the three alliances of Bangladesh political parties have compelled the President of the time- General H.M Ershad to resign and handover the power to someone—decided through consensus among the parties of the movement. In the wake of anti-autocratic movement, the three alliances of political parties made a joint declaration on November 19, 1990. Among others, it declared its commitment to, "...4.Establish the accountable democratic system in the country, permanently. Establish the trend of elected representative government through periodic, free, fair and neutral elections according to the constitution.

Despite their sheer disagreement, to ascertain the advancement of democratic process, government and opposition political parties must be strictly committed to the people in some common matters...

(b) Independence and neutrality of judiciary and rule of law would be ensured;

(c) The parliament constituted with the people's representatives, who are elected on the basis of free and fair elections, would be constitutionally sovereign. The decision-making and functions would be conducted on the basis of majority, and at the same time the enhancement of democratic norms would be accomplished with due respect to minority's opinion and position. The authority of people's sovereignty would be exercise on the government through people's vote... .

(a) With a view to establish common norms and culture of democracy, political behaviour would be firmly rooted in the light of deep tolerance and patience. "

In terms of this declaration the parliamentary general elections for 5th *Jatiya Sangsad* (JS/National Assembly) was held in 1991 under the non-party and neutral caretaker government (Goswami 2005). Later on, the provision of caretaker government for holding of general elections was incorporated in the constitution through 13th amendment

of 1996. The 7th and 8th parliamentary general elections were held accordingly. However, amidst the continuation of periodic democratic elections there were some severe challenges regarding the governance of the country.

(D) Habituation Phase: During the habituation phase, as Rustow has pointed out, the political accord between the competing parties is streamlined within the entire of society: the democratic political structure gains legitimacy by virtue of the enthusiasm of the politicians operating within it and the gradual acceptance by populace over time. "In short, the very process of democracy institutes a double process of Darwinian selectivity in favor of convinced democrats: one among parties in general elections and the other among politicians vying for leadership within these parties"

In terms of Rustow's model we can trace the habituation phase of democratization in Bangladesh, particularly after the success of democratic movement in 1990's. For being habituated with democratization process the role playing parties, as has been mentioned, had concluded an agreement---'declaration of the three alliances of political parties'. This declaration could be viewed as the basis to foster '*unity in diversity*'. Nevertheless, it contains all other necessary things for democracy.

In the height of intolerance, even after the decision for democratic tolerance, the habituation phase of democratization in Bangladesh has to face another wave of tension. It has been observed that during the habituation phase, even though the '...leaders are democratically elected; citizens are regularly being deprived of fundamental rights and freedom (Rustow 1970).' Since 1990s when Bangladesh has reached to the firm 'decision' for a democratic polity, she had been suffering from the same sort of problems.

However, the acquiescent of ruling BNP in 1991 to change the form of government from presidential to parliamentary could be cited as a glaring example of changing the attitude for habituation. One political observer has termed first three years of 5th *Jatiya Sangsad* (JS) as "Golden Age". He observed, many decisions were taken on the basis of consensus between ruling and opposition parties—reintroduction of parliamentary government, establishment of independent parliamentary secretariat, and increasing the powers of parliament and parliamentary committees by revising the rules of Business of JS[3]. On the other hand, a noted Bangladeshi political scientist[4] has acclaimed and become highly hopeful about the future of democratization in Bangladesh. She found three recent achievements that have advanced her optimism-(i) peaceful transition to democracy in 2009; (ii) most free and fair election in the history of Bangladesh has been held in December 2008; (iii) at least one major political party of the country has pledged to change the political and constitutional practices that have strayed the course of democracy.

---

[3] See Nizam Ahmed (2010). *Sangsad Keno Karjokar Hote Parche Na* (Why Parliament could not be effective?). in Prothom Alo (Bengali Daily Newspaper, Dhaka), 4 November 2010, p. 38.

[4] Rounaq Jahan (4 November 2010). *Atiter Punarabritti Theke Uttaran* (Transition from Repetition of the Past). In Prothom Alo (Bengali Daily Newspaper, Dhaka), Twelve years of Publication, 04 November 2010, p. 48, 30.

In this election (December 2008) the people's verdict has gone in favour of change of the day. The Bangladesh Awami League (AL) has got 230 seats and 49 percent of caste votes. Its main opponent Bangladesh Nationalist Party (BNP) has got 30 seats and 33 percent of caste votes. One of the partners of AL led alliance *Jatiya Party* (JP) has obtained 27 seats and 7 percent of caste votes. Observers found the young voters have cast votes, in large number, in favour of 'change of the day'. The elements of the 'change of the day' as manifested in the 'election manifesto' of the winning alliance could be seen as the attempt of habituation with the process of democratization. It goes without saying that during long army rule the principle of *Matsyanya*[5] has incessantly happened in this country. The army rule had ended in 1990. It was hoped that the country would go ahead with the democratic ways and the adverse conditions for the common people would change. But partisan-jugglery, toll-jugglery and a fiesta of plundering the wealth of state had been going on in the guise of democracy. Amidst the decaying of democratic achievements, terrorism appeared like trail of horror. The country is not yet protected from the violent excitement of religious fanatics.

Conclusion

After the exercise to explore the democratization in Bangladesh through Rustow's dynamic model it has become apparent that the people of Bangladesh has taken unified preparation to decide for habituation with democracy. Although the chequered journey towards democracy could not be termed as fully success it is no failed case either. However, the main problem to become habituated with the democratization process is the 'mistrust' among the role players of Bangladesh politics. This "mistrust surfaced", as noted Bangladeshi Political Scientist Talukder Maniruzzaman[6] observed, "after the killing of Father of Nation *Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahaman* in 1975 in a military putsch that was followed by more coups in the late 1970s". The years from 1975 to 1990 of independent Bangladesh could be termed as `decision phase' in terms of Rustow's model of democratization, when Bangladesh, ultimately, become successful in anti-autocratic movement. Finally, we found that the period since 1990's as 'habituation phase', which remains, in terms of Rustow's theorization, `inconclusive'.

Reference:

Acemoglu, Daron, Robinson, James A. (2006). *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*. Cambridge : Cambridge University Press.

Ahmed, Nizam (2010) *Sangsad Keno Karjakar Hote Parchena* (Why the JS could not be effective?). *Prothom Alo* (Bengali Daily Newspaper, Dhaka) 4 November P. 38.

Alvi, Hamza (1983). 'Class and State', in Hassan Gardezi and Jamil Rashid eds. (1983). *Pakistan: The Roots of Dictatorship.* London: Zed Press.

---

[5] The principle according to which larger fishes swallow up smaller ones. See Anupam Hasan (2010). Mahadev Saha, Ahingsabad O Prem-chetana (Mahadev Saha, Non-violence and sense of love). In The Daily Ittefaq (Bengali Daily Newspaper, Dhaka). Nov.5, p.21,24.

[6] See the interview of Talukder Maniruzzaman mentioned in the report 'Nascent' democracy, 'illiberal' democracy by Nazrul Islam, published in the Daily Sun (English Daily Newspaper, Dhaka) 24 October, 2010, p.1,15.

Bhutto, Fatima (2010). *Songs of Blood and Sword, A Daughter's Memoir.* New Delhi: Penguin-Viking

Bienen, Henry and Herbst, James (1991). 'Authoritarianism and Democracy in Africa', in Dankwart A. Rustow and Kenneth Paul Erickson eds. Comparative Political Dynamics: Global Research Perspectives. New York: Harper Collins. 211-233.

Diamond, Larry Linz, Juan J. and Lipset, Seymor Martin (1988-1989). *Democracy in Developing Countries.* Vol.1-4. Boulder: Lynne Rienner.

Fukuyama, Francis (1992).The End of History and the Last Man. London: Penguin Books.

Hall, John A. ed. (1994). *The State: Critical Concepts*, Volume III, London and New York: Routledge. 345-364.

Huntington, Samuel (1991).*The Third Wave.* Norman, OK: University of Oklahoma Press.

Islam, Nazrul (2010). 'Nascent'democracy, 'illiberal' democracy'. *Daily Sun* (English Daily Newspaper, Oct 24.

Jahan, Rounaq (2002). *Bangladesh: Promise and Performance.* Dhaka: The University Press Limited.

---------- (2010). *Atiter Punarabritti Theke Uttaran* (Transition from Repetition of the Past). In Prothom Alo (Bengali Daily Newspaper, Dhaka), November 04.

Linz, Juan J. And Stepan, Alfred (Eds). (1978). *The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibrium.* Baltimore : John Hopkins University Press.

---------- (1996).Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, Southern America, and Post-Communist Europe. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 16-19.

Maniruzzaman, Talukder (1994). *Politics and Security of Bangladesh.* Dhaka: University Press Limited.

O'Donnel, Guillermo, Schmitter, Philippe (1986). *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies.* Baltimore: John Hopkins University Press.

Putzel, James (1997). 'Accounting for the 'Dark Side' of Social Capital: Reading Putnam on Democracy'. Journal of International Development, Vol. 9, No.7, 939-949.

Rustow, Dankwart A. (1970). Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model. *Comparative Politics*, Vol.2, 337- 363.

Rustow, Dankwart A. (1994). Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model. in John Hall ed. (1994). The State : A Critical Concepts, Volume III, London and New York: Routledge. 345-364.

Sayeed, Khalid B. (1980). *Politics in Pakistan: The Nature and Direction of Change.* New York: Praeger Special Studies.

Thompson, Mark S. (1996). 'No Exit: "Nation-Stateness"and Democratization in the German Democratic Republic' in Political Studies, XI.IV (1996), 267-268.

Turan, Ilter (1997).'The Democratic Anomalies: Why Some Countries That Have Passed Vanhanen's Democratic Threshold are not Democracies' in Tatu Vanhanen, Prospects of Democracy: A Study of 172 Countries. London: Routledge, 289-292.

Wheeler, Richard S. (1970). *The Polity of Pakistan, A Constitutional Quest.* Ithaca and London : Cornell University Press.

Jagannath University Journal of Social Sciences, Vol. 2, No. 1-2, 2014, pp. 60-68

Globalization and Women in the LDCs

Monishankar Sarkar
Lecturer, Department of Sociology, Jagannath University, Dhaka

Abstract: *Over the years, there exists an extensive discrimination against women, particularly women of third world nations. With the emergence of newly global vision and global economic policies, women in the developing nations often are forced to tolerate adverse conditions of labor-intensive work, lack of evaluation of their capabilities, low-wages, inferior education and opportunities, and lack of social services. How do these global policies affect the economic, socio-cultural and political condition of women in the less developed countries? Indeed, a prudent answer to the question would be that some women will benefit, in some respect, from globalization but the rest will be victimized. To counter these trends, the present study depicts women from economic, socio-cultural and political aspects.*

Introduction

With the passage of time human civilization has been changed and taken a new shape from perusing the trends of human existence. Every moment history records the nature of trends and changes of human civilization. Presently this change is, more generally, associated with the term 'globalization' which indicates global interconnectedness and change in the world order. From a political banner the process of deregulation and liberalization has led to an apparent reduction of state. There is a general assumption that all the places all over the world must become more democratic and ensure 'good governance' over their people. From an economic banner globalization has been associated with the trend towards the nations' increasing economic liberalization which is being expressed in the form of free trade and more deregulated labour, specialized and financial markets. From socio-cultural point of view it has a tremendous effect, especially, in the society and culture of less developed countries.

Among the different views and trends, the most expansive, the global 'vision' of globalization has been presented as a borderless world, in which national economic boundaries are dissolving, and all countries are integrated into a unified global order. The result comes out as an 'interlinked economy' in which there is a free flow of capital, people, goods, services and information, and where national government is displaced by global village (Ohmae 1990).

At this backdrop, the tremendously running wheel of globalization is moving across the globe keeping pace with time, demanding a new world order, and chanting a world free from inequality. No nation, whether developed or developing, is not beyond this process. Every nation, each individual from any corner of the world, whether desire or not, is part of this particular culture, which is often coined as 'global culture'. Thus, all citizens of the globe are enjoying the effect of globalization on world economy.

Keeping pace with time, women come forward and make a contribution in the world economy. The more they are getting involved with the economy, enjoying the benefits of economic growth, the more they are feeling themselves alienated, finding themselves as a group who has no contribution other than informal sector. Development or economic growth is often measured based on the formal sector, and it is seen that women has, compared to men, less contribution in the formal sector, which is often ignored. Women have multiple roles in the informal economy. How does globalization affect the role of women? How do they enjoy the globalization process? What they perceive? And more importantly how do their perspectives influence their lives?

Although this globalization process has shown dreams of equal opportunity for all countries of the world, theorists and policy makers often discover this opportunity is unequally distributed, showing volatile identity and with much complexities. Technological advancement allows globalization to be spreaded out throughout the globe within a shorter period of time. It has also altered the overall production process, fragmented into separate parts which are needed to be done in different location. The blessings of improved technologies and standardized production process, considering human capabilities, promote a deskilling of work in manufacturing. It is also widening the possibilities for less skilled workers in such cases. Globalized industries, national and international corporations, at this backdrop, are moving from one country to another in search for cheapest labor. They are found women in many poor countries as the cheapest labor force in comparison to the developed ones. The complex relationship between women and globalization will be discussed critically here. Hence, globalization will be treated, firstly, from an economic context, then other socio-cultural and political context.

The impacts of globalization on gender have been enormous and contradictory. This reveals conflicting, interactions between national and global economics, cultures and faiths, traditions and maternities. It has long been argued that globalization is gendered into two worlds: one is a structurally integrated world of global finance and postmodern individuality largely associated with western capitalist masculinity; the other is explicitly sexualized and racialized and based on low-waged, low-skilled jobs often done by female migrants for the high-salaried cosmopolitans of the first globalized world. This underside of global restructuring is reinforced by the patriarchal forces of state, religion, culture and family (Chang and Ling 2000; Momsen 2004).

Major objectives and limitations

The present paper will analyze the impact of globalization on only one segment of world population, the women, who constitute almost half of the entire world population. Based on the secondary data, the present work will analyze women from economic, socio-cultural and political aspects. The objectives of this study covers women, as already stated, from different perspectives: to clarify the nature and trends of the capabilities of women, their wage structures, health, education and other opportunities and the notion of capability deprivation; to analyze the process by which the global policies affect the economic, socio-cultural and political condition of women in the less developed countries. To search these issues, it will be necessary to analyze deeply the